দৈনিক মিল্লাত

The Daily Millat

Email: dailymillatbd@gmail.com

ঢাকা বৃহস্পতিবার ■ ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫ইং ■ বর্ষ ০১ ■ সংখ্যা ২৯১ ■ ১০ পৌষ ১৪৩২ বাংলা ■ ০৪ রজব ১৪৪৭ হিজরী ■ ০৮ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা

শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর ইউক্রেনে নির্বাচন হবে : জেলেনস্কি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর ইউক্রেনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। যুক্তরাষ্ট্র-

▷ ৬-এর পাতায় দেখুন

বড় চ্যালেঞ্জ নিয়ে ফিরছেন সামান্থা

বিনোদন ডেস্ক

চলচ্চিত্রে শুধু অভিনয় নয়, প্রযোজনাতেও সক্রিয় সামান্থা রুথ প্রভু। বর্তমানে তিনি শুটিং করছেন তাঁর নতুন প্রযোজনা ও অভিনীত ছবি 'মা ইন্তি বাঙারাম'-এর। নারীকেন্দ্রিক অ্যাকশন-

▷ ৩-এর পাতায় দেখুন

আজ দেশে ফিরছেন তারেক রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আজ বৃহস্পতিবার দেশে ফিরছেন। তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে সরকারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া দলের পক্ষ থেকেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তারেক রহমানের এই স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ঘিরে রাজধানীজুড়ে নেওয়া হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। দলটির পক্ষ থেকে ৫০ লাখ মানুষ জমায়েতের প্রস্তুতি চলছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিএনপি ও এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা এরইমধ্যে ঢাকায় এসে জড়ো হচ্ছেন। প্রিয় নেতাকে এক নজর দেখতে এবং বরণ করে নিতে তাদের এই আগমন বলে জানিয়েছেন তারা। সূত্র জানায়, তারেক রহমানের নিরাপত্তা নিশ্চিতে রেড, ইয়েলো ও হোয়াইট-এই তিন জোনে ভাগ করে সাজানো হয়েছে নিরাপত্তার ছক। সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এরইমধ্যে বেশ কয়েকটি বৈঠক হয়েছে। বৈঠক করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট এবং বিএনপি চেয়ারপারসনের সিকিউরিটি ফোর্স (সিএসএফ)। তারেক রহমানের নিরাপত্তার জন্য বুলেটপ্রুফ গাড়ি কিনেছে

বিএনপি, যা এরইমধ্যে দেশে পৌঁছেছে। এছাড়াও টয়োটা ল্যান্ডক্রুজার প্রাডো এলসি ২৫০ মডেল গাড়ি বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়েছে এবং বাংলাদেশে নিবন্ধিত হয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, তারেক রহমান ও তার পরিবার লন্ডনের সময় গতকাল বুধবার সন্ধ্যা সোয়া ৬টায় হিথ্রো বিমানবন্দর থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে দেশের উদ্দেশে রওয়ানা হবেন। সিলেট হয়ে ফ্লাইটটি বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করবে। এদিকে, তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষে গতকাল বুধবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দর্শনার্থীদের প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপ করেছে কর্তৃপক্ষ। কেবল যাত্রীরাই এই সময়ে প্রবেশ করতে পারবেন। শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের পর বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্যরা তারেক রহমানকে স্বাগত জানাবেন। সেখান থেকে তিনি সড়কপথে পূর্বাচলের ৩০০ ফিট এলাকায় যাবেন। বিমানবন্দর থেকে ৩০০ ফিট পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে নেতাকর্মীরা তাকে সংবর্ধনা জানাবেন। ৩০০ ফিট এলাকায় তৈরি মঞ্চে তিনি সমবেত জনতার উদ্দেশে বক্তব্য রাখবেন। সেখানে কেবল তারেক রহমানই বক্তব্য দেবেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। জনসভা শেষে তিনি সরাসরি রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে যাবেন। সেখানে চিকিৎসাধীন তার মা সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করবেন। মায়ের সঙ্গে দেখা করার পর তিনি গুলশানের বাসভবন ফিরোজায়

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

বুধবার বড়দিন উপলক্ষ্যে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

ঋণখেলাপির দায়ে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না মান্না

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঋণখেলাপির তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার নির্দেশনা চেয়ে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্নার রিট খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট। এর ফলে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি অংশ নিতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা। গতকাল বুধবার বিচারপতি মো. বজলুর রহমান ও বিচারপতি মো. মনজুর আলমের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে মান্নার পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আহসানুল করিম ও ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া। অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল শফিকুর রহমান। পরে শফিকুর রহমান

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক সিগন্যাল মানতে অনীহা চালকদের

এখনো ভরসা হাতের ইশারা

নিজস্ব প্রতিবেদক

- ২২ মোড়ে বসেছে নতুন ট্রাফিক সিগন্যাল বাতি
- স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি কার্যকর আটটি স্থানে
- সিগন্যাল ছাড়ার সময় নির্ধারণে এআই ব্যবহার

রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ মোড় বা ইন্টারসেকশনে চালু করা হয়েছে নতুন স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থা। সবুজ, হলুদ ও লাল বাতি জ্বালানোর সময় নির্ধারণে ব্যবহার করা হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)। কিন্তু সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে এ উদ্যোগ থেকে বাস্তবে তেমন সুফল মিলছে না। অধিকাংশ চালক সংকেত মানছেন না। লাল বাতি উপেক্ষা করেই যানবাহন চলছে। তাই সড়কে বিশৃঙ্খলা এড়াতে এখনো ট্রাফিক পুলিশ সদস্যদের হাতের ইশারার ওপরই ভরসা করতে হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করা ট্রাফিক সদস্যদের ভাষ্য, নিয়ম অমান্য করে দ্রুত সিগন্যাল পেরিয়ে যাওয়াই যেন গাড়িচালকদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলছেন ভিন্ন কথা। তারা জানান, রাজধানীর প্রধান প্রধান মোড়ে একযোগে এ স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু না থাকায় অধিকাংশ চালকের এ সম্পর্কে ধারণা নেই। তাই ভুল করেও সংকেত অমান্য করছেন অনেকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে। একই সঙ্গে তাদের পরামর্শ, যারা নিয়ম মানবে না তাদের অবশ্যই আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

সম্প্রতি ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের ২২টি মোড়ে নতুন করে ট্রাফিক সিগন্যাল বাতি বসানো হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) ১৪টি এবং দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) আটটি মোড়। এর মধ্যে আটটি স্থানে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি কার্যকর করা হয়েছে।

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

দেশের ২৬তম প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশের ২৬তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে আপিল বিভাগের বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীকে নিয়োগ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। গতকাল বুধবার রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে আইন মন্ত্রণালয়ের সচিব লিয়াকত আলী মোল্লার সই করা প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, আপিল বিভাগের বিচারক বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীকে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করেছেন। এ নিয়োগ

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

সম্পর্কের নতুন চ্যালেঞ্জে বাংলাদেশ-ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদক

- একই দিনে দুই দেশের দূতকে পাল্টাপাল্টি তলবের ঘটনা বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ইতিহাসে এই প্রথম
- দুই দেশের কূটনীতিককে দফায় দফায় ডাকা ছাড়াও তাদের যেভাবে আপ্যায়ন করা হচ্ছে সেটাও কূটনৈতিকভাবে বেশ দৃষ্টিকটু

গত বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দেয় ভারত। দেশটিতে পালিয়ে আশ্রয় নেন আরও অনেক নেতা। এরপর থেকেই বাড়তে থাকে দুই দেশের সম্পর্কে তিক্ততা। বিশ্লেষকেরা বলছেন, সাম্প্রতিক কিছু ঘটনায় রাজনৈতিক সম্পর্কের নতুন এক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে বাংলাদেশ-ভারত। কার্যত সবশেষ ১৫ দিনে সম্পর্কের শীতলতা প্রায় তলানিতে নেমেছে। গত ১০ দিনে দুই দেশ দুবার করে পরস্পরের কূটনীতিককে তলব করে বিভিন্ন ইস্যুতে প্রতিবাদ ও উদ্বেগ জানায়। সবশেষ মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) একই দিনে ঢাকায় ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাকে এবং দিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম রিয়াজ হামিদুল্লাহকে তলব করে দুই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। একই দিনে দুই দেশের দূতকে পাল্টাপাল্টি তলবের ঘটনা বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ইতিহাসে এই প্রথম। কূটনৈতিক সূত্র বলছে, দুই দেশের কূটনীতিককে দফায় দফায় ডাকা ছাড়াও তাদের যেভাবে আপ্যায়ন করা হচ্ছে সেটাও কূটনৈতিকভাবে বেশ দৃষ্টিকটু। দিল্লির একটি সূত্র জানায়, মঙ্গলবার বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম রিয়াজ হামিদুল্লাহকে চা পানের আমন্ত্রণের কথা বলে তলব করেন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব বি শ্যাম। স্থানীয় সময় বিকেল ৫টার দিকে বাংলাদেশের হাইকমিশনার

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

বড়দিন উপলক্ষে ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার শুভেচ্ছা বিনিময়

নিজস্ব প্রতিবেদক

বড়দিন উপলক্ষে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। গতকাল বুধবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এই শুভেচ্ছা বিনিময় করেন তিনি। প্রধান উপদেষ্টার জ্যেষ্ঠ সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ এ তথ্য জানান। তিনি জানান, অনুষ্ঠানে ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, বাংলাদেশের ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের প্রধান ধর্মগুরু আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, ন্যাশনাল ক্রিশ্চিয়ান ফেলোশিপ অব বাংলাদেশের সভাপতি বিশপ ফিলিপ পি অধিকারী, খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি ড. বেনেডিক্ট আলো ডি রোজারিও, জাতীয় চার্চ পরিষদ বাংলাদেশ-এর সভাপতি ক্রিস্টোফার অধিকারীসহ দেশের খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। এসময় খ্রিষ্টান ধর্মের নেতারা তাদের শুভেচ্ছা বক্তব্যে বিশ্বজুড়ে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সুনাম এবং

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

মগবাজারে ককটেল বিস্ফোরণে যুবক নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর মগবাজারে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল ভবনের সামনে ফ্লাইওভার থেকে ছোড়া ককটেল বিস্ফোরণে সিয়াম (২১) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। তিনি একটি গাড়ির ডেকোরেশন দোকানের কর্মচারী। বুধবার সন্ধ্যা ৭টা ১০ মিনিটের দিকে মগবাজার ফ্লাইওভার থেকে নিক্ষেপ করা ককটেল বিস্ফোরণে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রমনা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো. মাসুদ আলম। তিনি বলেন, ফ্লাইওভার থেকে একটি শক্তিশালী ককটেল নিচে কে বা কারা নিক্ষেপ করেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। ধারণা করা হচ্ছে, ককটেলটি সরাসরি ওই ব্যক্তির মাথার ওপর

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

সরকারের অবস্থান স্পষ্ট আ.লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না

নিজস্ব প্রতিবেদক

আগামী সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই বলে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেছেন, নির্বাচন কমিশন আওয়ামী লীগের দলীয় নিবন্ধন বাতিল করেছে। সেজন্য দলটি এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। এ বিষয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট। গতকাল বুধবার বিকেলে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমির মিলনায়তনে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় ময়মনসিংহে দীপু হত্যার বিষয়ে শফিকুল আলম বলেন, দীপু চন্দ্র দাস হত্যার ঘটনায় আমরা তীব্র নিন্দা জানিয়েছি এবং যারা জড়িত ছিলেন, ভিডিও এবং ভিজ্যুয়াল দেখে অন্তত ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছি। এ বিষয়ে আজ আইন উপদেষ্টা জানিয়েছেন, এই মামলার বিচার হবে দ্রুত বিচার আইনে। সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার জন্য আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছি। আপনারা দেখেছেন দুর্গাপূজার সময় এবং অন্যান্য বড় ধর্মীয় উৎসবে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ছিল। তারেক রহমান প্রসঙ্গে প্রেস সচিব

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

তারেক রহমানের ঘরে ফেরা

৩০০ ফিটে সংবর্ধনা মঞ্চ ঘিরে রাজকীয় প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদক

দীর্ঘ ১৭ বছর পর নির্বাসিত জীবনের অবসান ঘটিয়ে দেশে ফিরছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি নিয়মিত ফ্লাইটে যুক্তরাজ্য থেকে দেশে ফিরবেন তিনি। ফ্লাইটটি গতকাল বুধবার যুক্তরাজ্যের স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সোয়া ৬টায় (বাংলাদেশ সময় রাত ১২টায়) লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দর থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। সফরসঙ্গী হিসেবে তার সঙ্গে থাকছেন সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান, মেয়ে জাইমা রহমান। আরও থাকছে তাদের আদরের পোষা বিড়াল 'জেবু'। সব ঠিক থাকলে বিএনপির

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরা উপলক্ষ্যে গণসংবর্ধনার গণসংবর্ধনার জন্য পূর্বাচলের ৩০০ ফুট এলাকায় বাঁশ ও কাঠ দিয়ে তৈরি ফুটের বিশাল মঞ্চ। ছবিটি বুধবার তোলা

বিটিভির ৬১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) ৬১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছে আজ ২৫ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার। এ উপলক্ষে দিনব্যাপী বিটিভির পর্দায় থাকছে নানা আয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে বিশেষ অনুষ্ঠান, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও তারকাদের শুভেচ্ছা বার্তা এবং বিটিভির দীর্ঘ পথচলার ইতিহাসভিত্তিক প্রামাণ্য অনুষ্ঠান 'ডিআইটি থেকে রামপুরা'। পাশাপাশি বিটিভির আর্কাইভ থেকে প্রচারিত হবে জনপ্রিয় শিল্পীদের গাওয়া গান নিয়ে অনুষ্ঠান ও নাটক। এছাড়াও বিটিভি চট্টগ্রামকেন্দ্র থেকে এ উপলক্ষে প্রচারিত হবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। বিটিভি প্রাঙ্গণ ও স্টুডিও থেকে থাকছে দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিটিভির নিজস্ব শিল্পী ও

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

বড়দিন উপলক্ষে গির্জাগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার

নিজস্ব প্রতিবেদক

খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শুভ বড়দিনকে কেন্দ্র করে রাজধানীতে কোনো ধরনের নিরাপত্তা শঙ্কা নেই বলে জানিয়েছে পুলিশ। উৎসব নির্বিঘ্ন করতে ইতোমধ্যে ঢাকার প্রতিটি গির্জায় (চার্চ) নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকালে রাজধানীর কাকরাইল সেন্ট মেরি'স ক্যাথেড্রাল চার্চ পরিদর্শন শেষে ডিএমপির রমনা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মাসুদ আলম সাংবাদিকদের এসব কথা জানান। ডিসি মাসুদ আলম বলেন, বড়দিন খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব। এই উৎসব উপলক্ষে আমাদের কমিশনার সবাইকে নিয়ে

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

প্রস্তুতির ঘাটতিতে বিপর্যস্ত স্বাস্থ্য খাত

নিজস্ব প্রতিবেদক

সালতামামি ২০২৫

- ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ রোগী
- প্রাণহানির ভার রাজধানীতেই
- নগরপিতাহীন প্রশাসন ও কার্যক্রমের স্থবিরতা
- মৌসুমি রোগের ধারণা ভেঙে সারা বছর ডেঙ্গু

দরজায় কড়া নাড়ছে নতুন বছর। বিদায়ের প্রহর গুনছে আলোচিত বছর ২০২৫। রাজনৈতিক উত্থান-পতন ও নানা ঘটনায় শেষ হতে যাওয়া বছরটি দেশের স্বাস্থ্য খাতের জন্য ছিল বেশ চ্যালেঞ্জিং। বছরজুড়ে ডেঙ্গু ছিল দেশের সবচেয়ে আলোচিত ও ভয়াবহ জনস্বাস্থ্য সংকট। বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, চলতি বছর ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা লাখ ছাড়িয়েছে। মৃত্যু হয়েছে চার শতাধিক মানুষের। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রকৃত আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা সরকারি পরিসংখ্যানের চেয়েও বেশি হতে পারে, কারণ সব রোগী ও মৃত্যুর তথ্য জাতীয় পরিসংখ্যানে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এ বছর ডেঙ্গুর বিস্তার, সময়কাল এবং তীব্রতা সব দিকই ছিল আগের বছরগুলোর চেয়ে ভিন্ন। আগের মতো বর্ষা মৌসুমে সীমাবদ্ধ না থেকে ডেঙ্গু বছরজুড়েই সংক্রমণ ছড়িয়েছে। এতে ডেঙ্গু মোকাবিলায় রাষ্ট্রীয় প্রস্তুতি, সমন্বয় ও পরিকল্পনায় মৌলিক ঘাটতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, চলতি বছর এ পর্যন্ত ১ লাখ ২ হাজার ৮২ জন ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে ৬২ দশমিক ৫ শতাংশ পুরুষ ও ৩৭ দশমিক ৫ শতাংশ নারী। সেইসঙ্গে চলতি বছরের এখন পর্যন্ত ১ লাখ ৮৪৮ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন। চলতি বছরে এযাবৎ ডেঙ্গুতে ৪১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আগের বছর

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে রুমিন ফারহানার পক্ষে মনোনয়নপত্র উত্তোলন

নিজস্ব প্রতিবেদক

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির জোট সঙ্গীকে ছেড়ে দেওয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সহ-সম্পাদক রুমিন ফারহানার পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার দুপুরে সরাইল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে তার পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন উপজেলা যুবদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আলী হোসেন। এ সময় সরাইল-আশুগঞ্জ ও বিজয়নগর উপজেলার দলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

বেকারদের কর্মসংস্থানে ১৮৩৯ কোটি টাকা ঋণ দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশের নারী ও বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য ১৫ দশমিক ০৭৫ কোটি ডলার ঋণ সহায়তা অনুমোদন করেছে বিশ্বব্যাংক। প্রতি ডলার সমান ১২২ টাকা ধরে বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ১ হাজার ৮৩৯ কোটি ১৫ লাখ টাকা। গতকাল বুধবার সংস্থাটির ঢাকা অফিস থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান পুনরুদ্ধার ও অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রকল্পটিতে ঋণ সহায়তা দেবে সংস্থাটি। এই সহায়তা দেশের ১ লাখ ৭৬ হাজার যুবকের জন্য কর্মসংস্থান এবং আয়ের সুযোগ তৈরি করবে। এর আগে অন্তর্ভুক্ত ২ লাখ ৩৩ হাজার সুবিধাভোগীর পাশাপাশি নতুন অংশগ্রহণকারীরাও দক্ষতা প্রশিক্ষণ, শিক্ষানবিশ উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্রঋণের অ্যাক্সেসসহ পরিষেবার একটি বিস্তৃত প্যাকেজ থেকে উপকৃত হবেন। যাতে তরুণ এবং

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

শুভ বড়দিন আজ

নিজস্ব প্রতিবেদক

খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব দশুভ বড়দিন' আজ ২৫ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার। এই ধর্মের প্রবর্তক যিশুখ্রিষ্ট ২৫ ডিসেম্বর বেথলেহেমে জন্মগ্রহণ করেন। খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা এ দিনটিকে 'শুভ বড়দিন' হিসেবে উদযাপন করে থাকেন। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ বিশ্বাস করেন, সৃষ্টিকর্তার মহিমা প্রচারের মাধ্যমে মানবজাতিকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করতেই প্রভু যিশুর পৃথিবীতে আগমন ঘটেছিল। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের খ্রিস্টান ধর্মানুসারীরাও যথাযথ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও আচারাদি, আনন্দ-উৎসব এবং প্রার্থনার মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করবে। এ উপলক্ষে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গির্জাগুলোকে সাজানো হয়েছে নতুন আঙ্গিকে। এছাড়াও

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক মিল্লাত

The Daily Millat

Email: dailymillatbd@gmail.com

ঢাকা বৃহস্পতিবার, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০ পৌষ ১৪৩২ বাংলা, ০৫ রজব ১৪৪৭ হিজরী

লিজ ব্যর্থতায় বিমানের বহর সংকট তীব্র

নিজস্ব প্রতিবেদক

যাত্রী চাহিদা যখন দ্রুত বাড়ছে, ঠিক সেই সময় গত পাঁচ বছরে একটি উড়োজাহাজও বহরে যুক্ত করতে না পারায় তীব্র সংকটে পড়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। সম্প্রসারণ না হয়ে, বরং জাতীয় পতাকাবাহী এই সংস্থার বহর আরও সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১৯টিতে। গত বছর লিজের মেয়াদ শেষ হওয়ায় দুটি উড়োজাহাজ ফেরত দেওয়ার পর বহরের আকার কমে আসে। এরপর বিকল্প হিসেবে উড়োজাহাজ লিজ নেওয়ার একাধিক চেষ্টা করা হলেও, আন্তর্জাতিক লিজদাতাদের কাছ থেকে কোনো সাড়া মেলেনি। পাঁচ দফা দরপত্র আহ্বান করলেও- কেউ আগ্রহ দেখায়নি।

বিমানের কর্মকর্তা ও খাতসংশ্লিষ্টদের মতে, মূল সমস্যা হলো সরকারি ক্রয়বিধি বা দরপত্র প্রক্রিয়ার কারণে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে না পারা। বৈশ্বিক বাজারে যখন উড়োজাহাজের তীব্র সংকট এবং লিজ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত অনেক সময় কয়েক দিন বা ঘণ্টার মধ্যেই নিতে হয়, তখন এই দীর্ঘসূত্রতা বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এর প্রভাব ইতোমধ্যেই বিমানের অপারেশনে পড়তে

নতুন উড়োজাহাজ পেতে লাগবে আরো সময়

শুরু করেছে। আগামী এপ্রিল থেকে শুরু হতে যাওয়া হজ মৌসুমের আগে একাধিক রুটে ফ্লাইট কমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে বিমান। অথচ এর মধ্যেই দ্বিপক্ষীয় চুক্তির আওতায় চলতি মাসের শেষ দিকে ঢাকা-করাচি রুটে ফ্লাইট চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। বিমানের মুখপাত্র বোসরা ইসলাম বলেন, 'গত বছরও আমরা লিজ নেয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু এয়ারক্রাফট খুঁজে পাইনি। এবারো চেষ্টা চলছে। চাহিদার তুলনায় এয়ারক্রাফট কম থাকায় হজ মৌসুমে ফ্লাইট কমানোর একটি খসড়া পরিকল্পনা তৈরি রেডি হয়েছে, যা চূড়ান্ত হলে ঘোষণা দেওয়া হবে।' লিজ প্রক্রিয়ার ধীরগতির বিষয়ে তিনি বলেন, 'বিমানকে সব সরকারি দরপত্র প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় সময় লাগে- এটা অস্বীকার করার সুযোগ নেই।'

তাৎক্ষণিক সমাধান নেই : বর্তমানে বিমানের বহরে রয়েছে চারটি বোয়িং ৭৭৭-৩০০ইআর, চারটি বোয়িং ৭৮৭-৮, দুটি বোয়িং ৭৮৭-৯, চারটি বোয়িং ৭৩৭ এবং পাঁচটি ড্যাশ-৮ কিউ৪০০ উড়োজাহাজ। সর্বশেষ ২০২১ সালের ৫ মার্চ কানাডা থেকে একটি ড্যাশ-৮ কিউ৪০০ উড়োজাহাজ বহরে যুক্ত হয়। বর্তমানে বিমান ২২টি আন্তর্জাতিক রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করছে। পূর্ব এশিয়া, ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে নতুন রুট চালুর পরিকল্পনাও রয়েছে। ২০২৪ সালে বিমানের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদিত ১০

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

দুদক সংস্কারে নতুন অধ্যাদেশ জারি

বাড়ছে ক্ষমতা ও সদস্য সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) আইন-২০০৪-এর সংশোধিত অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সংস্থাটির কাঠামো এবং ক্ষমতায় আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের অনুমোদনক্রমে এই অধ্যাদেশটি কার্যকর করা হয়েছে। নতুন এই বিধানে কমিশনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি, তদন্তের পরিধি বাড়ানো এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অধ্যাদেশ অনুযায়ী, এখন থেকে দুর্নীতি দমন কমিশন অনধিক পাঁচজন কমিশনারের সমন্বয়ে গঠিত হবে, যা আগে ছিল তিনজন। এই পাঁচজনের মধ্যে অন্তত একজন নারী এবং একজন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি এই কমিশনারদের মধ্য থেকে একজনকে চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করবেন। আইটি বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করার মূল উদ্দেশ্য হলো আধুনিক ও ডিজিটাল দুর্নীতির রহস্য উন্মোচন এবং প্রযুক্তিগত তদন্ত কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করা। কমিশনার নিয়োগের জন্য গঠিত কমিটি প্রক্রিয়ায় বড় পরিবর্তন আনা

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান বিআরটিএ

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের সরকারি সেবা খাতগুলোর মধ্যে দুর্নীতির শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) 'সিটিজেন পারসেপশন সার্ভে (সিপিএস) ২০২৫' -এর চূড়ান্ত প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। জরিপ অনুযায়ী, বিআরটিএ-তে সেবা নিতে গিয়ে অন্তত ৬৩.২৯ শতাংশ নাগরিক দুর্নীতির শিকার হয়েছেন।

গতকাল বুধবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিবিএস অডিটোরিয়ামে এক প্রকাশনা অনুষ্ঠানে এ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব আলেয়া আক্তার। অনুষ্ঠানে পরিকল্পনা বিভাগের সচিব এস এম শাকিল আখতার, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ মাসুদ রানা চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিবিএস ডিজি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সভাপতিত্ব করেন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ৬-২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সময়ে দেশব্যাপী 'সিটিজেন পারসেপশন সার্ভে (সিপিএস)' পরিচালনা করে। ৬৪ জেলার এক হাজার ৯২০টি প্রাইমারি স্যাম্পলিং ইউনিট (পিএসইউ) থেকে ৪৫ হাজার ৮৮৮টি খানার ১৮ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী মোট ৮৪ হাজার ৮০৭ জন উত্তরদাতার (পুরুষ: ৩৯ হাজার ৮৯৪, নারী: ৪৪ হাজার ৯১৩) সাক্ষাৎকারের

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে নিবন্ধন ছাড়ালো ৬ লাখ ৭২ হাজার

নিজস্ব প্রতিবেদক

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে 'পোস্টাল ভোট বিডি' অ্যাপে প্রবাসী ভোটার হিসেবে নিবন্ধন করেছেন ৬ লাখ ৭২ হাজার ১২ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৬ লাখ ২১ হাজার ৮০০ জন এবং নারী ভোটার ৫০ হাজার ২১০ জন। গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য থেকে এ সংখ্যা জানা গেছে। এবার প্রথমবারের মতো তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর পোস্টাল ব্যালট ব্যবস্থায় ভোট গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে ইসি। এই ব্যবস্থায় প্রবাসী ভোটারদের পাশাপাশি আইনি হেফাজতে থাকা ব্যক্তি এবং নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত ভোটাররাও ভোট

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

শীতের সকালে এভাবে ঝুঁকি নিয়ে পিকআপ ভ্যানে করে যাচ্ছেন নির্মাণশ্রমিকেরা। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এই অসতর্ক চলাচলে ঘটছে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা। ছবিটি গতকাল দাউদকান্দি, কুমিল্লা থেকে তোলা

তারেক রহমানের দেশে ফেরাকে কেন্দ্র করে ডিএমপির ট্রাফিক নির্দেশনা

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরাকে কেন্দ্র করে একগুচ্ছ ট্রাফিক নির্দেশনা দিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। গতকাল বুধবার ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলীর সই করা এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, তারেক রহমানকে অভ্যর্থনাকারীরা কোনো ব্যাগ, লাঠি ইত্যাদি বহন করতে পারবেন না। তারেক রহমানের গাড়ি বহরে যুক্ত হতে পারবেন না। মোটরসাইকেল নিয়ে কোনোক্রমেই গুলশান, বনানী থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত রাস্তায় অবস্থান বা চলতে পারবেন না। আরও বলা হয়, বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা ৫৫ মিনিটে তারেক

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

আ.লীগ ও ভারত নির্বাচন পেছানোর চেষ্টা করছে

নিজস্ব প্রতিবেদক

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেছেন, আওয়ামী লীগ বিভিন্নভাবে এবং ভারত বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করে নির্বাচন পেছানোর চেষ্টা করছে। গতকাল বুধবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি এসব কথা বলেন। নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ইসি আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন আয়োজন করতে চাচ্ছে। আমরা জাতীয় নাগরিক পার্টির পক্ষ থেকে বলেছি, এই ঘোষিত তারিখ পরবর্তী সময়ে যাতে না পিছায়; যাতে ইলেকশনটা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয়। কারণ আওয়ামী লীগ বিভিন্নভাবে এবং ভারত বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করে নির্বাচন পেছানোর চেষ্টা করছে। যথাসময়ে যাতে নির্বাচন হয়, সে বিষয়ে আমরা আজ ইলেকশন কমিশনের কাছে জানতে চেয়েছি। সুষ্ঠু ভোট আয়োজনে ইসির প্রতি আস্থা রয়েছে কিনা প্রশ্নে নাসীরুদ্দীন বলেন, নির্বাচন কমিশনে কিছু বিশৃঙ্খলা রয়েছে। এখানে ফ্যাসিবাদের অনেক দোসর আছে। নির্বাচনটা আয়োজন করবে নির্বাচন কমিশনই। আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিশৃঙ্খলা দেখতে পাচ্ছি। আমরা সেগুলো রিপোর্ট করেছি। আমরা

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

গণভোট আয়োজনের এখতিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের নেই

– জাসদ

নিজস্ব প্রতিবেদক

গণভোট আয়োজনের মতো কোনো নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নেই বলে মনে করে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)। গতকাল বুধবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীনকে লেখা এক চিঠিতে এই অবস্থানের কথা জানিয়েছে দলটি। এদিন জাসদের একটি প্রতিনিধি দল ইসি সচিব আখতার আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ছয় দফা দাবি সম্বলিত এই চিঠিটি হস্তান্তর করেন। জাসদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শওকত রায়হান ও ওবায়দুর রহমান চুন্নু স্বাক্ষরিত চিঠিতে বলা হয়, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামত অনুযায়ী এই সরকার শুধু 'নির্বাহী কার্য পরিচালনার' নিমিত্তে গঠিত।

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে ৪ দিনব্যাপী আবাসন মেলা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের আবাসন খাতের সবচেয়ে বড় প্রদর্শনী 'রিহ্যাব ফেয়ার-২০২৫' শুরু হয়েছে রাজধানীতে। রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) আয়োজিত চার দিনব্যাপী এ মেলার উদ্বোধন করা হয় গতকাল বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টায়। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত এই মেলার উদ্বোধন করেন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. রিয়াজুল ইসলাম। আগামী ২৭ ডিসেম্বর মেলার পর্দা নামবে। রিহ্যাব সভাপতি মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের (এনএইচএ) চেয়ারম্যান মোছা.

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

আবাসন খাতের মন্দা স্থায়ী নয়, সুদিন ফিরবেই

নিজস্ব প্রতিবেদক

দীর্ঘদিন ধরে আবাসন খাত নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এসেছে উল্লেখ করে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) চেয়ারম্যান প্রকৌশলী রিয়াজুল ইসলাম বলেছেন, এ খাতে বর্তমানে কিছুটা মন্দা থাকলেও এটি স্থায়ী নয়, সুদিন অবশ্যই ফিরে আসবে। তিনি বলেন, একটি দেশ গড়ে তুলতে ভবন নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত উদ্যোক্তা ও নির্মাণকারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আবাসন খাতে নানা পেশাজীবী সংগঠন যুক্ত থাকলেও বাস্তবে ভবন নির্মাণের মূল দায়িত্ব উদ্যোক্তা ও নির্মাতাদেরই। গতকাল বুধবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে চার দিনব্যাপী আবাসন মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন রাজউক চেয়ারম্যান। রাজউক চেয়ারম্যান প্রকৌশলী রিয়াজুল ইসলাম বলেন, আজ যদি কোনো প্লট মালিককে নিজের টাকায় বাড়ি নির্মাণ করতে বলা হয়, তাহলে ঢাকা শহরে কয়টি ভবন আদৌ তৈরি হতো- তা ভাবনার বিষয়। ডেভেলপারদের বিষয়ে প্রচলিত ভুল ধারণার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, অনেকে মনে করেন ডেভেলপাররা শুধু নিজেদের ব্যবসার কথা ভাবেন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই ধারণা সঠিক নয়। হয়তো হাতে গোনা কয়েকজন ব্যতিক্রম থাকতে

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

হিলি দিয়ে ভারত থেকে আমদানির পর কমছে পেঁয়াজের দাম

নিজস্ব প্রতিবেদক

সপ্তাহের ব্যবধানে দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে পেঁয়াজের আমদানি বৃদ্ধি পাওয়ায় খুচরা বাজারে দাম কমতে শুরু করেছে। এতে অনেকটা স্বস্তিতে সাধারণ ক্রেতারা। চলতি সপ্তাহের শনিবার ১৮ ট্রাকে ৫৩৮, রোববার ২২ ট্রাকে ৬৫৮, সোমবার ১৭ ট্রাকে ৫০৮, গত মঙ্গলবার ১৮ ট্রাকে ৫৩৯ মেট্রিক টনসহ চারদিনে ২২৪৩ মোট মেট্রিক টন পেঁয়াজ আমদানি করা হয়েছে। হিলি বন্দর সূত্রে জানা গেছে, গত ১৩ ডিসেম্বর ভারতীয় ৮টি ট্রাকে ২২৫, রোববার ১০ ট্রাকে ২৯৯, সোমবার ২৩ ট্রাকে ৬৮৬, গতকাল বুধবার ১৭ ট্রাকে ৫০৯, বৃহস্পতিবার ২২ ট্রাকে ৬৫৯ মেট্রিক টনসহ মোট ২৩৭৮

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি

নিজস্ব প্রতিবেদক

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেছেন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে নীতিগতভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। এ কারণে আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের যে লক্ষ্য তা পূরণ করার সম্ভাবনা ক্রমাগতভাবে কমে যাচ্ছে। গতকাল বুধবার রাজধানীর ধানমন্ডির মাইডাস সেন্টারে 'বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। সংবাদ সম্মেলনে যৌথভাবে গবেষণা প্রতিবেদনটি পাঠ করেন এনার্জি গভর্ন্যান্সের অ্যাসিস্টেন্ট কো-অর্ডিনেটর আশনা ইসলাম এবং কো-অর্ডিনেটর নেওয়াজুল মওলা। প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্থাপিত সক্ষমতা ২৮,৬১৬ মেগাওয়াট, যার মধ্যে নবায়নযোগ্য অংশের স্থাপিত সক্ষমতা মাত্র ১,৩১৪ মেগাওয়াট। ২০১০-২০২৩ সময়কালে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতে প্রায় ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ অর্থের বিদেশি বিনিয়োগ হলেও এর ৯৬.৭ শতাংশ জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক খাতে এবং মাত্র ৩.৩ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ১২২১.৪ মেগাওয়াট সক্ষমতাসম্পন্ন মাত্র ১৭টি গ্রিড সংযুক্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প রয়েছে। জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের সম্প্রসারণ ও কার্বন নিঃসরণের ক্রমবৃদ্ধি প্যারিস চুক্তি, আইএনডিসি এবং টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) লক্ষ্যমাত্রার বিপরীত পদক্ষেপ এবং আমদানিকৃত জ্বালানি ও বিদ্যুতের ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধি জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এতে আরও বলা হয়, জ্বালানি মিশ্রণে নবায়নযোগ্য জ্বালানির বর্তমান ক্ষুদ্র অবদান এবং চলমান প্রকল্পগুলোর ধীর অগ্রগতি ২০৫০ সালের মধ্যে ১০০ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সহায়ক নয় বলে

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা চুয়াডাঙ্গায়

নিজস্ব প্রতিবেদক

চুয়াডাঙ্গায় দিন দিন শীতের প্রকোপ বাড়ছে। গতকাল বুধবারও দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে এ জেলায়। সীমান্তঘেঁষা এই জেলায় ঘন কুয়াশা ও উত্তরের হিমেল বাতাসে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা প্রায় থমকে গেছে। কনকনে ঠান্ডায় সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েছে খেটে খাওয়া মানুষ ও ছিন্নমূল পরিবারগুলো। গতকাল বুধবার সকাল ৯টার দিকে চুয়াডাঙ্গায় ১০ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। এসময় বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৯৭ শতাংশ। চলতি শীত মৌসুমে এটিই জেলায় এখন পর্যন্ত সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। এছাড়া গতকাল বুধবার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও এটি। তীব্র শীতের সরাসরি প্রভাব

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

আলু চাষি এবং ব্যবসায়ীর গলার কাঁটা মজুদ আলু

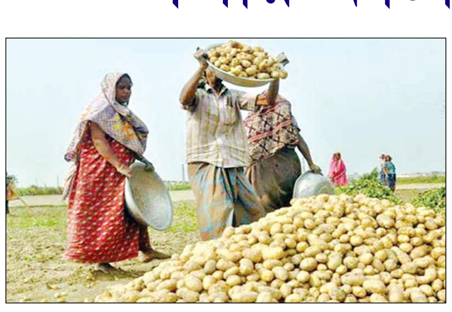

নিজস্ব প্রতিবেদক

আলু চাষি এবং ব্যবসায়ীর গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে মজুত আলু। ওই আলু বিক্রি করে হিমাগারের ভাড়াও উঠছে না। বরং পকেট থেকে গুনতে বাড়তি টাকা গুনতে হচ্ছে। লোকসানে চাষি ও ব্যবসায়ীরা হিমাগার থেকে আলু তুলতে যাচ্ছে না। ফলে হিমাগার কর্তৃপক্ষ এলাকায় মাইকিং করে আলু তুলে নেয়ার সময় বেঁধে দিয়েছে। কারণ হিমাগার মালিকরা মজুত আলু নিয়ে বিপাকে। তার মধ্যে পরিস্থিতি আরো নাজুক করে তুলেছে নতুন আলু। তাতে আলুর দরে আরো পতন ঘটেছে। বর্তমানে কোথাও কোথাও পাঁচ-ছয় টাকা কেজিতে আলু বিক্রি হচ্ছে। গতবছর ফলন ভালো হওয়ায় লাভের আশায় বিপুল পরিমাণ মজুত আলু নিয়ে চাষী ও ব্যবসায়ীদের এখন ত্রাহি অবস্থা। যদিও কৃষি মন্ত্রণালয় কোল্ডস্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনকে কৃষকের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ডিসেম্বর পর্যন্ত আলু সংরক্ষণের অনুরোধ জানিয়েছে। কৃষি সমপ্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি অর্থনীতিবিদ এবং ভুক্তভোগীদের সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, বর্তমানে বাজারে নতুন আলুর সরবরাহ বাড়ায় পুরোনো আলুর চাহিদা নেমেছে তলানিতে। পুরোনো আলু কেজিপ্রতি ১১ থেকে ১৪ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। গত তিন পুরোনো আলুর দাম কেজিতে প্রায় আট টাকা কমেছে। পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে যে, উৎপাদন খরচের চাপ সামলাতে না পেরে কোথাও কোথাও গরু-ছাগলকে আলু খাওয়ানো হচ্ছে। গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে আলুর আবাদ হয়েছে প্রায় চার লাখ ৯৫ হাজার হেক্টর জমিতে। আর এক কোটি ১৫ লাখ টনেরও বেশি উৎপাদন হয়েছে। দেশে আলুর বার্ষিক চাহিদা প্রায় ৮০ লাখ টন। বীজের জন্য আরো ৮-১০ লাখ টনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু গত মৌসুমেই উদ্বৃত্ত থেকে যায় অন্তত ২৫-৩০ লাখ টন আলু। ওই আলুই হিমাগারে সংরক্ষণ করা হয়েছে। সূত্র জানায়, বর্তমানে

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষ্যে চার্চ গুলো জাকজমকপূর্ণভাবে সাজানো হয়। ছবিটি বুধবার তোলা

সুব্রত বাইনের মেয়ে আবার ৪ দিনের রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক

যুবদল নেতা আরিফ হত্যার ঘটনায় রাজধানীর হাতিরঝিল থানার মামলায় শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইনের মেয়ে খাদিজা ইয়াসমিন বিথীকে আবারও চার দিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছেন আদালত। গতকাল বুধবার ঢাকা মেট্রেপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারা ফারজানা হক এ আদেশ দেন। এর আগে তদন্ত কর্মকর্তা তার পাঁচ দিনের রিমান্ড চান। গত ১৮ ডিসেম্বর এ মামলায় খাদিজা ইয়াসমিন বিথীকে পাঁচ দিনের রিমান্ড দেয় এ আদালত। প্রসিকিউশন বিভাগের এসআই আরিফ রেজা এ তথ্য জানন। গত ১৬ ডিসেম্বর খাদিজা ইয়াসমিন বিথীকে আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের ইন্সপেক্টর মো. মাজহারুল ইসলাম। গত ১৪

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক মন্ডলির সভাপতি : ওবায়দুর রহমান শাহীন, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মোঃ আবু বকর ও প্রকাশক : মিজানুর রহমান

প্রকাশক কর্তৃক বায়তুল হক ভবন, ৭৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে প্রকাশিত এবং ১০ আর কে মিশন, টিকাটুলী, ওয়ারী, সোহাগ প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত। মোবাইলঃ ০১৫৫২৩২৪৫৭১। সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ৪৪/১ ফ্যামিলি শমসের ভ্যালি (৫ম তলা), অতিশ দিপংকর সড়ক, উত্তর মুগদা, ঢাকা-১২১৪।

আজ দেশে ফিরছেন

উঠবেন। পুলিশ বলছে, দেশে ফেরার পর তারেক রহমান এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার সময় পাবেন পুলিশ প্রটেকশনসহ বিশেষ নিরাপত্তা। এছাড়া তারেক রহমানের বাসভবন ও অফিসেও থাকবে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা। নিরাপত্তা ছাড়পত্র ছাড়া কাউকে তার ধারেকাছে ভিড়তে দেবে না পুলিশ। ইউনিফর্মধারী পুলিশের পাশাপাশি সাদা পোশাকেও ছদ্মবেশে গোয়েন্দারা তারেক রহমানের নিরাপত্তার দিকটি দেখভাল করবেন। গত মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) এবং বিএনপির পক্ষ থেকে নিরাপত্তা সংক্রান্ত একাধিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব সভা থেকে নিরাপত্তাব্যবস্থাকে তিনটি জোনে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো, রেড, ইয়েলো ও হোয়াইট জোন। রেড জোনে যারা প্রবেশের সুযোগ পাবেন, তাদের বিশেষ সিকিউরিটি কার্ড দেওয়া হচ্ছে। ওই কার্ড ছাড়া কেউ সেখানে প্রবেশ করতে পারবেন না। ইয়েলো জোনের জন্য থাকছে আলাদা কার্ড। যারা এই কার্ড পাবেন, তারাই কেবল ইয়েলো জোনে যেতে পারবেন। রেড ও ইয়েলো জোনের বাইরে যে এলাকা থাকবে, সেটা বিবেচিত হবে হোয়াইট জোন হিসাবে। এই জোনে প্রবেশ করতে পারবেন সাধারণ মানুষ। তারেক রহমানের আগমনের দিন পুলিশসহ অন্যান্য সংস্থার প্রায় দুই হাজার সদস্য মোতায়েন থাকতে পারে। পুলিশ সদর দপ্তর সূত্র জানায়, গুলশানে খালেদা জিয়ার বাসভবন ও তারেক রহমানের বাসভবন দেওয়ালঘেঁষা হওয়ায় দুটি বাসা এবং তারেক রহমানের অফিসকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা পরিকল্পনার আওতায় আনা হয়েছে। বাসা ও অফিসের মাঝখানের দূরত্ব ও চলাচলের পথকে অতিগুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। গত মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকেই পুলিশের বিশেষ নজরদারি শুরু হয়েছে। ২৫ ডিসেম্বর রুট ধরে প্রতিটি থানা এলাকায় নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হবে। এছাড়া বিশেষ এসকর্টসহ একাধিক চেকপোস্ট থাকবে। সাধারণত গুলশান, বনানী ও বারিধারা এলাকায় ৯টি চেকপোস্ট চালু থাকে। যেখানে সার্বক্ষণিকভাবে ১৫০ জনেরও বেশি পুলিশ সদস্য দায়িত্ব পালন করেন। তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষে চেকপোস্টের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে তার বাসভবনের আশপাশেও। জানা যায়, তারেক রহমান বিমানবন্দর থেকে গুলশানে আসার পথে কয়েক হাজার পুলিশ সদস্য মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ওইদিন তার নিরাপত্তা উপলক্ষে মাঠে থাকবে ঢাকা মহানগর পুলিশের সোয়াট টিম, বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটের সদস্যরা। তার বাসা ও অফিস ডগ স্কোয়াড দিয়ে সুইপিংয়ের মাধ্যমে নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবে পুলিশ। পুলিশ সদর দপ্তরের ডিআইজি পদমর্যাদার এক কর্মকর্তা বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে তারেক রহমানের দেশে ফেরাকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তার ঝুঁকিগুলো বিবেচনা করা হয়। সে অনুযায়ী পরবর্তীতে কঠোর নিরাপত্তা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ডিএমপির গুলশান বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) রওনক আলম বলেন, আমরা পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। পুলিশ সদর দপ্তর থেকেও একটা নিরাপত্তা নির্দেশিকা দেওয়া হবে। ডিএমপি সদর দপ্তরের সেন্ট্রালি একটা নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে। ডিএমপির উত্তরা বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মো. শাহরিয়ার আলী বলেন, ডিএমপির পক্ষ থেকে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হবে, সে হিসাবে তারেক রহমানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। এরইমধ্যে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ডিবি) মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে নিরাপত্তায় পর্যাপ্তসংখ্যক গোয়েন্দা পুলিশ মোতায়েন থাকবে। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তারেক রহমানের নিরাপত্তার বিষয়ে পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. বাহারুল আলম বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তার সুরক্ষায় সর্বোচ্চ নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা পোশাকে ও সাদা পোশাকে মোতায়েন থাকবেন। এ ছাড়া বিএনপির পক্ষ থেকে তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সম্প্রতি খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এ কে এম শামছুল ইসলামকে প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছে বিএনপি। তারেক রহমানের নিরাপত্তার বিষয়ে তিনি জানিয়েছেন, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দেশে ফেরাকে কেন্দ্র করে তার নিরাপত্তার জন্য সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ঋণখেলাপির দায়ে

সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণখেলাপির তালিকা থেকে নাম বাদ চেয়ে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না রিট করেছিলেন। আদালত রিট আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছেন। এর ফলে তিনি নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। মান্নার আইনজীবী ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া বলেন, হাইকোর্টের রিট খারিজের আদেশের বিরুদ্ধে আমরা আপিল করবো। গত ১০ ডিসেম্বর মাহমুদুর রহমান মান্নার নেতৃত্বাধীন প্রতিষ্ঠান আফাকু কোল্ড স্টোরেজ লিমিটেডের কাছে খেলাপি ৩৮ কোটি ৪ লাখ ৭৬ হাজার টাকা আদায়ে 'কল ব্যাক নোটিশ' জারি করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের বগুড়া বড়গোলা শাখা। মান্না ও তার দুই অংশীদারের ঠিকানায় পাঠানো এই নোটিশে ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যে বকেয়া পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ না করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে উল্লেখ করা হয়। শাখা প্রধান তৌহিদ রেজার সই করা নোটিশটি প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবিএম নাজমুল কাদির শাজাহান চৌধুরীর ঠিকানায় পাঠানো হয়। জানা গেছে, আফাকু কোল্ড স্টোরেজের মালিকানায় মান্না ৫০ শতাংশ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবিএম নাজমুল কাদির শাজাহান চৌধুরী ২৫ শতাংশ এবং তার স্ত্রী ও পরিচালক ইসমত আরা লাইজু ২৫ শতাংশ অংশীদার। গত ৩ ডিসেম্বর পাঠানো নোটিশে বগুড়ার শিবগঞ্জের কিচক বাজারে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানটির কাছে খেলাপি বিনিয়োগ বাবদ মোট ৩৮ কোটি ৪ লাখ ৭৬ হাজার টাকা পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হয়। ব্যাংকের নোটিশে বলা হয়, ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠানটিকে ২২ কোটি টাকা বিনিয়োগ অনুমোদন দেওয়া হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি নিয়মিত মুনাফা, চার্জ ও জরিমানা পরিশোধ করেনি। ফলে বকেয়া বেড়ে বর্তমান এই পরিমাণে দাঁড়িয়েছে। লাভজনক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও কোনোরকম অগ্রগতি না থাকায় চূড়ান্ত সতর্কতা হিসেবে এই নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ২০২৫ সালের ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ না করলে ব্যাংক আইনি ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে বলেও নোটিশে উল্লেখ করা হয়।

স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক সিগন্যাল

সরেজমিনে বিজয় সরণি, ফার্মগেট, কারওয়ান বাজার ও বাংলামোটর মোড়ে দেখা গেছে, সিগন্যালের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি সক্রিয় থাকলেও যানবাহন নিয়ন্ত্রণে একাধিক ট্রাফিক সদস্য সেখানে ব্যস্ত সময় পার করছেন। মোড়গুলোতে উন্নত বিশ্বের মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে নির্দিষ্ট সময় পরপর লাল, হলুদ ও সবুজ বাতি জ্বললেও তারা চালকদের সেই পুরোনো পদ্ধতি, অর্থাৎ হাতের ইশারায় নিয়ম মানাতে বাধ্য করছেন। সেই সঙ্গে নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি ও মোড়ে দায়িত্বরত ট্রাফিক সদস্যদের সঙ্গে বেতারযন্ত্রে যোগাযোগের মাধ্যমে সড়কবাতি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। এরপরও সুযোগ পেলেই বন্ধ সিগন্যালেও গাড়ি চালিয়ে দিচ্ছেন চালকরা। এছাড়া, সিগন্যালে পথচারীদের পারাপারের জন্য জেব্রাক্রসিং থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলোর ওপরই যানবাহন থেমে থাকতে দেখা গেছে।

সিগন্যালে ভিন্নতা : বিভিন্ন মোড়ে একেক দিকের সড়কে সিগন্যাল বন্ধ ও চালুর ভিন্ন ভিন্ন সময় দেখা গেছে। মগবাজার থেকে বাংলামোটরমুখী সড়ক ৪ মিনিট ২৪ সেকেন্ড, বাংলামোটর থেকে শাহবাগগামী সড়ক ২ মিনিট ৫৫ সেকেন্ড, শাহবাগ থেকে কারওয়ান বাজারের দিকের সড়ক ২ মিনিট ৫২ সেকেন্ড এবং শাহবাগ ও হাতিরপুল থেকে মগবাজারগামী সড়ক ৪ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড বন্ধ রাখার পর সবুজ বাতি জ্বালাতে দেখা গেছে। কারওয়ান বাজার মোড়ে দেখা যায়, বাংলামোটর থেকে ফার্মগেট যেতে ১ মিনিট ৪০ সেকেন্ড, বাংলামোটর যেতে দেড় মিনিট, হাতিরঝিলের দিকে যেতে ৩ মিনিট ২৫ সেকেন্ড ও হাতিরঝিল থেকে ফিরতে ৩ মিনিট ১৪ সেকেন্ড সিগন্যালে থাকতে হচ্ছে। এছাড়া, ফার্মগেট সিগন্যালে ফার্মগেট থেকে জাহাঙ্গীর গেটের দিকের সড়কে ১ মিনিট ১ সেকেন্ড, খামারবাড়ি ও সংসদ ভবন থেকে কারওয়ান বাজারের পথে ১ মিনিট এবং জাহাঙ্গীর গেট থেকে কারওয়ান বাজার যেতে দীর্ঘ সময় পরপর লালবাতি জ্বলতে দেখা গেছে।

বিজয় সরণি মোড় পার হওয়ার জন্য গাড়িগুলোকে ফার্মগেট থেকে জাহাঙ্গীর গেটের পথে সিগন্যালে ২ মিনিট ১৩ সেকেন্ড, জাহাঙ্গীর গেট থেকে ফার্মগেটের সড়কে ৩ মিনিট ১৯ সেকেন্ড, জাহাঙ্গীর গেট থেকে সংসদ ভবনের দিকে ৪ মিনিট ২৫ সেকেন্ড এবং সংসদ ভবন ও জিয়া উদ্যান থেকে ফার্মগেট ও সাতরাস্তাগামী সড়কে ৩ মিনিট ২৩ সেকেন্ড লালবাতিতে আটকে থাকতে হচ্ছিল।

সিগন্যাল মানতে অনীহা : নতুন ব্যবস্থা নিয়ে কথা হয় বাংলামোটর মোড়ে দায়িত্বরত এক ট্রাফিক সদস্যের সঙ্গে। তিনি নানান সমস্যার কথা তুলে ধরেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি জানান, সিগন্যাল বাতি বসানো হলেও এতে সমস্যা সমাধানের কোনো কার্যকর লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কেউ নিয়ম মানেন না। সিগন্যাল বন্ধ থাকলেও সুযোগ পেলেই গাড়ি টান দেন। বিশেষ করে মোটরসাইকেল ও অটোরিকশার চালকরা বেশি ঝামেলা করেন। ট্রাফিক সদস্যরা সিগন্যাল বন্ধ করে রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকলেও তারা গাড়ি চালিয়ে দেন। এই ট্রাফিক সদস্য বলেন, 'যেখানে সিগন্যালের মাধ্যমে সব নিয়ম মেনে যানবাহন চলার কথা, সেখানে আমরা উপস্থিত থেকেও নিয়ম মানাতে পারছি না।'

কারওয়ান বাজার মোড়ে দায়িত্বরত আরেক ট্রাফিক সদস্য বলেন, অধিকাংশ সময় সিগন্যাল ছাড়ার আগেই গাড়ি ছেড়ে দেয়। দেখা যায়, ট্রাফিক সদস্য একদিকে দায়িত্ব পালন করছেন আর অন্যদিকে লাল বাতি জ্বালানো আছে। কিন্তু গাড়িচালক আশপাশে ট্রাফিকের কাউকে না দেখলেই সুযোগ নিয়ে সংকেত অমান্য করেন।

এদিকে একটি নিয়ন্ত্রণকক্ষ ঘুরে দেখা গেছে, সেখান থেকে সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে সড়কে নজরদারি করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক ট্রাফিক সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সিগন্যাল নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন দায়িত্বরত কর্মী। তবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কথা বলতে রাজি হননি তিনি।

অভ্যস্ত হতে সময় লাগবে : ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক বিভাগের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মো. আনিছুর রহমান বলেন, 'যে কোনো ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় অভ্যস্ত হতে মানুষের একটু সময় লাগে। নতুন এ পদ্ধতি এতদিন তো ছিল না। আবার সারা ঢাকা শহরেও নেই। হঠাৎ করে এ স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালে গিয়ে অনেকে মনে করেন, এখানে হয়তো নাই। এটি যদি পুরো ঢাকা শহরে একসঙ্গে করতে পারতাম তাহলে সবাই বুঝতো যে সিগন্যাল মেনে চলতে হবে। পুরো শহরে যেহেতু একসঙ্গে হয়নি, সুতরাং এটি মানাতে একটু সময় লাগবে।' আনিছুর রহমান জানান, স্বয়ংক্রিয় এ পদ্ধতি বর্তমানে চালু আছে আটটি সিগন্যালে। মোট ২২টি মোড়ে তা চালু করা হবে।

এআই ব্যবহার : সিগন্যালে লাল-সবুজ বাতি নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে পুলিশের এ কর্মকর্তা বলেন, 'এ সময় ব্যবস্থাপনা হচ্ছে আমাদের মাধ্যমে। একটি এআইয়ের মাধ্যমে প্রোগ্রাম করা আছে। এতে আমরা জানি যে গাড়ির পরিমাণ কত এবং কোন জায়গায় কতক্ষণ লাগবে। সে অনুযায়ী ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের আলাদা ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ আছে। সেখান থেকে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা হয়।' বর্তমান ব্যবস্থায় এআই দিয়ে হিসাব ও নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় জানিয়ে আনিছুর রহমান বলেন, ভবিষ্যতে তাদের সম্পূর্ণ ট্রাফিক সিগন্যাল এআইয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা আছে। সেই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, এখন যানবাহন নিয়ম ভঙ্গ করলে তারা সিগন্যালে স্থাপিত সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমেই সেগুলো শনাক্ত করে মামলার আওতায় নিয়ে আসছেন।

জরিমানা ও প্রচার : বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) দুর্ঘটনা গবেষণা ইনস্টিটিউটের (এআরআই) সহকারী অধ্যাপক ও যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ কাজী সাইফুন নেওয়াজের মতে, ট্রাফিক ব্যবস্থায় ডিজিটালাইজেশন নিয়ে আসতে হলে যারা নিয়ম মানবে না তাদের অবশ্যই আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। ভিডিও নজরদারির মাধ্যমে হোক আর যেভাবেই হোক। জরিমানা তাদের দিতেই হবে। এ ব্যাপারে কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া যাবে না। তাহলে মানুষের ভেতরে একটি বার্তা যাবে যে, তিনি যদি সিগন্যাল অমান্য করেন তাহলে তাকে জরিমানা গুনতে হবে। তারপরও যদি নিয়মের মধ্যে না আসে তখন দেখতে হবে মানুষ কেন মানছে না? প্রযুক্তিতে কোনো ভুল আছে কি না, পরিচালনায় কোনো সমস্যা আছে কি না। এসব চিহ্নিত করতে হবে। সেই সঙ্গে এ নিয়ে প্রচার চালানোর ওপর জোর দেন সাইফুন নেওয়াজ। তিনি বলেন, 'সিগন্যালগুলো যে কার্যকর এ বার্তা মানুষের মধ্যে জানাতে হবে। যেহেতু এ পদ্ধতির সঙ্গে মানুষ অভ্যস্ত নয়, সেহেতু আমাদের কোন কোন জায়গায় সিগন্যালগুলো কার্যকর সেটি মানুষকে জানাতে হবে, প্রচার করতে হবে। যাতে প্রত্যেক মানুষের কানে পৌঁছায় যে ঢাকার কোন কোন সিগন্যাল ডিজিটালাইজেশন হয়েছে এবং সেখানে নিয়ম না মানলে শাস্তির আওতায় আনা হবে। এটি প্রচুর পরিমাণে প্রচার করতে হবে। কারণ তা অনেকেই জানেন না। সবাইকে জানাতে হবে। এক মাস পর কঠিন জরিমানার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। যদি ১০০ শতাংশ জরিমানার আওতায় আনা যায় আর এ বার্তাটি সবার কানে পৌঁছানো যায়, তাহলে ভবিষ্যতে অনেক জায়গায় এ ডিজিটাল ট্রাফিক ব্যবস্থা কার্যকর করা সম্ভব হবে।'

দেশের ২৬তম প্রধান

শপথ গ্রহণের তারিখ হতে কার্যকর হবে বলেও প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে। বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী ১৯৬১ সালের ১৮ মে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা প্রয়াত এএফএম আবদুর রহমান চৌধুরীও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি অনার্স ও এলএলএম ডিগ্রি নেওয়ার পর যুক্তরাজ্যে আন্তর্জাতিক আইনের ওপর আরেকটি মাস্টার্স করেন। জুবায়ের রহমান চৌধুরী ১৯৮৫ সালে জজ কোর্টে ও ১৯৮৭ সালের সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। ২০০৩ সালের ২৭ আগস্ট জুবায়ের রহমান চৌধুরী অতিরিক্ত বিচারক হিসেবে হাইকোর্ট বিভাগে নিয়োগ পান। দুই বছর পর হাইকোর্ট বিভাগে তার নিয়োগ স্থায়ী হয়। ২০২৪ সালের ১২ আগস্ট রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন তাকে আপিল বিভাগের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেন এবং ২০২৪ সালের ১৩ আগস্ট তিনি শপথ পাঠ করেন। জানা গেছে, আগামী ২৮ ডিসেম্বর বঙ্গভবনে নতুন প্রধান বিচারপতির শপথগ্রহণের কথা রয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী ৬৭ বছর পূর্ণ হওয়ায় আগামী ২৭ ডিসেম্বর অবসরে যাচ্ছেন দেশের ২৫তম প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ।

সম্পর্কের নতুন চ্যালেঞ্জে

দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গেলে তাকে বলা হয়, সম্প্রতি বেশ কয়েকটি ইস্যুতে অযৌক্তিক ও অপ্রাসঙ্গিকভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের হাইকমিশনার অবশ্য তখন এ অভিযোগ খণ্ডন করে বলেন, বাংলাদেশ বিভিন্ন ইস্যুতে বাস্তবতার নিরিখে অবস্থান তুলে ধরছে। এর আগেও গত ১৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ হাইকমিশনারকে অ্যাটেন্ড করেন যুগ্ম সচিব বি শ্যাম। সচিব পদমর্যাদার একজন হাইকমিশনারকে যুগ্ম সচিব দিয়ে তলব করানোটা ভালোভাবে দেখছে না বাংলাদেশ। এদিকে মঙ্গলবার ভারতীয় হাইকমিশনারকে তলব করেন পররাষ্ট্র সচিব আসাদ আলম সিয়াম। তবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, এদিন সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আসেন ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা। সরাসরি তিনি পররাষ্ট্র সচিবের দপ্তরে যান এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই নেমে আসেন। আসা যাওয়া মিলিয়ে পাঁচ মিনিটের কম সময়ে মন্ত্রণালয় থেকে বের হয়ে যান ভারতীয় হাইকমিশনার। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্মতারা বলেন, এটা মোটেই উষ্ণ সম্পর্কের ইঙ্গিত বহন করে না। এদিকে দুই দেশের পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে রাশিয়া ও জাপানের মতো ঘনিষ্ঠ রাষ্ট্রগুলোও ভারত-বাংলাদেশের উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, বন্ধুপ্রতীম দুই দেশের মধ্যে এমন কূটনৈতিক উত্তেজনা নিকট অতীতে আর দেখা যায়নি। তাদের মতে, শেখ হাসিনা সরকারের দীর্ঘদিনের অগণতান্ত্রিক শাসনের প্রতি ভারতের একচেটিয়া সমর্থনের পাশাপাশি দুই দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক হিসাবনিকাশই বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের এই অবনতির প্রধান কারণ। একে অপরের অগ্রাধিকার ও জাতীয় নিরাপত্তা স্বার্থকে সম্মান করে সমতার ভিত্তিতে সম্পর্ক পরিচালনা করলেই দুই দেশের সম্পর্ক টেকসই হতে পারে বলে মনে করেন তারা। ইস্ট-ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও সিজিএসের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো পারভেজ করিম আব্বাসী বলেন, 'গত ১৬ বছরে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের যে ধারা ছিল, তার প্রভাব বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মনোভাবের ওপর পড়েছে। শেখ হাসিনা সরকারের দীর্ঘদিনের অগণতান্ত্রিক শাসনের প্রতি ভারতের একচেটিয়া সমর্থনের কারণে বাংলাদেশে ভারতের প্রতি একটি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। এই সমর্থন ভারতের ভূরাজনৈতিক বা নিরাপত্তাগত স্বার্থ থেকে দেওয়া হলেও, আওয়ামী লীগের শাসনের অবসানের পর শুধু সরকার নয়, ভারতবাংলাদেশের সামগ্রিক দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কই গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।'

তিনি বলেন, 'দ্বিতীয় বড় সমস্যা হলো শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় একাধিক নেতা ভারতে আশ্রয় নিয়ে সেখান থেকে সামাজিক মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে উসকানিমূলক বক্তব্য প্রচার করছেন। তৃতীয়ত, জুলাইআগস্টের গণঅভ্যুত্থান নিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যমে একপেশে ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো হয়েছে, যার সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশে ভারতবিরোধী মনোভাব আরও উসকে দেওয়া হয়েছে এবং এটিকে রাজনৈতিক গুরুত্বও দেওয়া হয়েছে।' একই সঙ্গে বাংলাদেশের রাজনীতিতেও ভারতবিরোধিতা একটি রাজনৈতিক 'ট্রাম্প কার্ড' হিসেবে ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। সাম্প্রতিক কূটনৈতিক টানাপোড়েন প্রসঙ্গে পারভেজ করিম বলেন, 'একই সময়ে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনার ও নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে তলব করা সম্পর্কের আরও অবনতির ইঙ্গিত দেয়।' দুই দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিও সম্পর্ককে প্রভাবিত করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'ভারতে পশ্চিমবঙ্গসহ রাজ্য নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশবিরোধী বক্তব্য রাজনৈতিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। একইভাবে বাংলাদেশেও নির্বাচন সামনে এলে ভারতবিরোধী মনোভাব উসকে দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা দেখা যায়।' অন্তর্বর্তী সরকারের ভূমিকা নিয়ে তিনি বলেন, 'সরকারের মেয়াদ যখন দেড় মাসেরও কম, তখন তাদের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত ছিল নির্বাচন ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা। সাম্প্রতিক সহিংসতা, অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকাণ্ড আইনশৃঙ্খলার অবনতিরই ইঙ্গিত দেয়। এই সময় ভারতের সঙ্গে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি তিক্ততা সৃষ্টি করা সমীচীন নয়।'

তার মতে, একে অপরের অগ্রাধিকার ও জাতীয় নিরাপত্তা স্বার্থকে সম্মান করে, সমতার ভিত্তিতে সম্পর্ক পরিচালনা করতে পারলেই একটি টেকসই সম্পর্ক গড়ে উঠবে। মঙ্গলবার অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক খুব খারাপ হয়ে গেছেএমন নয় এবং সরকার তা স্বাভাবিক রাখতে কাজ করছে। রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যেও ভারতের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক রয়েছে, যার প্রমাণ হিসেবে ভারত থেকে ৫০ হাজার টন চাল আমদানির প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ কোনো প্রতিবেশীর সঙ্গেই তিক্ত সম্পর্ক চায় না এবং বাণিজ্য ও রাজনীতিকে আলাদা করে দেখার নীতিতেই সরকার এগোচ্ছে।

দুই সপ্তাহে যেসব কারণে কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতি : বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গত দুই সপ্তাহে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার কারণে কূটনৈতিক সম্পর্ক তলানিতে পৌঁছেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের বিভিন্ন শহরে বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট স্থানে বিক্ষোভ ও হামলার ঘটনা এই উত্তেজনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ২০ ডিসেম্বর দিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনের সামনে কট্টোর হিন্দুত্ববাদী একটি সংগঠন বিক্ষোভ করে এবং কূটনৈতিক সূত্রে জানা যায়, এই সময় হাইকমিশনার এম রিয়াজ হামিদুল্লাহকে হুমকিও দেওয়া হয়। পরদিন উভয় পক্ষ একে অপরের হাইকমিশনারকে তলব করলে উত্তেজনা আরও বাড়ে। ২২ ডিসেম্বর ঢাকা নিরাপত্তা ও 'অনিবার্য কারণ' উল্লেখ করে দিল্লি ও আগরতলায় সব ভিসা এবং কনস্যুলার সেবা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে। একই দিনে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে তিনটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বাংলাদেশের ভিসা কেন্দ্রে হামলা চালায়, কেন্দ্র পরিচালনাকারীদের ভয়ভীতি দেখায় এবং কেন্দ্র বন্ধ করতে বাধ্য করে। এই উত্তেজনা শুধু শিলিগুড়ি ও দিল্লিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। কলকাতার বাংলাদেশ ডেপুটি-হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ চলাকালে পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়, বেশ কয়েকজন আহত হন এবং কয়েকজনকে আটক করা হয়। একই সময় মুম্বাই ও ত্রিপুরায়ও বাংলাদেশ মিশনের কাছে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভকারীরা ময়মনসিংহে পোশাক শ্রমিক দিপু চন্দ্র দাসের হত্যাকাণ্ড এবং বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ তুলে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের দাবি জানায়। তারা বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কুশপুতুল পোড়ায়। তবে ঢাকা হিন্দু নির্যাতনের অভিযোগ নাকচ করেছে এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানায়। এর আগে গত ১৭ ডিসেম্বর 'মার্চ টু ইন্ডিয়ান হাইকমিশন'কর্মসূচি পালন করে জুলাই ঐক্য নামে এটি সংগঠন। যদিও পুলিশ সেটি আগেই আটকে দেয়। এরপর ইনকিলাম মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদির মৃত্যুর খবরে চট্টগ্রাম ও খুলনা অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনে হামলার চেষ্টা হয়। এতে উদ্বেগ জানায় ভারত।

ঢাকা-দিল্লি উত্তেজনা কমানোর আহ্বান বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর : বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চলমান কূটনৈতিক উত্তেজনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে একাধিক বন্ধু রাষ্ট্র। জাপান ও রাশিয়া সরাসরি আহ্বান জানিয়েছে যে, দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করা জরুরি। অন্য দেশও কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে একই প্রত্যাশা জানিয়েছে। জাপানের মতে, বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে আঞ্চলিক সংযুক্তি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হলে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে বিশ্বাস ও বোঝাপড়ার অবকাশ অপরিহার্য। রাশিয়া তাও মনে করছে যে, এই উত্তেজনা শুধু দুই দেশের সীমাবদ্ধ নয়, এটি সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীলতার জন্য ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। গত বছর ঢাকায় জাপানের রাষ্ট্রদূত ইওয়ামা কিমিনোরি দুই দেশের উত্তেজনার কারণে টোকিওর উদ্বেগ জানান। সম্প্রতি ঢাকায় রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার খোজিনও বলেন, ঢাকা ও দিল্লির মধ্যে যে কোনো প্রকার উত্তেজনা যত দ্রুত সম্ভব কমানো প্রয়োজন। তিনি সতর্ক করে বলেন, সমাধান না হলে এটি পুরো অঞ্চলের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। রাশিয়া ও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশকেও আলোচনার বিষয় করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন খোজিন। তিনি জানান, মস্কো ও দিল্লি দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা কমানোর পক্ষে এবং এ বিষয়ে ফলপ্রসূ উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, বর্তমান উত্তেজনার একটি বড় কারণ হলো বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে সম্পর্ক ও নীতিগত ভিন্নমত। এর প্রভাবে ঢাকা-নয়াদিল্লির যোগাযোগ ও সহযোগিতা অনেকাংশেই ব্যাহত হয়েছে। বিশেষ করে, বাংলাদেশিদের ভিসা স্থগিতকরণ এবং আন্তঃসীমান্ত ট্রেন সংযোগ স্থগিত হওয়ার কারণে দুই দেশের বাণিজ্য ও জনগণের সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ঢাকায় কর্মরত এক কূটনীতিক বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতি দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনৈতিক মানচিত্রকে প্রভাবিত করছে। তবে আমরা বিশ্বাস করি, উভয় পক্ষ খোলাখুলি আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে।'

বড়দিন উপলক্ষে ধর্মীয়

দেশের অর্থনীতি ও সার্বিক পরিস্থিতির উন্নয়নে তার ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে আয়োজিত হবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেন। আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে যিশু খ্রিস্টকে সার্বজনীন উল্লেখ করে বলেন, যিশু খ্রিষ্টের ক্ষমা ও মানবসেবার আদর্শ সামনে রেখে বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষও এ বছর উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে বড়দিন উদযাপন করছে। প্রধান উপদেষ্টাকে বড়দিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশকে নতুন করে গড়ে তুলতে জনগণ আপনার ওপর আস্থা রেখেছেন। আপনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। প্রার্থনা করি, একটি সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আপনার প্রচেষ্টা সফল হবে। প্রধান উপদেষ্টা উপস্থিত নেতাসহ সবাইকে বড়দিন ও আসন্ন নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, আপনারাই সমাজের প্রতিবিম্ব। আপনাদের দেখলে বুঝতে পারি, সবকিছু ঠিক আছে কি না। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আমরা একটি সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে চাই। সে জন্যই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা সমুন্নত রাখতে জুলাই সনদ প্রস্তুত করা হয়েছে। এই সনদের ওপর গণভোটের মাধ্যমে দেশ আরেক ধাপ এগিয়ে যাবে। তিনি বলেন, এবারের নির্বাচনে সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে গণভোটও হবে। গণভোটে জনগণ যে রায় দেবে, পরবর্তীতে সংসদ সেভাবেই সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করবে। প্রধান উপদেষ্টা এসময় আসন্ন নির্বাচন ও গণভোটের বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তুলতে ধর্মীয় নেতাদের ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। বড়দিন উপলক্ষে খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টকে আড়াই কোটি টাকা অনুদান দেওয়ার জন্য অনুষ্ঠানে অন্তর্বর্তী সরকারকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান ট্রাস্টের নেতারা। দেশব্যাপী ৮০০টি চার্চের মধ্যে তিন ধাপে এ অনুদান বিতরণ করা হচ্ছে বলে জানান তারা। পরে বড়দিন উপলক্ষে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে কেক কাটেন প্রধান উপদেষ্টা।

মগবাজারে ককটেল

পড়ে। এতে তিনি ঘটনাস্থলে মারা যান। ঘটনাস্থলে থানা পুলিশ, ডিবিপুলিশ ও সেনাবাহিনী রয়েছে। শক্তিশালী ওই ককটেলের আলামত সংগ্রহের জন্য ইতোমধ্যে বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট কাজ শুরু করেছে। আর মরদেহ উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ফারুক চা স্টলের মালিক ফারুক বলেন, সিয়াম আমার কাছে চা খেতে আসে। এর কিছুক্ষণের মধ্যে ওপর থেকে একটি ককটেল পড়ে বিস্ফোরণ হয় এবং সে ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়ে। এতে তার মাথার মগজ বেরিয়ে যায়। নিহত সিয়ামের ছোট ভাই সিজান বলেন, আমার ভাই জাহিদ কার ডেকোরেশন দোকানে কাজ করত। দোকান থেকে সে নাস্তা কিনবে বলে বেরিয়েছিল। চায়ের দোকানে চা চাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে তার মাথার ওপর ককটেল বিস্ফোরিত হয় এবং ঘটনাস্থলে আমার ভাই মারা যায়। তিনি আরও জানান, তাদের বাড়ি খুলনা জেলার দৌলতপুর থানা এলাকায়। বর্তমানে মগবাজারের বাসিন্দা।

সরকারের অবস্থান স্পষ্ট

বলেন, আমরা তার বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানাই। তার প্রয়োজনীয় যে নিরাপত্তা (সিকিউরিটি) দরকার, সে বিষয়ে আমাদের সঙ্গে তার দলের আলাপ হচ্ছে। তারা যতটুকু চাচ্ছেন, বিএনপির সঙ্গে কথা বলে সেগুলো তদারকি করা হচ্ছে। সরকারের কাছে যা যা সহযোগিতা তারা চাচ্ছেন, আমরা সেই সহযোগিতা করছি। এ সময় তিনি জানান, ডেইলি স্টার ও প্রথম আলোর ঘটনায় ৩১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রত্যেককে ভিডিও এবং ভিজ্যুয়াল দেখে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অনেকের কাছে আলামত পাওয়া গেছে।

বিটিভির ৬১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

কলাকুশলীদের পাশাপাশি দেশের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ এবং বিটিভির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করবেন। সেখানে আগত অতিথিরা বিটিভি নিয়ে স্মৃতিচারণ করবেন। দিনব্যাপী আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সরাসরি সম্প্রচার করবে বাংলাদেশ টেলিভিশন। এছাড়াও রাত ১১টায় বিটিভি স্টুডিও থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত হবে গানের অনুষ্ঠান 'সুর সাগর'। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক মোঃ মাহবুবুল আলম। তিনি বলেন, বাংলাদেশ টেলিভিশন কেবল একটি সম্প্রচারমাধ্যম নয়; এটি দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মানুষের আবেগের অংশ। ৬১ বছরের পথচলায় বিটিভি জাতির গুরুত্বপূর্ণ সব মুহূর্তের সাক্ষী ও সহযাত্রী। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ এবং মানসম্মত অনুষ্ঠান নির্মাণের মাধ্যমে বিটিভি আগামীতেও জনগণের আস্থা ও ভালোবাসার গণমাধ্যম হয়ে থাকবে। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বিটিভির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।' উল্লেখ্য, ১৯৬৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর ঢাকার তৎকালীন ডিআইটি ভবনের নিচতলায় বাংলাদেশ টেলিভিশনের যাত্রা শুরু হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে নতুনভাবে কার্যক্রম শুরু করে বিটিভি। ১৯৭৫ সালে ডিআইটি ভবন থেকে রামপুরায় নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৮০ সালে রঙিন সম্প্রচার শুরু করে নতুন যুগে প্রবেশ করে বিটিভি। বর্তমানে এইচডি ফরমেটে টেরিস্ট্রিয়াল, স্যাটেলাইট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে দর্শকদের কাছে অনুষ্ঠান পৌঁছে দিচ্ছে রাষ্ট্রীয় এই গণমাধ্যম।

বড়দিন উপলক্ষে

বসেছিলেন। আমাদের বেশ প্রস্তুতি আছে। সব জায়গায় যেন সবাই নিরাপদে নির্বিঘ্নে উৎসবমুখর পরিবেশে এই দিনটি পালন করতে পারে সে জন্য যত ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন আমাদের সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া আছে। তিনি আরও বলেন, কাকরাইলের এই চার্চ অন্যতম বড় একটি চার্চ। এখানে আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা তো আছে, এর বাইরেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও বাড়ানো হবে। আমাদের মনে হয় না এখানে শঙ্কা বা আশঙ্কা আছে। বড়দিনের উৎসব সুন্দরভাবে পালন করার জন্য যা যা করা প্রয়োজন আমরা সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বড়দিন উপলক্ষে গির্জাগুলোর প্রবেশপথে তল্লাশি, সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি এবং সাদা পোশাকে গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত থাকবে। সুষ্ঠুভাবে উৎসব পালনে পুলিশ সাধারণ মানুষের সহযোগিতাও কামনা করেছে।

সারাদেশে র‍্যাবের বিশেষ নিরাপত্তা বলয়: খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে দেশজুড়ে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয় গড়ে তুলেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। চক্রান্তকারী ও উসকানিদাতাদের তৎপরতা প্রতিহত করতে আগাম গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে গুজব ঠেকাতে ২৪ ঘণ্টা সাইবার মনিটরিং চালানো হচ্ছে। গতকাল বুধবার র‍্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক উইং কমান্ডার এম জেড এম ইন্তেখাব চৌধুরী এসব তথ্য জানিয়েছেন। তিনি সতর্ক করে বলেন, গুজব ছড়িয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের চেষ্টা করলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। র‍্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইং থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, শান্তিপূর্ণভাবে উৎসব উদযাপন নিশ্চিত করতে ২৩ ডিসেম্বর থেকেই সারাদেশে গোয়েন্দা নজরদারি ও অতিরিক্ত সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ গির্জা ও উপাসনালয়গুলোতে ডগ স্কোয়াড ও বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট দিয়ে নিয়মিত 'সুইপিং' করা হচ্ছে। যে-কোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় র‍্যাবের স্পেশাল ফোর্সের কমান্ডো টিমকে সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে

ছিলেন। আলী হোসেন বলেন, দল মূল্যায়ন না করায় রুমিন আপার পক্ষে আমরা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছি। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবেন তিনি। আপা ঢাকায় বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকায় তার পক্ষে আমি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছি। এ বিষয়ে জানতে রুমিন ফারহানার ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরে একাধিকবার কল দিয়েও তাকে পাওয়া যায়নি। তবে তার ব্যক্তিগত সহকারী জাকির হোসেন বলেন, মনোনয়নপত্র সংগ্রহের বিষয়টি ম্যাডাম জানেন। বিকালে ঢাকা থেকে নিজ বাড়ি সরাইলের শাহবাজপুরের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন ম্যাডাম। সরাইল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. আবুবকর সরকার বলেন, রুমিন ফারহানাসহ আট জন গতকাল বুধবার বিকাল পর্যন্ত মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। রুমিন ফারহানা দীর্ঘদিন ধরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসন থেকে নির্বাচন করার প্রস্তুতি নিয়েছেন। এই লক্ষ্যে সরাইল-আশুগঞ্জ ও বিজয়নগর উপজেলায় সভা-সমাবেশ করে আসছিলেন। গত মঙ্গলবার দুপুরে বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে আসনটি জোটের সঙ্গীকে ছেড়ে দেওয়ার তথ্য জানান দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এ সময় তিনি বলেন, দলের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে যারা স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন করবেন, তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে আসনটিতে ইতিমধ্যে বিএনপির তিন নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এর আগে দুই দফায় বিএনপি ২৭২টি আসনে তাদের প্রার্থী ঘোষণা করলেও আসনটি ফাঁকা রাখা হয়। ওই দিন বিকালে রুমিন ফারহানার ব্যক্তিগত সহকারী জাকির হোসেন বলেছিলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবেন রুমিন ফারহানা। আসনটি জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি মাওলানা জুনায়েদ আল হাবিবকে বিএনপি ছেড়ে দেওয়ায় এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রুমিন। আসনটিতে বিএনপির প্রার্থীরা ছয়বার নির্বাচনে অংশ নিয়ে প্রতিবারই বিজয়ী হয়েছেন। মাওলানা জুনায়েদ আল হাবিব দলীয় প্রতীক 'খেজুর গাছ' নিয়ে নির্বাচন করবেন। বিএনপির মনোনয়ন পেতে অন্তত চার জন প্রার্থী দীর্ঘদিন ধরে মাঠে ছিলেন। তাদের মধ্যে রুমিন ফারহানা এবং বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান কল্যাণ ফ্রন্টের মহাসচিব ও জেলা বিএনপির সদস্য এসএন তরুণ দে ও জেলা বিএনপির সদস্য আক্তার হোসেন স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন। সরাইল উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি আফজাল হোসেন বলেন, দল মনোনয়ন না দেওয়ায় রুমিন ফারহানা আরও বেশি ভোট পাবেন এবং জয়ী হবেন। উন্নয়নের স্বার্থে আমরা তাকে ভোট দিয়ে সংসদে পাঠাবো। আশুগঞ্জ উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক রাসেল বিপ্লব বলেন, আমরা আজ রুমিন ফারহানার পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছি। আশা করি, এই আসনে জয়ী হবেন রুমিন আপা। কারণ এখানের জনগণ তার পক্ষে আছেন।

বেকারদের কর্মসংস্থানে

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা কর্মসংস্থান এবং ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধির বাধা অতিক্রম করতে পারে। এটি নারীর ক্ষমতায়নের জন্য উদ্ভাবনী পদ্ধতিও প্রবর্তন করবে। বাংলাদেশে নিযুক্ত বিশ্বব্যাংকের বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর গেইল মার্টিন বলেন, একটি ভালো চাকরি একটি জীবন, একটি পরিবার এবং একটি সম্প্রদায়কে বদলে দিতে পারে। তবুও প্রতি বছর শ্রমবাজারে প্রবেশকারী অনেক তরুণ বাংলাদেশি কাজ খুঁজে পায় না। দেশটি কাজের মান, দক্ষতার ঘাটতি এবং অমিলের ক্ষেত্রেও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। তিনি বলেন, এই অতিরিক্ত অর্থায়ন নিম্ন আয়ের পরিবারের তরুণ, বিশেষ করে নারী এবং দুর্বল সম্প্রদায়ের তরুণদের উন্নত কর্মসংস্থান এবং জীবিকার সুযোগের জন্য প্রয়োজনীয় বাজার-প্রাসঙ্গিক দক্ষতা, সম্পদ এবং প্রশিক্ষণ অ্যাক্সেস করতে সহায়তা করবে। সংস্থাটি জানায়, এই অর্থায়ন শহরাঞ্চলের বাইরে গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলোতে প্রকল্পের কভারেজ সম্প্রসারণ করতে সহায়তা করবে। যাতে দেশের প্রান্তিক যুবক এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা সহায়তা থেকে উপকৃত হতে পারে তা নিশ্চিত করা যায়। এটি নারীদের প্রশিক্ষণ এবং স্টার্ট-আপ অনুদান প্রদানের মাধ্যমে মানসম্পন্ন এবং সাশ্রয়ী মূল্যের গৃহভিত্তিক শিশু যত্ন পরিষেবা পাইলট করবে। বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র সামাজিক সুরক্ষা অর্থনীতিবিদ এবং প্রকল্পের টিম লিডার আনিকা রহমান বলেন, এই নতুন অর্থায়নের মাধ্যমে আমরা প্রমাণিত হস্তক্ষেপগুলো বৃদ্ধি করতে পারি, ক্ষুদ্রঋণের অ্যাক্সেস প্রসারিত করতে পারি এবং মানসম্পন্ন শিশু যত্নের মতো উদ্ভাবনী সমাধানগুলো প্রবর্তন করতে পারি। এছাড়া আরও বেশি তরুণ ও নারীকে তাদের সম্ভাবনা উন্মোচন করতে এবং স্থিতিশীল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে সহায়তা করতে পারি।

শুভ বড়দিন আজ

বিভিন্ন গির্জা এবং তারকা হেটেলগুলোতে ব্যবস্থা করা হয়েছে আলোকসজ্জার। বড়দিন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সরকারি ছুটি। অপরদিকে এ দিন অনেক খ্রিষ্টান পরিবারে কেক তৈরি করা হবে, থাকবে বিশেষ খাবারের আয়োজন। এছাড়াও দেশের অনেক অঞ্চলে আয়োজন করা হয়েছে কীর্তন ও ধর্মীয় গানের অনুষ্ঠানের। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অনেকেই আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার জন্য বড়দিনকে বেছে নেন। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নিতে অনেকেই রাজধানী ছেড়ে গিয়েছেন গ্রামের বাড়িতে। রাজধানীর তারকা হোটেলগুলোতে আলোকসজ্জার পাশাপাশি ভেতরে কৃত্রিমভাবে স্থাপন করা হয়েছে ক্রিসমাস ট্রি ও শান্তাক্লজ। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুরু হবে বড়দিনের প্রার্থনা।

৩০০ ফিটে সংবর্ধনা মঞ্চ

ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানকে বহনকারী উড়োজাহাজটি ২৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সময় বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছাবে। ঢাকায় অবতরণের আগে উড়োজাহাজটি সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এক ঘণ্টা যাত্রা বিরতি করবে। ঢাকা বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানাবেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্যরা। বিমানবন্দর থেকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও প্রটোকলে সংবর্ধনা নিতে যাবেন পূর্বাচল ৩০০ ফিট এলাকার মঞ্চে। সেখানে তারেক রহমানের সঙ্গে মঞ্চে দলীয় নেতাদের পাশাপাশি থাকবেন দীর্ঘ সময়ের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের যুগপৎ সঙ্গী শরিক দলের শীর্ষ নেতারা। তবে, মঞ্চে শুধু মাত্র তারেক রহমানই বক্তব্য রাখবেন।

দলের শীর্ষ নেতা তারেক রহমানকে বরণ করে নিতে ইতোমধ্যে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে বিএনপি। রাজধানীর কুড়িল মোড় থেকে বেশ খানিকটা দূরে জুলাই-৩৬ সড়কের উত্তর অংশে দক্ষিণমুখী করে বাঁশ ও কাঠ দিয়ে ৪৮ ফুট বাই ৩৬ ফুটের বিশাল মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। এই মঞ্চে থেকে প্রায় ১৮ বছর সশরীরে আগামী সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেবেন তারেক রহমান। সরেজমিনে দেখা যায়, বিশ্বরোড মোড় থেকে পূর্বাচলমুখী সড়কের উত্তর অংশে দক্ষিণমুখী করে বাঁশ ও কাঠ দিয়ে তৈরি হয়েছে ৪৮ ফুট বাই ৩৬ ফুটের বিশাল মঞ্চ। এখন অপেক্ষা শুধু তারেক রহমানের আগমনের। আরও দেখা গেছে, ৪৮ বাই ৩৬ ফিট আকারের বিশাল মঞ্চে বসানো হয়েছে এলইডি স্কিন। সেখানে বাংলাদেশে জাতীয় পতাকার প্রতিচ্ছবির ওপর লেখা রয়েছে 'তারেক রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন'। এছাড়া নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে মঞ্চে অবস্থান নিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের নিরাপত্তায় নিজস্ব বিশেষ সিকিউরিটি টিমের সদস্যরা।

মঞ্চ থেকে কয়েক কিলোমিটার দূর পর্যন্ত লাগানো হয়েছে কয়েকশ' মাইক। বিভিন্ন নেতাদের উদ্যোগে তারেক রহমানকে স্বাগত বার্তা সম্বলিত নানা আকারের ব্যানার টাঙানো হয়েছে এয়ারপোর্ট সড়ক থেকে শুরু করে পুরো মঞ্চ এলাকা। ৩০০ ফিট সড়কের গাছ যাতে নষ্ট না করা হয়, তার জন্য ছাত্রদলের সহ-সভাপতি এইচ এম আবু জাফরের সৌজন্যে গাছে গাছে ঝোলানো হয়েছে গাছ রক্ষা বিষয়ক নানা বার্তা। কর্মীরা স্লোগানে মুখরিত করে রেখেছে মঞ্চের আশপাশ। তারেক রহমানের দেশে ফেরা নিয়েও তাদের মধ্যে চলছে নানা আলোচনা। কেউ কেউ অভিনব উপায়ে ধানের শীষ দিয়ে তৈরি পোশাক পরে অন্যদেরও উজ্জীবিত করছেন। কেউ মাথায় ধানের শীষ দিয়ে তৈরি মাথাল পরে গানের তালে তালে নাচতে দেখা গেছে। বিএনপির নেতাকর্মীদের হাতে শোভা পাওয়া জাতীয় পতাকা ও বিএনপির দলীয় পতাকায় পুরো এলাকা লাল-সবুজে ভরে উঠেছে। অনুষ্ঠানকে ঘিরে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পুরো এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যৌথ বাহিনী সমন্বিতভাবে কাজ করছে। মঞ্চের সামনে পুলিশের পাশাপাশি সেনাবাহিনীকেও টহল দিতে দেখা গেছে। সেনাবাহিনীর একাধিক টিম গাড়িতে করে দফায় দফায় পুরো সমাবেশ এলাকা পরিদর্শন করছে। এছাড়া মোড়ে মোড়ে বসানো হয়েছে নিরাপত্তা চৌকি। এরই মধ্যে ঢাকা ও আশপাশের এলাকা থেকে আগত বিএনপির বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী ৩০০ ফিট এলাকায় অবস্থান নিয়েছেন। তারা ব্যানার ও ত্রিপল বিছিয়ে সড়কের ফুটপাতে রাত কাটানোর ব্যবস্থা করে নিয়েছে। নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে একদিন আগেই পুরো এলাকা উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে। পাশাপাশি পতাকা, ব্যাজ, মাথার ব্যান্ডসহ বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতাদের মেলাও জমে উঠেছে। অস্থায়ী খাবারের দোকানও চালু হয়েছে। ফুটপাতের ওপরে বিরিয়ানি রান্না চলছে।

লিজ ব্যর্থতায় বিমানের

বছর মেয়াদি পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০৩৪ সালের মধ্যে অন্তত ২৬টি নতুন উড়োজাহাজ সংগ্রহ করে বহর ১৯ থেকে বাড়িয়ে ৪৭টিতে নেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

চলতি বছরের জুনের শেষ দিকে বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সাফিকুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, 'বর্তমান যাত্রী চাহিদা পূরণ করতে আমাদের উড়োজাহাজ প্রয়োজন। সে কারণেই আমরা সরাসরি লিজদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

তিনি আরও বলেন, উড়োজাহাজ সংকটের কারণে নতুন রুট চালু করাও সম্ভব হচ্ছে না। তবে অভ্যন্তরীণ সূত্রগুলো বলছে, বোয়িং ও এয়ারবাস-দুই উড়োজাহাজ নির্মাতার সঙ্গেই আলোচনা ঝুলে থাকায় এই লক্ষ্য অর্জন ক্রমেই অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে।

বিমানের এক কর্মকর্তা বলেন, সমস্যার দ্রুত সমাধান সম্ভব নয়। বড় ধরনের উড়োজাহাজ কেনাকাটার ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভা পর্যায়ের অনুমোদন লাগে। এ ছাড়া উড়োজাহাজ কেনার জন্য নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করার কমপক্ষে ৫-৬ বছর পর তা পাওয়া যায়। বিমানের সাবেক বোর্ড সদস্য ও এভিয়েশন বিশ্লেষক কাজী ওয়াহিদুল আলম বলেন, বিমান দীর্ঘদিন ধরেই কখনও লিজ, কখনও নতুন বিমান কেনা- এইভাবে তারা সিদ্ধান্তে দোলাচলে আছে। তার মতে, 'সমস্যা লিজ নেওয়ার জন্য উড়োজাহাজের প্রাপ্যতায় নয়, বরং সঠিক, বাস্তবসম্মত এবং আন্তর্জাতিক মানের দরপত্র প্রক্রিয়া অনুসরণ না করা।' 'বিমান বারবার টেন্ডার আহ্বান করলেও লিজদাতারা সাড়া দিতে চান না- কারণ সরকারি টেন্ডার প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্তে সময় লাগে। আন্তর্জাতিক লিজদাতারা ঘণ্টা বা দিনের হিসাবে এয়ারক্রাফট চালান, তারা দীর্ঘ সময় উড়োজাহাজ 'স্ট্যান্ডবাই' রাখতে রাজি নন,' যোগ করেন তিনি।

বোয়িং-এয়ারবাসের উড়োজাহাজ পেতে আরও দীর্ঘ অপেক্ষা : আগস্টে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পারস্পরিক শুল্ক নিয়ে বাণিজ্য আলোচনার সময় সরকার ২৫টি বোয়িং উড়োজাহাজ কেনার প্রতিশ্রুতি দেয়। তবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, ২০৩৭ সালের আগে মার্কিন এভিয়েশন জায়ান্টটি প্রথম উড়োজাহাজ সরবরাহ করতে পারবে না।

এয়ারবাসের ক্ষেত্রেও সময়সীমা প্রায় একই। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁর বৈঠকের পর ফ্রান্স প্রকাশ্যে জানায়, বাংলাদেশ ১০টি এয়ারবাস উড়োজাহাজ কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ২০৩০ সালের আগে সরবরাহ সম্ভব কি না- এমন প্রশ্নে এয়ারবাস ইন্ডিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার কাস্টমার অ্যাকাউন্টস প্রধান এডওয়ার্ড ডেলাহে বলেন, বৈশ্বিক উচ্চ চাহিদার কারণে উৎপাদন সক্ষমতা সেই সময়সীমা পূরণ করতে পারবে না। তবে তিনি যোগ করেন যে, 'এয়ারবাসের সঙ্গে যেসব লিজদাতার আগাম অর্ডার আছে, তাদের মাধ্যমে আগে উড়োজাহাজ পাওয়া যেতে পারে। বিমান যদি এয়ারবাসকে নির্বাচন করে, তাহলে আমরা লিজদাতাদের উৎসাহিত করব যেন আমাদের ডেলিভারি শুরু হওয়ার আগপর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীনভাবে উড়োজাহাজ সরবরাহ করা যায়।'

কেন দ্রুত এগোতে পারে বেসরকারি এয়ারলাইন : বহরের আকারে দেশের সবচেয়ে বড় বেসরকারি এয়ারলাইন্স ইউএস-বাংলার উড়োজাহাজ সংখ্যা ২৫টি, যার মধ্যে প্রায় ১৬টিই লিজ নেওয়া। গত ২১ অক্টোবর তাদের বহরে যুক্ত হয়েছে তৃতীয় এয়ারবাস এ৩৩০-৩০০। ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের মুখপাত্র কামরুল ইসলাম বলেন, 'বাস্তবতা হলো- সরকারি প্রক্রিয়া অনেক দীর্ঘ, একাধিক কমিটি, অনুমোদন, ব্যাংকিং প্রটোকল- সব মিলিয়ে সিদ্ধান্ত দ্রুত নেওয়া যায় না। এখানে বেসরকারি সংস্থাগুলোর দ্রুততা একটি বড় সুবিধা।' এরপরেও তিনি জানান যে, 'আমাদের যা চাহিদা সে অনুযায়ী পাচ্ছি না। বৈশ্বিক উড়োজাহাজ সংকট বেসরকারি খাতকেও প্রভাবিত করছে। চাহিদা থাকা সত্ত্বেও কিছু রুটে ফ্লাইট বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। এই মুহূর্তে আমাদের অন্তত তিন থেকে চারটি নতুন এয়ারক্রাফট প্রয়োজন।'

বাড়ছে চাহিদা, মেটেনি পুরোনো দেনা : জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে প্রায় ৫০ লাখ বাংলাদেশি বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য পাড়ি জমিয়েছেন। সড়ক ও রেল যোগাযোগ উন্নত হওয়ায় কিছু অভ্যন্তরীণ রুটে যাত্রী কমলেও সামগ্রিকভাবে আকাশপথে যাত্রী চলাচল বেড়েই চলেছে। ঢাকা বিমানবন্দরের তথ্য বলছে, রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও ২০২৪ সালে দেশের ব্যস্ততম এই বিমানবন্দর দিয়ে প্রায় ১ কোটি ২৫ লাখ যাত্রী যাতায়াত করেছেন, যা ২০২৩ সালের ১ কোটি ১৭ লাখের তুলনায় প্রায় ৭ শতাংশ বেশি। এই বাড়তি চাহিদার মধ্যেই গত অর্থবছরে বিমান ৯৩৭ কোটি টাকা রেকর্ড মুনাফা দেখিয়েছে। তবে এখনো বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) কাছে বিমানের দেনা ৬,০৬৮ কোটি টাকার বেশি। বেবিচক সূত্র জানায়, এর মধ্যে ৪,৭৯৪ কোটি টাকা সারচার্জ এবং মূল দেনা ৭৪৬ কোটি টাকা। বিমানের সাবেক মুখপাত্র এবিএম রওশন কবির বলেন, বিরোধপূর্ণ এই দেনার বড় অংশ বহু বছরের পুরোনো। 'বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ যে বকেয়ার কথা বলছে, তার প্রায় ৭৯ শতাংশই সারচার্জ। এসব পুরোনো বিল আমরা মানি না বলেই পরিশোধ স্থগিত রাখা হয়েছে,' বলেন তিনি।

দুদক সংস্কারে নতুন

হয়েছে। আগের 'সার্চ কমিটি'র নাম পরিবর্তন করে এখন রাখা হয়েছে 'যাচাই-বাছাই কমিটি'। এই কমিটির নেতৃত্বে থাকবেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের একজন জ্যেষ্ঠ বিচারক, যা আগে ছিল প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব। কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে থাকবেন প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারক, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি), সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) চেয়ারম্যান এবং জাতীয় সংসদের স্পিকার কর্তৃক মনোনীত সরকারি ও বিরোধী দলের দুইজন সংসদ সদস্য। তবে সংসদ ভেঙে যাওয়া অবস্থায় সংসদ সদস্যদের ছাড়াই এই কমিটি গঠন করা যাবে।

দুদকের তদন্ত ও অভিযানের ক্ষমতাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রথমবারের মতো এনফোর্সমেন্ট ও গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি সরাসরি আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা আগে কেবল বিধির ওপর নির্ভরশীল ছিল। এ ছাড়া মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত অপরাধের অনুসন্ধানে দুদককে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে কেবল ঘুষ ও দুর্নীতি নয়, বরং দলিল জালকরণ, প্রতারণা, মুদ্রা পাচার, চোরাচালান, শুল্ক ও কর সংক্রান্ত অপরাধ এমনকি পুঁজিবাজারে ইনসাইডার ট্রেডিং বা মূল্য সংবেদনশীল তথ্য ব্যবহার করে জালিয়াতির মতো অপরাধগুলোও দুদকের তদন্তের আওতায় আসবে।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৩ অক্টোবর টিআইবি-র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামানকে প্রধান করে গঠিত দুদক সংস্কার কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে এই পরিবর্তনগুলো আনা হয়েছে। যদিও টিআইবি কিছু কৌশলগত সুপারিশ বাদ পড়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল, তবে সরকার মনে করছে এই নতুন অধ্যাদেশের মাধ্যমে দুদক আরও বেশি কার্যকর ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। বিশেষ করে আর্থিক অপরাধ ও অর্থ পাচার রোধে দুদকের এই বর্ধিত ক্ষমতা দুর্নীতি দমনে এক নতুন মাত্রা যোগ করবে।

সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত

মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রতিবেদনে আরও দেখা যায়, দুর্নীতির তালিকায় বিআরটিএ-এর পরেই রয়েছে আইন-প্রয়োগকারী সংস্থা (৫৭.৯৬%) এবং পাসপোর্ট অফিস (৫৭.৪৫%)। জরিপে অংশগ্রহণকারী ৩১.৬৭ শতাংশ নাগরিক গত ১২ মাসে কোনো না কোনো সরকারি সেবা নিতে গিয়ে সরাসরি ঘুষ দিয়েছেন বলে স্বীকার করেছেন। সার্ভে বলছে, ঘুষ দেওয়ার মধ্যে পুরুষদের দেওয়ার হার (৩৮.৬২%), নারীদের ২২.৭১ শতাংশ। প্রায় ৯৮.৪৮ শতাংশ জনগণ ঘুষ হিসেবে "টাকা" দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

জরিপে নাগরিকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিরাপত্তা, সুশাসন, সরকারি সেবার মান, দুর্নীতি, ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার এবং বৈষম্য বিষয়ক এসডিজি ১৬ এর ছয়টি সূচকের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হয়েছে। জাতীয়ভাবে, নমুনাভুক্ত খানার মধ্যে গড়ে সদস্য সংখ্যা ৪.০০ জন, যার মধ্যে ৮১.৯৭ শতাংশ পুরুষপ্রধান পরিবার এবং ১৮.০৩ শতাংশ নারী-প্রধান পরিবার। জরিপে দেখা যায় যে, দেশের ৮৪.৮১ শতাংশ নাগরিক সন্ধ্যার পর নিজ বাসার আশপাশের এলাকায় একা চলাফেরা করতে নিরাপদবোধ করেন। এ নিরাপত্তাবোধ পুরুষদের (৮৯.৫৩%) তুলনায় নারীদের (৮০.৬৭%) বেশ কম। সন্ধ্যার পর নিজ বাড়িতে নিরাপত্তাবোধের হার তুলনামূলকভাবে বেশি (৯২.৫৪%)।

সুশাসনের বিষয়ে, মাত্র ২৭.২৪ শতাংশ নাগরিক মনে করেন যে তারা সরকারি সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলতে পারেন। রাজনৈতিক প্রভাবের ক্ষেত্রে এই হার আরও কমে ২১.৯৯%-এ নেমে আসে। জাতীয়ভাবে, প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২৪.৬২%) জনগণ মনে করেন যে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সাড়াপ্রবণ। এ বিষয়ে পল্লী (২৪.৪৭%) ও শহরের (২৪.৯১%) জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় কোনো পার্থক্য নেই। গত ১২ মাসে সরকারি সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে জাতীয়ভাবে ৪৭.১২ শতাংশ জনগণ সরকারি স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছেন। এছাড়া ৪০.৯৩ শতাংশ মানুষ জানিয়েছেন যে তাদের অন্তত একটি সন্তান সরকারি বিদ্যালয়ে (প্রাথমিক/ মাধ্যমিক) পড়াশোনা করেছে। তদুপরি, ৭৩.৭৭ শতাংশ জনগণ অন্যান্য সরকারি সেবা (পরিচয়পত্র/নাগরিক নিবন্ধন) গ্রহণের অন্তত একটি প্রচেষ্টা করেছেন। এ সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে পাঁচটি মাত্রার ভিত্তিতে দেখা যায় যে, স্বাস্থ্যসেবায় সামগ্রিক সন্তুষ্টির হার ৭২.৬৯ শতাংশ, প্রাথমিক শিক্ষায় ৮১.৫৬ শতাংশ, মাধ্যমিক শিক্ষায় ৭৮.১৮ শতাংশ, এবং অন্যান্য সরকারি সেবায় (পরিচয়পত্র/নাগরিক নিবন্ধন) ৬৬.৯১ শতাংশ সন্তুষ্টি হার রিপোর্ট করা হয়েছে।

জাতীয়ভাবে, প্রায় ১৬,১৬ শতাংশ জনগণ গত দু'বছরে কোনো বিবাদ বা বিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশ (৮৩.৬০%) জনগণ বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আনুষ্ঠানিক (যেমন- আদালত) অথবা অনানুষ্ঠানিক (যেমন- কমিউনিটি নেতা) কোনো না কোনো ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার পেয়েছেন। এর মধ্যে ৪১.৩৪ শতাংশ আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এবং ৬৮.৯৬ শতাংশ অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেবা পেয়েছেন। ফলাফল অনুযায়ী দেশের ১৯.৩১ শতাংশ জনগণ কোনো না কোনো ধরনের বৈষম্যের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। বৈষম্যের প্রধান ভিত্তি ছিল আর্থ-সামাজিক অবস্থা (৬.৮২%) এবং লিঙ্গ (৪.৪৭%)। বৈষম্যের ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে নিজের পরিবারের মধ্যে (৪৯.৭২%), গণপরিবহন/উন্মুক্ত স্থানে (৩৪.৮২%) এবং কর্মস্থলে (২৪.৮৫%)। মাত্র ৫.৩৭ শতাংশ ভুক্তভোগী এসব ঘটনার বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করেছেন।

পোস্টাল ব্যালটে ভোট

দেওয়ার সুযোগ পাবেন। এ জন্য নির্ধারিত অ্যাপে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। গত ১৯ নভেম্বর শুরু হওয়া নিবন্ধন কার্যক্রম চলবে আগামী ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ইসি সূত্র জানায়, নিবন্ধন সম্পন্নকারী ভোটারদের ঠিকানায় ডাকযোগে পোস্টাল ব্যালট পাঠানো হবে। ভোটার ব্যালটে ভোট দিয়ে নির্ধারিত ফিরতি খামের মাধ্যমে তা সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে পাঠাবেন। বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব, অস্ট্রেলিয়া, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, জার্মানি, মিসরসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রবাসীদের জন্য নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, প্রবাসী ভোটারদের অংশগ্রহণ বাড়াতে প্রায় ৫০ লাখ প্রবাসী ভোটারকে এই ব্যবস্থার আওতায় আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন।

তারেক রহমানের দেশে ফেরাকে

রহমান লন্ডন থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করে ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ে (৩০০ ফিট) হয়ে এভারকেয়ার হাসপাতাল হয়ে গুলশান বাসভবন যাবেন। এ উপলক্ষে ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ে হয়ে এভারকেয়ার হাসপাতাল হয়ে গুলশান বাসভবন পর্যন্ত রাস্তায় তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অতিরিক্ত জনসমাগম হবে বলে সুষ্ঠু ট্রাফিক ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় কিছু বিষয় প্রতিপালনে সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে। নির্দেশনায় বলা হয়, শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ের সংবর্ধনা স্থান এবং সংবর্ধনা স্থান থেকে এভারকেয়ার হাসপাতাল এবং এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে গুলশান বাসভবন পর্যন্ত রাস্তায় অভ্যর্থনাকারীদের বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের গমনাগমনের সময় গাড়িবহর চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তা ছেড়ে দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো। বৃহস্পতিবার ভোর ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত মহাখালী থেকে আব্দুল্লাহপুর এবং কুড়িল থেকে মস্তুল পর্যন্ত পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ে পরিহার করে কিছু বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। সেগুলো হলো- আব্দুল্লাহপুর-কামারপাড়া-ধউর ব্রিজ-পঞ্চবটি-মিরপুর বেড়িবাঁধ দিয়ে গাবতলী হয়ে চলাচল করা যাবে। উত্তরা ও মিরপুরে বসবাসকারী নাগরিকদের এয়ারপোর্ট সড়ক ব্যবহার না করে বিকল্প হিসেবে হাউজ বিল্ডিং-জমজম টাওয়ার-১২ নম্বর সেক্টর খালপাড়-মেট্রোরেল উত্তরা উত্তর স্টেশন-উত্তরা সেন্টার স্টেশন-মিরপুর ডিওএইচএস হয়ে চলাচল এবং উত্তরা সেন্টার স্টেশন থেকে ১৮ নম্বর সেক্টর-পঞ্চবটি হয়ে মিরপুর বেঁড়িবাধ হয়ে চলাচল করা যাবে। গুলশান, বাড্ডা এবং প্রগতি স্মরণী এলাকার যাত্রীরা কাকলী, গুলশান-২, কামাল আতাতুর্ক সড়কের পরিবর্তে গুলশান-১/পুলিশ প্লাজা-আমতলী-মহাখালী হয়ে চলাচল করতে পারেন। মহাখালী বাস টার্মিনাল থেকে ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইলগামী যানবাহন মিরপুর-গাবতলী রোড হয়ে চলাচল করতে পারবে। কাঞ্চন ব্রিজ থেকে পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ে থেকে আগত যানবাহন এক্সপ্রেসওয়ের মঞ্চস্থল থেকে বামে টার্ন নিয়ে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার ভেতর দিয়ে (এম ব্লক, স্বদেশ প্রোপার্টি লিমিটেডের পাশের রাস্তা) মাদানি এভিনিউ হয়ে চলাচল করতে পারবে। তেজগাঁও-মিরপুরসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত যানবাহন মিরপুর ডিওএইচএস হয়ে মেট্রোরেলের নিচের রাস্তা দিয়ে উত্তরা এলাকায় চলাচল করতে পারবে। যাত্রীরা বিকল্প হিসেবে ঢাকা-জয়দেবপুর গমনাগমনকারী ট্রেন ব্যবহার করতে পারেন। হজযাত্রীসহ বিদেশগামী যাত্রীদের এয়ারপোর্ট গমনাগমনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সময় নিয়ে বাসা থেকে বের হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। মিরপুর ও উত্তরাবাসীকে বিকল্প হিসেবে মেট্রোরেল ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানকে অভ্যর্থনাকারী ব্যক্তিদের কোনো ব্যাগ, লাঠি ইত্যাদি বহন না করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। অভ্যর্থনাকারী ব্যক্তিরা কোনো যানবাহন নিয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের গাড়ি বহরে যুক্ত হতে পারবেন না। অভ্যর্থনাকারী ব্যক্তিরা মোটরসাইকেল নিয়ে কোনোক্রমেই গুলশান, বনানী থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত রাস্তায় অবস্থান করতে পারবেন না বা মোটরসাইকেলযোগে জনতার মধ্য দিয়ে চলতে পারবেন না। জরুরি পরিসেবায় ব্যবহৃত যানবাহন (অ্যাম্বুলেন্স/ফায়ার সার্ভিস ইত্যাদি) এ নির্দেশনার আওতামুক্ত থাকবে। বিদেশগমনকারী যাত্রীদের সঙ্গে এয়ার টিকিট থাকতে হবে এবং যাত্রীদের সঙ্গে কোনো সহযোগী থাকবে না। নতুন বাজার থেকে গুলশান-২ গামী এবং গুলশান-২ থেকে নতুন বাজারগামী রাস্তা পরিহার করার জন্য সবাইকে অনুরোধ করা হয়েছে। অভ্যর্থনা জানাতে আগত নেতাকর্মীরা যেসব স্থানে গাড়ি পার্কিং করবেন- টঙ্গী জয়দেবপুর রোড হয়ে আগত গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য নির্ধারিত এলাকা- টঙ্গী বিশ্ব এজতেমা মাঠ। সিলেট ও চট্টগ্রাম থেকে কাঞ্চনব্রিজ পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ে থেকে আগত গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য নির্ধারিত এলাকা- পূর্বাচল নীলা মার্কেট/পূর্বাচল বাণিজ্য মেলা মাঠ। বাবু বাজার ব্রিজ এবং বসিলা ব্রিজ থেকে আগত গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য নির্ধারিত এলাকা- আগারগাঁও পুরাতন বাণিজ্য মেলার মাঠ। আমিন বাজার-গাবতলী হয়ে আগত গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য নির্ধারিত এলাকা- উত্তরা ১৭ নম্বর সেক্টর, দিয়াবাড়ি পশুরহাট মাঠ (বউ বাজার)। মাওয়া রোড, বুড়িগঙ্গা ব্রিজ হয়ে আগত গাড়িগুলো পার্কিংয়ের জন্য নির্ধারিত এলাকা- মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা। এসব ডাইভারশনগুলো বৃহস্পতিবার ভোর ৪টা থেকে কার্যকর থাকবে বলে জানিয়েছে ডিএমপি।

আ.লীগ ও ভারত নির্বাচন

বলেছি আঞ্চলিক অফিসগুলো যদি সক্রিয় করা যায়, তাহলে ১২ তারিখে ইলেকশনটা সুন্দরভাবে করা সম্ভব। তারা (ইসি) বলছে সক্ষমতা বাড়াচ্ছে। প্রথমবারের মতো তিন বাহিনীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। ১২ ফেব্রুয়ারি ভোট নিয়ে কোনো আশঙ্কা আছে কিনা প্রশ্নে তিনি বলেন, আশঙ্কা তো বাংলাদেশে রয়েছে, কিন্তু সেই আশঙ্কাটা মানিয়ে আমরা বারবার নির্বাচন কমিশনের কাছে বলেছি যাতে ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন করা যায়। নির্বাচন কমিশন যেন কোনো ছোট ভুল না করে, যাতে ডেট পিছিয়ে না যায়। আমরা আজ অনুরোধ জানিয়েছি, মনোনয়ন আবেদনের যে ডেটগুলো আছে সেগুলো রিথিংকিং করা যায় কিনা। অন্য দলের প্রতীকে নির্বাচন করবেন কিনা জানতে চাইলে এনসিপির এই নেতা বলেন, আমরা অন্য কোনো প্রতীকে ভোট করবো না। ইলেকটোরাল অ্যালায়েন্স করছি। তবে আমরা শাপলা কলি প্রতীকে নির্বাচন করবো। অন্য দলের প্রতি আহ্বান করবো, নিজস্ব স্বকীয়তা বিকিয়ে দেবেন না। আজ হয়তো সুযোগ নেই, ভবিষ্যতে সুযোগ আসবে। এ সময় এনসিপির যুগ্ম সদস্য সচিব জহিরুল ইসলাম মুসা উপস্থিত ছিলেন।

গণভোট আয়োজনের

জাসদ মনে করে, গণভোট আয়োজনের বিষয়ে কোনো অধ্যাদেশ জারি করা অসাংবিধানিক। সংবিধানের ৯৪(১)(খ) ও ১৪২(ক)(আ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ীও এই প্রক্রিয়া অসাংবিধানিক। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশনের এমন কোনো অসাংবিধানিক কার্যক্রমে যুক্ত হওয়া সমীচীন হবে না। চিঠিতে অভিযোগ করা হয়, একদিকে এক পক্ষকে 'দায়মুক্তি' দিয়ে সংবিধান লঙ্ঘন করা হয়েছে, অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে হাজার হাজার গায়েবি মামলা দেওয়া হচ্ছে। জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনুসহ মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ছাড়া অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হবে না বলে তারা দাবি করে। এছাড়া জাসদসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দখল হওয়া কার্যালয়গুলো মব সন্ত্রাসীদের হাত থেকে উদ্ধার করারও দাবি জানানো হয়। এ ছাড়া জাতীয় সংসদের অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হবে না বলেও দলটির পক্ষ থেকে বলা হয়। জাসদ মনে করে, সংবিধানে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকায় ধর্মভিত্তিক ও সাম্প্রদায়িক দলগুলোর নিবন্ধন পাওয়ার বা নির্বাচন করার কোনো অধিকার নেই। ইসি এক্ষেত্রে সাংবিধানিক নির্দেশনা অনুসরণ করছে না বলে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। দলটির দাবি, জাসদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ নিবন্ধিত বিভিন্ন দলের কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুর করা হয়েছে। এখনও বিভিন্ন জেলায় জাসদের কার্যালয় সন্ত্রাসীদের দখলে থাকার অভিযোগও করা হয়। এছাড়া নিবন্ধিত আরও কিছু রাজনৈতিক দলের কার্যালয় 'মব সন্ত্রাসীদের' দখলে রয়েছে বলে দাবি দলটির। এমন অবস্থায়, রাজনৈতিক কার্যালয় দখলমুক্ত না করলে এবং রাজনৈতিক নেতাদের উপর সারাদেশে দায়েরকৃত 'মিথ্যা মামলা' প্রত্যাহার না করলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের উপযুক্ত পরিবেশ কখনোই তৈরি হবে না বলে মনে করে দলটি। নির্বাচনের আগে জুলাই-আগস্ট মাসে লুণ্ঠিত সব অস্ত্র উদ্ধার এবং মব সন্ত্রাস দমনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে দলটি। চিঠিতে বলা হয়, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হবে না। উপরন্তু, নির্বাচনের আগে গণহারে অস্ত্রের লাইসেন্স প্রদান সুষ্ঠু নির্বাচনের অন্তরায়। পরিশেষে জাসদ জানায়, নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলাপ-আলোচনা ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্বাচনি আইন সংস্কার, প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনি পরিবেশ তৈরি করেই কেবল জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজন করা যেতে পারে।

রাজধানীতে ৪ দিনব্যাপী

ফেরদৌসী বেগম। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন রিহ্যাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি লিয়াকত আলী ভূঁইয়া, সহ-সভাপতি আক্তার বিশ্বাসসহ সংগঠনের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ। এ সময় রিহ্যাবের সাবেক ও বর্তমান নেতা, বিভিন্ন আবাসন কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। রিহ্যাব জানায়, এবারের মেলায় মোট ২২০টি স্টল রয়েছে। এতে অংশগ্রহণ করছে ৪টি ডায়মন্ড স্পন্সর, ৭টি গোল্ড স্পন্সর, ১০টি কো-স্পন্সর, ১৪টি নির্মাণসামগ্রী প্রতিষ্ঠান এবং ১২টি আর্থিক ও বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান। রিহ্যাব নেতারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ড্যাপ (ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান) সংক্রান্ত জটিলতায় আবাসন খাত কার্যত স্থবির হয়ে পড়েছিল। তবে গত ১৪ ডিসেম্বর প্রকাশিত নতুন ড্যাপ এবং ঢাকা মহানগর ইমারত বিধিমালা-২০২৫ আবাসন খাতে নতুন গতি সঞ্চার করবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, আবাসন খাত কেবল মানুষের আবাসন চাহিদা পূরণেই সীমাবদ্ধ নয়; এই খাত সরকারের রাজস্ব আয়, বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং রড, সিমেন্টসহ ২০০টির বেশি লিংকেজ শিল্পের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে নির্মাণ খাতের অবদান জাতীয় অর্থনীতিতে প্রায় ১৫ শতাংশ এবং এ খাতের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল প্রায় ২ কোটি মানুষ। তারা আরও জানান, রিহ্যাব ফেয়ার ক্রেতাদের জন্য একটি অনন্য প্ল্যাটফর্ম, যেখানে এক ছাদের নিচে ফ্ল্যাট ও প্লট কেনাবেচা, গৃহঋণ সুবিধা, বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান এবং আধুনিক নির্মাণসামগ্রী সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। ব্যস্ত জীবনে আলাদা আলাদা প্রতিষ্ঠানে ঘুরে তথ্য সংগ্রহের পরিবর্তে এই মেলা ক্রেতাদের সময় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সহজ করে। মেলায় প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত দর্শনার্থীরা প্রবেশ করতে পারবেন। প্রবেশ টিকিটের মূল্য সিঙ্গেল এন্ট্রির জন্য ৫০ টাকা এবং মাল্টিপল এন্ট্রির জন্য ১০০ টাকা। টিকিট বিক্রির সম্পূর্ণ অর্থ রিহ্যাবের করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কার্যক্রমে ব্যয় করা হবে। প্রতিদিন রাত ৯টায় র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে দর্শনার্থীদের জন্য থাকছে আকর্ষণীয় পুরস্কার।

আবাসন খাতের মন্দা

পারেন, তবে সবাই একটি সুন্দর, পরিকল্পিত ও নিয়মের মধ্যে গড়ে ওঠা শহরই চান। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও মিটার জব্দ নিয়ে 'বদনাম' হওয়ার কথা উল্লেখ করে রিয়াজুল ইসলাম বলেন, আমি কখনোই চাই না রাজউককে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হোক। যদি রাজউক ও নির্মাতারা সততা, দায়িত্ববোধ ও দেশপ্রেম নিয়ে একসঙ্গে কাজ করে তাহলে এসবের প্রয়োজন পড়বে না। তিনি আরও বলেন, লক্ষ্য শুধু ভবন নির্মাণ নয়, বরং পরিবেশবান্ধব ও বাসযোগ্য শহর গড়ে তোলা। গ্রিন বিল্ডিংয়ের ধারণা একদিনে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, তবে ধাপে ধাপে এ জায়গায় যেতে হবে। শহর পরিকল্পনার গুরুত্ব তুলে ধরে রাজউক চেয়ারম্যান বলেন, যে শহর বা ভবনে ফায়ার সার্ভিস বা অ্যাম্বুলেন্স ঢুকতে পারে না, সেই উন্নয়ন কোনো কাজে আসে না। এতে কিছু ব্যক্তি লাভবান হয়, কিন্তু দেশ বা সমাজের উপকার হয় না। এ ক্ষেত্রে প্রথম দায়বদ্ধতা রাজউকের, কারণ পরিকল্পনা অনুমোদন ও তদারকির দায়িত্ব আমাদের। ড্যাপ গেজেট বাস্তবায়নে বাধার কথা উল্লেখ করে প্রকৌশলী রিয়াজুল ইসলাম বলেন, অনেক ক্ষেত্রে আপনারা একমত না হলেও শেষ পর্যন্ত সহযোগিতা করেছেন। তবে এই গেজেট চূড়ান্ত নয়- আপডেট ও সংশোধনের সুযোগ রয়েছে। এ জন্য টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হবে।

হিলি দিয়ে ভারত

মেট্রিকটন ভারতীয় পেঁয়াজ আমদানি করা হয়েছে। এদিকে গতকাল বুধবার সকালে হিলি খুচরা বাজার ঘুরে দেখা যায়, গত সপ্তাহে আমদানিকৃত পেঁয়াজ মানভেদে ৯০-১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হলেও তা কেজিতে ৪০-৪৫ টাকা কমিয়ে ৪৫-৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। আর দেশীয় মুড়িকাটা পেঁয়াজ কেজিতে ৪৫- ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। জানা গেছে, দেশের বাজারে পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রায় তিন মাস পর চলতি মাসের ৭ ডিসেম্বর ভারত থেকে পেঁয়াজের আমদানি শুরু হয়। প্রথম দিকে একজন আমদানি কারককে ৩০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দেয় সরকার। পরে ৩০ মেট্রিক টন থেকে বাড়িয়ে দেয়। এতে বন্দরে আমদানি বৃদ্ধি পায়। ২৪৫ মার্কিন ডলারে পেঁয়াজগুলো আমদানি করা হচ্ছে। হিলি বাজারের খুচরা পেঁয়াজ বিক্রেতা আবুল হাসান মান্না বলেন, গত মঙ্গলবার বন্দর বাজারে ৩৮-৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রয় হয়েছে। সেই পেঁয়াজ খুচরা বাজারে বিক্রয় হচ্ছে ৪৫-৫০ টাকা কেজি দরে। দেশি পেঁয়াজ মোকামে বিক্রয় হচ্ছে ১৬০০-১৮০০ টাকা মণে। হিসেব অনুযায়ী যা কেজিতে ৪০-৪৫ টাকা। খুচরা বাজারে বিক্রয় হচ্ছে ৫০-৫৫ টাকা কেজি দরে। দেশীয় ভরা মৌসুম ও পেঁয়াজের ইনপোর্টের কারণে দাম স্বাভাবিক আছে। আরেক খুচরা পেঁয়াজ বিক্রেতা রায়হান কবির জানান, এক সপ্তাহ আগে এলসি পেঁয়াজ আমরা বিক্রয় করেছি ৯০-১০০ টাকা কেজিতে। সেই পেঁয়াজ গেলো দুই তিন দিনে ৩৫-৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রয় হচ্ছে। আর দেশি পেঁয়াজ বিক্রয় করেছিলাম ৮০-৯০ টাকা কেজি। সেই পেঁয়াজ এখন বিক্রয় করছি ৫০ টাকা কেজি দরে। হঠাৎ দাম কমার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, গত সপ্তাহে দিনে ৩০ টন পেঁয়াজ আমদানি করার একটা পারমিট ছিল আমদানি কারকের কিন্তু এখন সেটি বাড়িয়েছে। এদিকে দেশীয় কাঁচা পেঁয়াজের চাপ বাড়ছে। কৃষকের পর্যাপ্ত ও ভারতীয় পেঁয়াজের আমদানি বাড়ার কারণে দাম এখন নাগালেই থাকবে। রিকশাচালক আজমত আলী বলেন, গত সপ্তাহের তুলনায় এখন পেঁয়াজের দাম কিছুটা কম। ভারতীয় পেয়াজ ও দেশি পেঁয়াজ প্রায় একই দাম। কেজি প্রতি ৩০ টাকার মধ্যে থাকলে আমাদের জন্য ভালো হয়।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতকে

অংশীজনদের আশঙ্কা রয়েছে। এর আগেও টিআইবির ২০২২ সালের গবেষণায় দাতা ও স্বার্থবাদী গোষ্ঠী কর্তৃক বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের নীতি করায়ত্ত এবং আমদানিনির্ভর জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। ২০৫০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে লক্ষ্যমাত্রার সাপেক্ষে ন্যায়সঙ্গত রূপান্তরে প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করাসহ বিদ্যমান নীতি এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ভূমিকা সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, জ্বালানি নীতি ও পরিকল্পনাসমূহে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে পর্যাপ্ত অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে না। নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রার ভিন্নতা ও অসংগতি এবং সমন্বয়হীনতা এ খাতের সময়াবদ্ধ লক্ষ্য অর্জনে বড় চ্যালেঞ্জ। বাস্তবতা, সক্ষমতা ও বিদ্যমান কাঠামোর পর্যাপ্ত বিশ্লেষণ ছাড়াই একদিকে জ্বালানি মহাপরিকল্পনায় বিদ্যুৎ চাহিদার উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, অন্যদিকে জ্বালানি মিশ্রণে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সেই লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়নি। গবেষণায় আরও দেখা যায়, জ্বালানি পরিকল্পনায় উন্নয়ন অংশীদার কর্তৃক বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট স্বার্থের কারণে কৌশলগতভাবে সরকারের নীতিনির্ধারণ ও পরিকল্পনায় প্রভাব বিস্তারের ঝুঁকি রয়েছে। বাংলাদেশের জ্বালানি খাত জীবাশ্মভিত্তিক নীতির দ্বারা প্রভাবিত এবং এতে অধিক মাত্রায় ভর্তুকি ও ক্যাপাসিটি চার্জ প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় হয়। অন্যদিকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে প্রণোদনার ঘাটতি ও বেসরকারিকরণের নীতি সামগ্রিকভাবে এই খাতকে করপোরেট উদ্যোক্তা কর্তৃক জিম্মি করে তোলার ঝুঁকি তৈরি করেছে। গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের ক্রয় ও দরপত্র প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার ঘাটতি, দাম নির্ধারণে নানাবিধ অনিয়ম বিদ্যুতের দাম নির্ধারণে প্রভাব ফেলেছে এবং সার্বিকভাবে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি করেছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তির জন্য বিদেশ নির্ভরতা প্রবল। এ খাতের উন্নয়নে সরকারের বিনিয়োগের ঘাটতিসহ নানাবিধ আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে (স্রেডা) দুর্বল করে রাখা এ খাতের প্রসারে অন্যতম চ্যালেঞ্জ। সার্বিকভাবে, জীবাশ্ম জ্বালানির চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম নীতিগত অগ্রাধিকার পাচ্ছে নবায়নযোগ্য জ্বালানি। এর রূপান্তর ও প্রসারে নীতিকাঠামোতে যতটুকু নীতি ও আইনি বিধান উল্লেখ আছে সেখানেও দুর্বলতা রয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা ৯৫ শতাংশের মতো, বিপরীতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপর নির্ভরতা ৪ শতাংশের বেশি। অর্থাৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত সব সময় অবহেলিত হয়েছে। তিনি বলেন, জ্বালানি খাতের নীতি কৌশল ও পরিকল্পনায় অনেক অসংগতি ও অস্পষ্টতা রয়েছে। বিদ্যুৎ খাতের মহাপরিকল্পনা মূলত জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে যাচ্ছি এমনটা দেখানোর জন্য ক্লিন এনার্জির ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, যা পরীক্ষিত নয়।

দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা

পড়েছে স্বাস্থ্যখাতে। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে শীতজনিত নানা রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। বিশেষ করে ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া ও শ্বাসকষ্টে ভোগা রোগীর চাপ বেড়েছে বহুগুণ। হাসপাতালের আউটডোরে প্রতিদিন গড়ে ২০০ থেকে ৩০০ জন বয়স্ক রোগী চিকিৎসা নিচ্ছেন। পাশাপাশি শিশু রোগীর সংখ্যাও বাড়ছে। প্রতিদিন প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ শিশু চিকিৎসাসেবা নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. আসাদুর রহমান মালিক খোকন। শীতের কারণে ব্যাহত হচ্ছে দিনমজুরদের কাজ। গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে কাজের সন্ধানে আসা শ্রমিকরা জানান, ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত কাজ করতে হলেও ঠান্ডা ও হিমেল বাতাসের কারণে স্বাভাবিকভাবে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। অনেক সময় কাজ বন্ধ রেখে আগুন পোহাতে হচ্ছে। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার কৃষক আজিম উদ্দিন বলেন, দীর্ঘদিন ধরে তিনি শ্বাসকষ্ট ও অ্যাজমায় ভুগছেন। শীতের সময় সকালে মাঠে নামা তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। ঠান্ডায় কাজ করলে শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়। তবুও জীবিকার তাগিদে কাজ করতে হচ্ছে। চুয়াডাঙ্গা প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের জ্যেষ্ঠ পর্যবেক্ষক রকিবুল হাসান জানান, আগামী কয়েক দিনে রাতের তাপমাত্রা আরও কমার আশঙ্কা রয়েছে। মাসের শেষ ভাগ কিংবা নতুন বছরের শুরুতে চুয়াডাঙ্গাসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ওপর দিয়ে শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে।

আলু চাষি এবং ব্যবসায়ীর

দেশে ৩৮৪ হিমাগারে রয়েছে। তাতে আলু সংরক্ষণ করা যায় প্রায় ৩৩ লাখ টন। তার প্রায় পুরোটাই ভর্তি ছিল গত মৌসুমে। তার মধ্যে বীজ ১০ লাখ টনের বেশি আলু রয়েছে। এখন ওই বিপুল পরিমাণ আলু বাজারে ছাড়ার মতো দাম নেই। আর এর মধ্যেই বাজারে নতুন আলুর সরবরাহ শুরু হয়েছে। ফলে পুরোনো আলুর চাহিদা আরো কমেছে। কোথাও পুরোনো আলু পাঁচ-ছয় টাকা এবং নতুন আলু ২০-২১ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। তাতে আগাম জাতের আলুচাষিরাও লোকসানে পড়েছে। অথচ সরকার ২২ টাকা কেজি দরে আলু কেনার ঘোষণা দিলেও তা এখনো কার্যকর হয়নি। সূত্র আরো জানায়, দেশে উৎপাদিত আলুর মাত্র ৩ থেকে ৪ শতাংশ সবজির বাইরে অন্য কাজে ব্যবহার হয়। অথচ অনেক দেশেই আলু একটি বড় শিল্পপণ্য। যদিও দেশে আলুর প্রসেসড খাবারের বাজার বড় হচ্ছে। তবে ওই খাতে নানা চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সব জাতের আলু দিয়ে সব ধরনের প্রসেসড খাবার বানানো যায় না। সঠিক জাত নির্বাচন, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ বড় সমস্যা। কৃষক পর্যায়ে অনেক সময় সংরক্ষণ সঠিকভাবে না হওয়ায় আলুর গুণগত মান নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া বাংলাদেশে আলুতে পানির পরিমাণ বেশি, ড্রাই-ম্যাটার কম। ফলে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন বহুমুখীকরণ ব্যয়সাপেক্ষ। এদিকে মজুত আলু নিয়ে বাংলাদেশ কোল্ডস্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী জানান, হিমাগারে থাকা চার থেকে পাঁচ লাখ টন আলু নিয়ে হিমাগার মালিকরা বিপদে রয়েছে। নভেম্বরের মধ্যে আলু নেয়ার কথা থাকলেও অনেকে নেননি। অন্যদিকে এ প্রসঙ্গে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান জানান, সাধারণত কৃষক ও ব্যবসায়ীরা নভেম্বরের মধ্যে হিমাগার থেকে আলু বের করে থাকেন। তবে ১৮ নভেম্বর মন্ত্রণালয় থেকে হিমাগার মালিকদের অনুরোধ করা হয়, যেন ডিসেম্বর পর্যন্ত তারা আলু সংরক্ষণ করে। তাতে হিমাগার মালিকরা সম্মতি দেন।

সুব্রত বাইনের

ডিসেম্বর কুমিল্লা জেলা কারাগারের সামনে থেকে বিথীকে গ্রেপ্তার করা হয়। আসামিপক্ষের আইনজীবী আদালতে রিমান্ড বাতিল চেয়ে বলেন, তার কাছে রিমান্ডে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তারপরও আবারও রিমান্ড চাওয়া হয়েছে। পুনরায় রিমান্ড চাওয়ার কোনো যুক্তি নেই। তার দুটি সন্তান আছে। আমি রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন চাচ্ছি। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট শামসুদ্দোহা সুমন তার রিমান্ডের স্বপক্ষে শুনানি করেন। আদালতে তিনি বলেন, আগামীকাল (আজ বৃহস্পতিবার) তারেক রহমান দেশে আসছেন। সামনে আমাদের জাতীয় নির্বাচন। সুতরাং এসব বিষয় নিয়ে দেশের নিরাপত্তা শঙ্কা আছে। তিনি সুব্রত বাইনের মতো সন্ত্রাসীর মেয়ে। এছাড়াও এ মামলায় তার কাছ আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকতে পারে। এ জন্য তার পাঁচ দিনের রিমান্ড চাই। আদালতে আসামি খাদিজা ইয়াসমিন বিথী বলেন, এ মামলার কোনো কিছুই আমি জানি না। আমার সন্তান আছে। আমার বাবা অপরাধী হতে পারেন। তার জন্য আমি দায়ী না। আমার মেয়ে শিশু আছে। তাকে এখন প্রতিবেশীরা লালন-পালন করছে। আমার সন্তান কার কাছে থাকবে আমি চাকরি করি। কাজ করে খাই। আমি কোনো অন্যায় করিনি। আমার বাবা আইনি হেফাজতে আছে। সুতরাং আমাকে কেন গ্রেপ্তার করে রিমান্ডে পাঠানো হচ্ছে মামলার বিবরণ থেকে জানা যায়, গত ১৯ এপ্রিল রাতে রাজধানীর হাতিরঝিল থানার নয়াটোলা মোড়ল গলির 'দি ঝিল ক্যাফে'র সামনে যুবদল নেতা মো. আরিফ সিকদারকে গুলি করা হয়। আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২১ এপ্রিল তিনি মারা যান। আরিফ সিকদার ঢাকা মহানগর উত্তরের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সহ-ক্রীড়া সম্পাদক ছিলেন। এ ঘটনায় আরিফের বোন রিমা আক্তার বাদী হয়ে সুব্রত বাইনের সহযোগী মাহফুজুর রহমান বিপুসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে হাতিরঝিল থানায় হত্যাচেষ্টা মামলা করেন। পরে আরিফ মারা গেলে মামলাটি হত্যা মামলায় রূপান্তরিত হয়। এ মামলায় সুব্রত বাইনকে গ্রেপ্তারের পর রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

প্রস্তুতির ঘাটতিতে

২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছিল ১ লাখ ১ হাজার ২১৪ জন এবং মৃত্যু হয়েছিল ৫৭৫ জনের। তার আগে ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ১ হাজার ৭০৫ জনের মৃত্যু হয়। পাশাপাশি ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন।

প্রাণহানির ভার রাজধানীতেই : চলতি বছর ডেঙ্গুতে সারা দেশে যত মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, তার অর্ধেকের বেশি ঢাকার দুই সিটিতে। শুধু রাজধানীতেই ডেঙ্গুতে মারা গেছেন আড়াইশর বেশি মানুষ। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ঢাকার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৩০ হাজারেরও বেশি ডেঙ্গু রোগী। তবে আউটডোরে চিকিৎসা নেওয়া কিংবা বাসায় থেকে চিকিৎসা নেওয়া রোগীদের কোনো পরিসংখ্যান নেই, যা প্রকৃত পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তোলে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা বরফখণ্ডের চূড়া মাত্র; প্রকৃত সংক্রমণ এর কয়েকগুণ বেশি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাব বলছে, ১ জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ডিএনসিসি) এলাকায় ১৬,৮৯৭ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি) এলাকায় ১৪,৫১১ জন আক্রান্ত হয়েছেন। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের বাইরের এলাকায় ১৭,৩০৯ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এ ছাড়া চট্টগ্রামে ১৪,৮৮৭, বরিশালে ২১,৪৭০ ও খুলনায় ৫,৪৩৮ জন আক্রান্ত হয়েছেন। অন্যান্য বিভাগের মধ্যে রাজশাহীতে ৫,৮২৫, সিলেটে ৪২৩, ময়মনসিংহে ৪,২৬৭ ও রংপুরে ১,০৫৫ জন ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হয়েছে। মৃত্যুর হিসাবেও ঢাকা শহরই শীর্ষে। ডিএসসিসি এলাকায় এখন পর্যন্ত ১৯৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। ডিএনসিসি এলাকায় মৃত্যু হয়েছে ৬৮ জনের। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের বাইরে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। এ ছাড়া চট্টগ্রামে ৩১, বরিশালে ৫০, খুলনায় ১৩, রাজশাহীতে ২০, সিলেটে ২, ময়মনসিংহে ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে রংপুর থেকে মৃত্যুর কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

নগরপিতাহীন প্রশাসন ও কার্যক্রমের স্থবিরতা : ২০২৫ সালজুড়ে রাজধানী ঢাকায় ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ ছিল কাগজে-কলমে পরিকল্পনা আর বাস্তবে ব্যর্থতার গল্প। প্রায় ১৬ মাস ধরে নগরপিতাহীন ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন প্রশাসকের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এ সময়ের মধ্যে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে প্রশাসক বদল হয়েছে ছয়বার। নেতৃত্বের এই অনিশ্চয়তা ও ধারাবাহিকতার অভাব সরাসরি প্রভাব ফেলেছে নগর ব্যবস্থাপনায়, বিশেষ করে ডেঙ্গুর মতো জনস্বাস্থ্য সংকট মোকাবিলায়। নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা ও মশা নিধনের কাজ চললেও দীর্ঘমেয়াদি কোনো বড় প্রকল্প কিংবা সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা দেখা যায়নি। ফলাফল হিসেবে ২০২৫ সালেও ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে দৃশ্যমান কোনো সাফল্য আসেনি। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, রাজনৈতিক অস্থিরতা ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে আরও দুর্বল করেছে। গত ২৭ মার্চ আদালত দক্ষিণ সিটির আগের নির্বাচনের ফল বাতিল করে বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনকে মেয়র ঘোষণা করেন। ২৮ এপ্রিল নির্বাচন কমিশন গেজেট প্রকাশ করলেও শপথ না দেওয়াকে কেন্দ্র করে তার সমর্থকরা আন্দোলনে নামেন। টানা ৪৩ দিন দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম কার্যত বন্ধ থাকে। এ সময়ে পরিচ্ছন্নতা, মশা নিধন, ড্রেন পরিষ্কারসহ প্রায় সব নাগরিক সেবা ব্যাহত হয়। নগরের বড় অংশ কার্যত অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকে, যার প্রভাব পড়ে ডেঙ্গু সংক্রমণে।

মৌসুমি রোগের ধারণা ভেঙে সারা বছর ডেঙ্গু : এতদিন ডেঙ্গুকে বর্ষাকেন্দ্রিক রোগ হিসেবে দেখা হলেও সেই ধারণা অনেকটাই ভেঙে পড়েছে। জানুয়ারি থেকেই দেশের বিভিন্ন এলাকায় ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হয়। বর্ষা শুরু হওয়ার পর সংক্রমণ দ্রুত বাড়ে কিন্তু বর্ষা শেষ হওয়ার পরও তা কমেনি। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর এই তিন মাসে রোগী ও মৃত্যুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এমনকি ডিসেম্বরেও হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হতে দেখা গেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও আইইডিসিআরের তথ্য বলছে, সাধারণত যে সময় ডেঙ্গু কমে যাওয়ার কথা, সেই সময়েই চলতি বছর সংক্রমণ বেড়েছে। বিশেষজ্ঞরা এর পেছনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, দীর্ঘসময় উষ্ণ আবহাওয়া, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত এবং নগর পরিবেশে পানি জমে থাকার প্রবণতাকে দায়ী করছেন। অপরিকল্পিত নগরায়ন ও দুর্বল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। এসব কারণে এডিস মশার প্রজননকাল দীর্ঘ হয়েছে এবং ডেঙ্গু কার্যত সারা বছরের রোগে পরিণত হয়েছে।

ডেঙ্গুর হটস্পট হয়ে উঠে বরগুনা, নিয়ন্ত্রণের বাইরে লার্ভা পরিস্থিতি : ২০২৫ সালে ডেঙ্গু পরিস্থিতির সবচেয়ে উদ্বেগজনক চিত্র উঠে এসেছে বরগুনা থেকে। বরগুনা এলাকার ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে প্রকাশিত এক জরিপে রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বরগুনা পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৫টি ওয়ার্ডই ডেঙ্গুর উচ্চ ঝুঁকিতে। এমনকি জেলা সদরে এডিস মশার লার্ভার ঘনত্ব স্বাভাবিকের তুলনায় সাড়ে ৮ গুণ বেশি পাওয়া যায়। আইইডিসিআর জানায়, বরগুনায় ডেঙ্গুর ডেন-৩ ও ডেন-২ সেরোটাইপের প্রাদুর্ভাব দ্রুত বাড়ছিল, যা সংক্রমণের তীব্রতা ও জটিলতার আশঙ্কা বাড়িয়ে তোলে। গত ২৫ জুন সংবাদ সম্মেলনে জরিপের ফলাফল তুলে ধরে আইইডিসিআরের পরিচালক অধ্যাপক ডা. তাহমিনা শিরিন জানান, বরগুনায় ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে ৪৬ দশমিক ৫ শতাংশ ডেন-৩ ভ্যারিয়েন্টে এবং ৩৯ দশমিক ৫ শতাংশ ডেন-২ ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত। বাকি ১৪ শতাংশ রোগী ডেন-২ ও ডেন-৩ এর অন্যান্য ধরনে সংক্রমিত হয়েছেন। মোট ৪৩টি জিনোম পরীক্ষা করে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। জরিপে দেখা যায়, বরগুনা সদরে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, এরপর পাথরঘাটা। তুলনামূলকভাবে কম রোগী শনাক্ত হয়েছে আমতলী ও বেতাগী উপজেলায়। আইইডিসিআরের জরিপ দল বরগুনায় ১৮৪টি স্থানে লার্ভা পরীক্ষা করে যে চিত্র পেয়েছে, তা পরিস্থিতির গভীরতাই তুলে ধরে। সবচেয়ে বেশি লার্ভা পাওয়া গেছে একক পৃথক বাড়িতে- ৫৬ শতাংশ। এরপর সেমি পাকা বাড়িতে ৩৩ শতাংশ, মাল্টিস্টোরেড ভবনে ৯ শতাংশ এবং নির্মাণাধীন ভবনে ২ শতাংশ। বরগুনা সদরে ব্রুটো ইনডেক্স পাওয়া গেছে ১৬৩ দশমিক ৪ শতাংশ এবং পৌরসভা এলাকায় ৪৭ দশমিক ১০ শতাংশ। ৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে একটি ওয়ার্ডে ব্রুটো ইনডেক্স ১৫৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ, অন্যটিতে ১৩৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ যেখানে মাত্র ৪টি ওয়ার্ডে এই সূচক ২০ এর নিচে।

হাসপাতালে রোগীর চাপ ও চিকিৎসা ব্যবস্থার বাস্তব চিত্র : ডেঙ্গু সংক্রমণের সরাসরি চাপ পড়েছে দেশের হাসপাতালগুলোতে। রাজধানী ঢাকায় সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত হাসপাতাল এবং বিশেষায়িত চিকিৎসা কেন্দ্রে একাধিক সময়ে শয্যা সংকট দেখা দেয়। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে দৈনিক কয়েকশ ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়। অনেক হাসপাতালে ডেঙ্গু ওয়ার্ড বাড়াতে হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল অপ্রতুল। চিকিৎসকদের ভাষ্য অনুযায়ী, ভর্তি হওয়া রোগীদের একটি বড় অংশই হাসপাতালে আসেন জটিল অবস্থায়। অনেক রোগী শুরুতে ভাইরাল জ্বর ভেবে বাড়িতে বা ফার্মেসিতে চিকিৎসা নিয়েছেন। সময়মতো পরীক্ষা না করানো এবং প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্ত না হওয়ায় প্লাটিলেট বিপজ্জনক মাত্রায় নেমে যায়, লিভার ও কিডনির জটিলতা দেখা দেয়। জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোর প্রস্তুতি আরও দুর্বল ছিল। প্রয়োজনীয় শয্যা, প্রশিক্ষিত জনবল ও পরীক্ষার সুবিধা না থাকায় বহু রোগীকে ঢাকায় পাঠানো হয়, এতে রাজধানীর হাসপাতালগুলোর ওপর চাপ আরও বেড়ে যায়।

শোবিজ থেকে রাজনীতি, তারপর উধাও যেসব তারকারা...

বিনোদন প্রতিবেদক

একসময় ক্যামেরার ফ্ল্যাশ, শুটিং ফ্লোর আর সোশ্যাল মিডিয়ার আলোয় নিয়মিত ছিলেন তারা। কেউ অভিনয়ের পাশাপাশি রাজনীতির মাঠে সরব ছিলেন, কেউ আবার সরাসরি দলীয় মনোনয়ন কিনে সংসদ সদস্যও হয়েছেন। কিন্তু ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট, হঠাৎ রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দৃশ্যপট বদলে যায়। রাজনৈতিক অঙ্গনে সক্রিয় থাকা দেশের শোবিজ অঙ্গনের একাধিক পরিচিত মুখের আর দেখা মেলেনি। কেউ বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন বলে গুঞ্জন, কেউ দেশে থেকেই নিজেকে আড়ালে রেখেছেন। সোশ্যাল মিডিয়া, শুটিং সেট কিংবা কোনো অনুষ্ঠানে- ২০২৫ সালের পুরোটা সময়জুড়েই তাদের কোনো উপস্থিতি চোখে পড়েনি। চলুন দেখে নেওয়া যাক, শোবিজ থেকে রাজনীতির মাঠে নেমে বছরজুড়ে অন্তরালে থাকা সেই আলোচিত মুখগুলো কারা-

ফেরদৌস- এমপি থেকে নিখোঁজ : এই তালিকার শীর্ষেই রয়েছেন ঢালিউড চিত্রনায়ক ফেরদৌস। আওয়ামী লীগের হয়ে ঢাকা-১০ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ঠিক আগমুহূর্ত পর্যন্ত তাকে দেখা গেছে বিভিন্ন সভা-সেমিনার ও দলীয় আয়োজনে। তবে ৫ আগস্টের পর থেকেই পুরোপুরি আড়ালে তিনি। কখনো গুঞ্জন ওঠে তিনি ভারতে গিয়ে বন্ধু ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের বাসায় অবস্থান করছেন, কখনো আবার শোনা যায় যুক্তরাষ্ট্রে আছেন। তবে নিশ্চিত কোনো তথ্য নেই। সোশ্যাল মিডিয়াতেও তার কোনো উপস্থিতি নেই। কোথায় আছেন- তা অজানাই রয়ে গেছে।

নিপুণ আক্তার- আলোচনা ও সমালোচনার পর নীরবতা : চিত্রনায়িকা নিপুণ আক্তার আলোচনায় আসেন চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির বিতর্কিত নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। এরপর রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রভাবশালী নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং নানা কর্মসূচিতে সরব উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। পটপরিবর্তনের পর যুক্তরাজ্যে যাওয়ার চেষ্টা করলেও সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গোয়েন্দা সংস্থার আপত্তিতে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর একটি অনুষ্ঠানে কয়েক সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা গেলেও তার অবস্থান নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। ২০২৫ সালে তাকে আর কোথাও দেখা যায়নি।

ঊর্মিলা শ্রাবন্তী কর- নীরব অন্তরাল : অভিনেত্রী ঊর্মিলা শ্রাবন্তী কর দীর্ঘদিন ধরেই সোশ্যাল মিডিয়া ও অভিনয়- দু'দিক থেকেই দূরে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে এমপি হওয়ার জন্য আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম কিনেছিলেন তিনি। কিন্তু রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকেই নিজেকে গুটিয়ে নেন জনপ্রিয় এই অভিনেত্রী। ২০২৫ সালজুড়ে তার কোনো কর্মতৎপরতার খোঁজ মেলেনি।

তারিন জাহান- রাজনীতির দুই মেরু পেরিয়ে নিঃশব্দ : একসময় ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তারিন জাহান আওয়ামী লীগের টিকিটে এমপি হওয়ার চেষ্টা করলেও সফল হননি। তবে আওয়ামী লীগই নয়, বিএনপির আমলেও জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। সরকার পতনের পর থেকেই কোথাও নেই তারিন। প্রকাশ্যে কোনো উপস্থিতি বা বক্তব্য- কিছুই নেই।

রিয়াজ- বিদেশযাত্রা ব্যর্থ, এরপর নীরবতা : গণঅভ্যুত্থানের পর চিত্রনায়ক রিয়াজ যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমাতে গিয়ে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এমিরেটস এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে দুবাই হয়ে যুক্তরাষ্ট্র যাওয়ার কথা ছিল তার। আওয়ামী লীগের কোনো আনুষ্ঠানিক পদে না থাকলেও দীর্ঘদিন দলটির পক্ষে সরব ছিলেন তিনি। এরপর থেকেই তাকে ঘিরে 'পালিয়ে যাওয়ার' গুঞ্জন ছড়ালেও প্রকাশ্যে আর দেখা মেলেনি।

মামলা আর অনিশ্চয়তার ছায়া : এদিকে জুলাই আন্দোলন ঘিরে করা মামলায় শোবিজ অঙ্গনের অন্তত ২৯ জন শিল্পীকে আসামি করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

তিনটি মামলায় যাদের নাম উঠে এসেছে, তাদের মধ্যে রয়েছেন- নুসরাত ফারিয়া, অপু বিশ্বাস, নিপুণ আক্তার, কামরুন নাহার শাহনূর, ঊর্মিলা শ্রাবন্তী কর, সোহানা সাবা, তানভীন সুইটি, কৌশিক হোসেন তাপস, মেহের আফরোজ শাওন, জাকিয়া মুন, জ্যোতিকা জ্যোতি, সুবর্ণা মুস্তাফা, আশনা হাবিব ভাবনা, রোকেয়া প্রাচী, তারিন জাহান, অরুণা বিশ্বাস, মমতাজ, শামীমা তুষ্টি, শমী কায়সার, সাজু খাদেম, জায়েদ খান, ফেরদৌস, রিয়াজ, চঞ্চল চৌধুরী, আজিজুল হাকিম, সাইমন সাদিক ও ইরেশ যাকেরসহ অনেকে।

২০২৫ সালজুড়ে শোবিজ অঙ্গনের এসব পরিচিত মুখ যেন রয়ে গেলেন এক অদ্ভুত নীরবতায়। একসময় যারা আলো-আলোচিত রাজনীতির মাঠে ছিলেন, তারা আজ কোথাও নেই- না পর্দায়, না রাজপথে, না সামাজিক মাধ্যমে। সালতামামির পাতায় তাই প্রশ্ন থেকেই যায়- এই নীরবতা কি সাময়িক, না কি শোবিজ-রাজনীতির এক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি!।

জ্যাকুলিনের গোপন ভিডিও ভাইরাল

বিনোদন ডেস্ক

তারকাদের ব্যক্তিগত মুহূর্তে উঁকি দেওয়া কিংবা গোপনে ভিডিও করে তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা নতুন নয়। এবার সেই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলেন বলিউড অভিনেত্রী জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ। দিল্লির একটি রেস্তরাঁয় এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির সঙ্গে বসে থাকার সময় তার একটি ভিডিও গোপনে ধারণ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যা মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়। ভাইরাল হওয়া ভিডিওটি পোস্ট করেছেন ঋষভ শেঠিয়া নামে এক ব্যক্তি। ক্যাপশনে তিনি লেখেন, 'কী মনে হয় আপনাদের? আমার মনে হচ্ছে তিনি অভিনেত্রী জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ।' ভিডিওটির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় জ্যাকুলিনের জনপ্রিয় গান 'চিটিয়া কালাইয়া'। বিষয়টি নজরে আসতেই মজার ভঙ্গিতে প্রতিক্রিয়া জানান অভিনেত্রী নিজেই। হাসির ইমোজি দিয়ে তিনি লেখেন, 'হ্যাঁ, এটা আমিই।'

জ্যাকুলিন বিষয়টি হালকাভাবে নিলেও অনুরাগী ও নেটপাড়ার একাংশ মোটেই তা ভালোভাবে নেয়নি। ভিডিও ভাইরাল হতেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয় তীব্র বিতর্ক। কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, দূর থেকে বিরক্ত না করে ভিডিও করা হলেও সেটি অনুমতি ছাড়া হলে অনুচিত।

বাংলাদেশ কি কেবল একটি ধর্মের দেশ, প্রশ্ন চমকের

বিনোদন প্রতিবেদক

ময়মনসিংহের ভালুকায় সনাতন ধর্মাবলম্বী যুবক দিপু চন্দ্র দাস হত্যাকাণ্ড ও লাশ পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন অভিনেত্রী রুকাইয়া জাহান চমক। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে ধর্মের নামে সহিংসতা ও বৈষম্যের কড়া সমালোচনা করেন তিনি। সেইসঙ্গে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, বাংলাদেশ কি কেবল একটি ধর্মের দেশ? অভিনয়ের পাশাপাশি সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক ইস্যুতে বরাবরই সরব অভিনেত্রী রুকাইয়া জাহান চমক। এবার তিনি প্রতিবাদ জানালেন ময়মনসিংহের ভালুকায় সনাতন ধর্মাবলম্বী যুবক দিপু চন্দ্র দাসকে হত্যার পর লাশ পুড়িয়ে দেওয়ার নৃশংস ঘটনার বিরুদ্ধে।

গত মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে চমক প্রশ্ন তোলেন, 'বাংলাদেশ কি কেবল একটি ধর্মের দেশ? অন্য ধর্মাবলম্বীদের কি এখানে সমান অধিকার নেই?' তার ভাষায়, যদি সব ধর্মের মানুষের জন্য সমান রাজনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ নিশ্চিত না করা হয়, তাহলে সাম্প্রদায়িক একপাক্ষিক বর্ণনা কখনোই বন্ধ হবে না।

অভিনেত্রী স্পষ্ট করে বলেন, সব ধর্ম ও পেশার মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে না পারলে বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে ব্যর্থ হবে। ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করাকে তিনি প্রকৃত ধর্ম মানতে নারাজ। চমকের মতে, সৃষ্টিকর্তার নামে মানুষ হত্যা করা ধর্ম নয়; বরং তা ক্ষমতা ও অর্থ লুটের হাতিয়ার।

স্ট্যাটাসে তিনি আরও লেখেন, স্রষ্টা যখন পৃথিবীতে নানা ধর্ম ও পরিচয়ের মানুষকে সহাবস্থানের সুযোগ দিয়েছেন, তখন ধর্মের অজুহাতে কাউকে হত্যা করার কোনো অধিকার কারও নেই। যারা এমন কাজ করে, তাদের কাছে ধর্ম কেবল একটি ব্যবসা ও ক্ষমতার মাধ্যম। চমকের এই বক্তব্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই সমর্থন জানিয়েছেন। তবে এ বিষয়ে অভিনেত্রী নিজে আর কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি।

বিশ্বজুড়ে ঝড় তুললো 'দ্য ওডিসি'র ট্রেলার

বিনোদন ডেস্ক

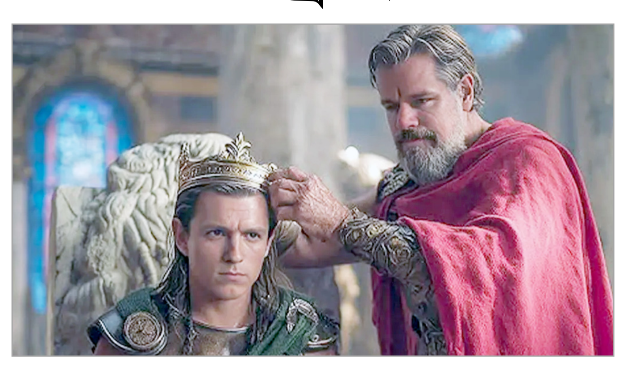

'ওপেনহাইমার'-এর অভাবনীয় সাফল্যের পর এবার গ্রিক মহাকাব্যের পথে পা বাড়ালেন ক্রিস্টোফার নোলান। কিংবদন্তি গ্রিক কবি হোমারের অমর সৃষ্টি 'দ্য ওডিসি' নিয়ে নির্মাণ করছেন তার নতুন সিনেমা। ছবির নামও রেখেছেন 'দ্য ওডিসি'। ছবির ট্রেলার প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম ঝলকেই বিশ্বজুড়ে ঝড় তুলেছে ছবিটি। প্রায় দুই মিনিটের এই ট্রেলারেই স্পষ্ট, দর্শক অপেক্ষা করছে এক অনন্য মহাকাব্যিক অভিজ্ঞতার জন্য। গ্রিক বীর ওডিসিয়াসের দীর্ঘ, বিপদসংকুল ঘরে ফেরার যাত্রাকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে 'দ্য ওডিসি'। ট্রোজান যুদ্ধে অংশ নিতে গিয়ে এক দশক রণাঙ্গনে কাটানোর পর দেশে ফেরার পথে ভাগ্যের নির্মম খেলায় সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন ওডিসিয়াস। ভয়াল সমুদ্র, অচেনা দ্বীপ, অদ্ভুত প্রাণী, দেব-দেবীর রোষসহ সব বাধা পেরিয়ে প্রায় ২০ বছর পর নিজ রাজ্য ইথাকায় ফেরার সংগ্রামই এই মহাকাব্যের মূল সুর।

ট্রেলারের শুরুতেই চোখে পড়ে ট্রয় যুদ্ধের পরিত্যক্ত প্রান্তর ও শত শত সমাধির দৃশ্য। এরপর ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে ওডিসিয়াসের রোমহর্ষক সমুদ্রযাত্রা। কখনো তীব্র ঝড়, কখনো শত্রুর আক্রমণ, কখনো ভুল পথে পা বাড়ানোর ভয়। প্রতিটি ফ্রেমেই নোলানের স্বাক্ষর হিসেবে আছে বিস্ময়, রহস্য আর নিখুঁত নির্মাণ। ওডিসিয়াস চরিত্রে অভিনয় করেছেন ম্যাট ডেমন। তার উপস্থিতিই ট্রেলারের মূল আকর্ষণ। অল্প ঝলকে দেখা যায় তার ছেলে টেলিমাকাসের ভূমিকায় টম হল্যান্ড এবং স্ত্রী পেনেলোপের চরিত্রে অ্যান হ্যাথাওয়েকে।

ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন রবার্ট প্যাটিনসন, জেন্ডায়া, শার্লিজ থেরন, মিয়া গোথ, বেনি সাফডি ও জন বার্নথালসহ একঝাঁক তারকা। যদিও ট্রেলারে তাদের সবার দেখা মেলেনি। নোলান এই সিনেমার জন্য ব্যবহার করেছেন অত্যাধুনিক আইম্যাক্স ক্যামেরা। জানা গেছে, মহাকাব্যিক গল্পকে পর্দায় জীবন্ত করে তুলতে প্রায় ২০ লাখ ফুট ফিল্ম ব্যবহার করা হয়েছে। বহুল প্রতীক্ষিত 'দ্য ওডিসি' বিশ্বজুড়ে মুক্তি পাবে ২০২৬ সালের ১৭ জুলাই। ট্রেলার দেখেই দর্শকদের ধারণা, নোলানের হাত ধরে জন্ম নিতে চলেছে আরেকটি স্মরণীয় সিনেমা-অভিজ্ঞতা।

শাড়িতে নজর কাড়লেন রুনা খান

বিনোদন প্রতিবেদক

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী রুনা খান। বড় পর্দা কিংবা ওটিটি সব মাধ্যমেই নিজের অনবদ্য অভিনয় দিয়ে দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন। অভিনয়ের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও সরব এই তারকা। মাঝেমধ্যেই নতুন নতুন লুকে ধরা দিয়ে তাক লাগিয়ে দেন নেটিজেনদের। এবার তিনি ক্যামেরায় ধরা দিলেন ঐতিহ্যবাহী জামদানি শাড়িতে। একগুচ্ছ নতুন ছবি নিজের ফেসবুকে পোস্ট করেছেন রুনা খান। যেখানে তাকে দেখা গেছে স্নিগ্ধ সি-গ্রিন রঙের একটি নকশা করা জামদানি শাড়িতে। এই ক্লাসিক সাজকে পূর্ণতা দিতে তিনি কানে পরেছেন বড় আকৃতির কানপাশা এবং কপালে এঁকেছেন ছোট্ট একটি লাল টিপ। অভিনেত্রীর এমন স্নিগ্ধ উপস্থিতি আর মিষ্টি হাসি মুহূর্তেই কেড়ে নিয়েছে ভক্তদের মন। ছবির ক্যাপশনে রুনা খান জুড়ে দিয়েছেন কবিতার উক্তি, 'দেখি নাই কভু দেখি নাই, এমন তরণী বাওয়া।' তার এই নতুন রূপ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে পড়ে। ভক্ত ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা কমেন্ট বক্সে অভিনেত্রীর রূপের বেশ প্রশংসা করেছেন। এক নেটিজেন মন্তব্য করেছেন, 'শাড়িতেই আমাদের বাঙালি নারী সেরা।' অন্য একজন লিখেছেন, 'অপূর্ব দেখাচ্ছে আপনাকে, যেন এক স্নিগ্ধ প্রতিচ্ছবি।' উল্লেখ্য, টেলিভিশন নাটকে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে রুনা খানের কর্মজীবন শুরু হয়। তিনি 'হালদা' চলচ্চিত্রে অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেত্রী বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ও বাচসাস পুরস্কার অর্জন করেন। এছাড়া তিনি গহীন 'বালুচর' ও 'ছিটকিনি' ছবিতে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছেন।

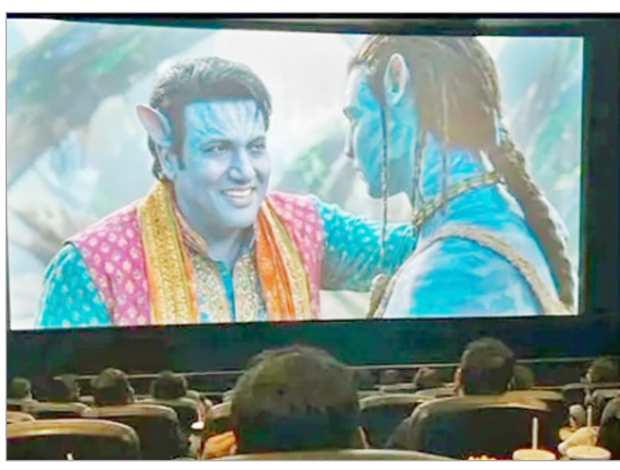

'অ্যাভাটার' সিনেমায় সত্যি অভিনয় করেছেন গোবিন্দ?

বিনোদন ডেস্ক

প্রেক্ষাগৃহে বসে সিনেমা দেখছেন দর্শকরা। পর্দায় চলছে 'অ্যাভাটার' সিনেমার তৃতীয় কিস্তি। অ্যাভাটার ফ্র্যাঞ্চাইজির কেন্দ্রীয় চরিত্র জেক সালির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলছেন বলিউড অভিনেতা গোবিন্দ। তাকে দেখে প্যান্ডোরার আদিবাসী না'ভির কোনো একটি গোত্রের সদস্য মনে হচ্ছে। আদিবাসীদের মতো তার মুখ ও শরীরে নীল রং মাখানো। মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্সে (টুইটার) ছড়িয়ে পড়া একাধিক ভিডিও ক্লিপে এমন দৃশ্য দেখা যায়। ভিডিও শেয়ার করে ক্যাপশনে দাবি করা হয়েছে- 'অ্যাভাটার' ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় কিস্তি 'অ্যাভাটার : ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ'-এ ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করেছেন গোবিন্দ। তারপর থেকে জোর চর্চা চলছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। গোবিন্দর ভিডিও ক্লিপ দেখে অনেকে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বিস্ময় প্রকাশ করে প্রশ্ন তুলেছেন- গোবিন্দ কি সত্যি 'অ্যাভাটার' সিনেমায় অভিনয় করেছেন?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একাধিক ভিডিও পর্যবেক্ষণ করেছে রাইজিংবিডি। যে ভিডিওতে জেক সালির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গোবিন্দকে কথা বলতে দেখা যায়, সেই ভিডিওটি ভালোভাবে দেখলেই বেশ কটি অসঙ্গতি চোখে পড়ে। এক. গোবিন্দ দ্রুত কথা বলছেন, যা অস্বাভাবিক। লিপসিং সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দুই. গোবিন্দর মাথার প্রত্যেক পাশে দুটো করে কান রয়েছে।

একটি দেখতে প্যান্ডোরার আদিবাসী না'ভিদের মতো, অন্যটি সাধারণ মানুষের কানের মতো। তিন. গোবিন্দর চোখ দুটো তার আসল চোখ, প্যান্ডোরার আদিবাসী না' ভিদের চোখের মতো নয়। জেমস ক্যামেরনের মতো নির্মাতা এমন হাস্যকর কিছু করবেন তা ভীষণ বোকার মতো ভাবনা! এনডিটিভি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, দেখতে যতই বিশ্বাসযোগ্য লাগুক আর সোশ্যাল মিডিয়ায় যতই ভাইরাল হোক, এই ক্লিপগুলোর কোনোটাই সত্যি নয়। 'অ্যাভাটার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ' সিনেমায় কোনোভাবেই নেই গোবিন্দ। অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া সব ভিডিও ও ছবি সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি করা। আর এসব কাণ্ড ভক্তরা মজা করার জন্য করেছেন। ভক্তদের এই রসিকতায় হাওয়া দিয়েছে গোবিন্দর পুরোনো একটি সাক্ষাৎকার। কারণ মুকেশ খান্নার সঙ্গে আলাপচারিতায় গোবিন্দ বলেছিলেন, "জেমস ক্যামেরন তার 'অ্যাভাটার' সিনেমায় আমাকে অভিনয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আমি ২১.৫ কোটি রুপির প্রস্তাব ছেড়ে দিয়েছিলাম। কারণ ব্যাপারটা কষ্টদায়ক ছিল।"

জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটরের মরদেহ উদ্ধার

বিনোদন ডেস্ক

ইউটিউব দুনিয়ার অতি পরিচিত মুখ এবং ভ্রমণভিত্তিক কনটেন্ট ক্রিয়েটর 'অ্যাডাম দ্য উ' আর নেই। ফ্লোরিডায় নিজ অ্যাপার্টমেন্ট থেকে তার নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়। ৫১ বছর বয়সী এই তারকার প্রকৃত নাম ডেভিড অ্যাডাম উইলিয়ামস। মার্কিন সংবাদমাধ্যম পিপল নিশ্চিত করেছে যে, ওসসিওলা কাউন্টি শেরিফ দপ্তর এই মৃত্যুর খবরটি যাচাই করেছে। অ্যাডামের কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে তার এক পরিচিত ব্যক্তি উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। তিনি মই ব্যবহার করে তৃতীয় তলার অ্যাপার্টমেন্টের জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিলে অ্যাডামকে বিছানায় নিথর অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে দ্রুত জরুরি উদ্ধারকারী দল সেখানে পৌঁছালেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে কোনো ধরনের সহিংসতা বা ধস্তাধস্তির চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তবে মৃত্যুর আসল রহস্য উদ্ঘাটনে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ২০০৯ সালে ইউটিউবে যাত্রা শুরু করলেও অ্যাডাম মূলত ২০১২ সাল থেকে নিয়মিত ভিডিও তৈরি করে খ্যাতি পান। তার ঝুলিতে ছিল টানা পাঁচ বছর প্রতিদিন ভ্লগ আপলোড করার এক অবিশ্বাস্য রেকর্ড। যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্যের সবকটি ঘুরে বেড়ানো এই পর্যটক ডিজনিল্যান্ড ও ডিজনি ওয়ার্ল্ডের ওপর বিশেষ দক্ষতার কারণে ভক্তদের কাছে 'ডিজনি বিশেষজ্ঞ' হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

বড় চ্যালেঞ্জ নিয়ে ফিরছেন সামান্থা

বিনোদন ডেস্ক

চলচ্চিত্রে শুধু অভিনয় নয়, প্রযোজনাতেও সক্রিয় সামান্থা রুথ প্রভু। বর্তমানে তিনি শুটিং করছেন তাঁর নতুন প্রযোজনা ও অভিনীত ছবি 'মা ইন্তি বাঙারাম'-এর। নারীকেন্দ্রিক অ্যাকশন-ড্রামা ঘরানার এ সিনেমায় সামান্থা একদিকে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন অন্যদিকে প্রযোজক হিসেবেও কাজ করছেন। 'মা ইন্তি বাঙারাম' পরিচালনা করছেন নন্দিনী রেড্ডি। 'ওহ! বেবি' সিনেমার পর সামান্থা ও নন্দিনীর এটি দ্বিতীয় কাজ। প্রজেক্টটির সৃজনশীল দিক দেখছেন রাজ নিদিমুরু। কিছুদিন আগে 'মা ইন্তি বাঙারাম'-এর ফার্স্টলুকে পোস্টার ও ট্রেলার প্রকাশের পর শাড়িতে দেখা যায় সামান্থাকে। অভিনেত্রীর লুক দেখে সিনেমা সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এখানে শাড়ি শুধু ঐতিহ্যবাহী পোশাক নয়, বরং শাড়ি হয়ে উঠেছে নারীর শক্তি ও সাহসের প্রতীক। এছাড়া সিনেমায় বডি ডাবলের সাহায্য খুব কম নিয়েই সামান্থা করেছেন একাধিক ঝুঁকিপূর্ণ স্টান্ট সিকোয়েন্স। এর আগে 'দ্য ফ্যামিলি ম্যান' ও 'সিটাডেল'-এ শক্তিশালী অ্যাকশন চরিত্রে দর্শকদের মন জয় করেছিলেন তিনি। তবে এবার নিজেকে আরও বড় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন সামান্থা। এই ছবির মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করতে চান- নারীকেন্দ্রিক গল্পে অ্যাকশন মানেই আলাদা এক শক্তির ভাষা।

মুম্বাই মিররকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সামান্থা বলেন, 'আমরা এমন গল্প তৈরি করতে চাই, যেগুলো দর্শকের মনে গভীর ছাপ ফেলে-যেগুলো শেষ ক্রেডিটের পরেও রয়ে যায়। 'মা ইন্তি বাঙারাম' সেই বিশ্বাস থেকে জন্ম।' প্রযোজক হিসেবে নিজের যাত্রা প্রসঙ্গে সামান্থা বলেন, 'অভিনেত্রী থেকে প্রযোজক হয়ে ওঠার এই পথটা শেখা ও ভুলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। আমি এমন গল্প গড়তে চাই, যেগুলো পর্দার গণ্ডি পেরিয়ে হৃদয়ে কথা বলে। আমার কাছে প্রযোজনা মানে শুধু সিনেমা বানানো নয়; এটি নতুন কণ্ঠস্বরকে তুলে ধরা, নানা প্রতিভার সঙ্গে কাজ করা।' সামান্থা ছাড়াও অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন গুলশান দেবাইয়া, গৌতমী, দিগন্ত প্রমুখ।

'স্পাইডার-ম্যান : ব্র্যান্ড নিউ ডে'র ট্রেলার ফাঁস

বিনোদন ডেস্ক

টম হল্যান্ড অভিনীত 'স্পাইডার-ম্যান : ব্র্যান্ড নিউ ডে' সিনেমার নতুন ট্রেলার আবারও ইন্টারনেটে ফাঁস হয়েছে। এর আগে, প্রথম ট্রেলারটি পিক্সিলেটেড অবস্থায় অনলাইনে ছড়িয়ে পড়লে নির্মাতারা তা দ্রুত মুছে ফেলার ব্যবস্থা নেন। কিন্তু, গত মঙ্গলবার একটি নতুন এইচডি ক্লিপ ছড়িয়ে পড়ে, যা আবারও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোর মাধ্যমে দ্রুত হটানোর চেষ্টা করা হয়। নতুন এই ক্লিপটি পূর্বের ট্রেলারটির একটি পরিষ্কার রেকর্ডিং ভিডিও, যা একটি কম্পিউটার ডেস্কটপে চলছিল। খবর কমিকবুক মুভির। পূর্বের ট্রেলারের মতোই, এই ট্রেলারও ছিল ভিডিও রেকর্ডিং ফরম্যাটে।

এরপর থেকে, ট্রেলারের অরিজিনালিটির ওপর সন্দেহ আরও বেড়ে গেছে, কারণ এটি এত দ্রুত হটানো হয়েছে। যদিও একে প্রথমে 'এআই নির্মিত' বলে মনে করা হয়েছিল, এখন নিশ্চিত হয়ে গেছে যে এটি আসল ফুটেজ। নতুন ট্রেলারটি সিনেমার কাহিনীর ঝলক দেখায়, যেখানে পিটার পার্কার (টম হল্যান্ড) তার স্পাইডার ম্যান শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করছেন। ট্রেলারের ভিতরে একটি ভয়েসওভার শুনা যাচ্ছে, যেখানে বলা হচ্ছে, তিনটি জীবনচক্র রয়েছে। পিটার নিজেও তার মনোলোগে বলেন, আমি শুধু পিটার পার্কার না, আমি স্পাইডার ম্যান। কখনও কখনও স্পাইডার ম্যানকে কঠিন কাজ করতে হয়, এমনকি সেটা পিটার পার্কারকে কষ্ট দিলেও। 'স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে'-এর গল্প শুরু হয় 'স্পাইডার-ম্যান: নো ওয়ে হোম'-এর পর থেকে, যেখানে পিটার ডক্টর স্ট্রেঞ্জের কাছে যায় এবং চায় পুরো পৃথিবী যেন না জানে স্পাইডার ম্যান কে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, তার প্রেমিকা এমজে (এমা স্টোন)ও ভুলে যায় পিটার পার্কারকে। নতুন ট্রেলারে পিটার তার স্পাইডার ম্যান শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করছে, এবং একটি ভয়েসওভার জানাচ্ছে, মাকড়সাগুলোর মধ্যে যেগুলো টিকে যায়, তারা এক ধরনের পুনর্জন্মের মধ্য দিয়ে যায়। এছাড়া, নতুন এই সিনেমায় আসছে স্যাডি সিঙ্কের আগমন, যাকে এমসিইউ-তে প্রথমবারের মতো দেখা যাবে। ট্রেলারে স্যাডি সিঙ্কের চরিত্র এক ধরণের ভিলেন হিসেবে হাজির হয়, যেখানে তিনি স্পাইডার ম্যানকে হুমকি দেন, তুমি এক মেস, স্পাইডার ম্যান। আমার পথে এসো না, না হলে শুধু তোমার বন্ধুদেরই মনে থাকবে না পিটার পার্কার কে। এই নতুন ফাঁস হওয়া ট্রেলারটির পর, ফ্র্যাঞ্চাইজির অনুরাগীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্রমাগত দাবি জানিয়েছে, তাড়াতাড়ি ট্রেলারের অফিসিয়াল রিলিজ দিন।

যদিও আগের রিপোর্ট অনুযায়ী, ট্রেলারের আনুষ্ঠানিক মুক্তি ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে অথবা সুপারবোলের সময় হতে পারে, এই ফাঁস হওয়া ট্রেলারের পর নির্মাতাদের পক্ষ থেকে কোন সিদ্ধান্ত আসবে, তা নিয়ে সন্দেহ রয়ে গেছে।

'স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে'-এ নতুন কিছু তারকা যুক্ত হচ্ছেন, যেমন স্যাডি সিঙ্ক, লিজা কলোন-জায়াস এবং ট্রামেল টিলম্যান, যারা এখনও অজানা চরিত্রে অভিনয় করবেন। এছাড়া, পুরনো এমসিইউ তারকাদের মধ্যে থাকছেন মার্ক রাফালো (হাল্ক) এবং জন বার্নথাল (পানিশার)।

সম্পাদকীয়

নির্বাচনমুখী যাত্রায় অস্থিরতা ও নানামুখী শঙ্কা দূর হোক

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং রাষ্ট্র সংস্কারের প্রশ্নে গণভোটের দিনক্ষণ যত এগিয়ে আসছে, দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি ততই যেন জটিলতর হয়ে উঠছে। সন্ত্রাস, সহিংসতা, হত্যাকাণ্ড চলেছে অব্যাহতভাবে। ফলে জনমনে প্রতিদিনই নতুন নতুন শঙ্কা, সংশয় দানা বাঁধছে। এই শঙ্কা ও সংশয় শুধু শহর-নগরবাসী মানুষের মধ্যে নয়, গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যেও সমানভাবে বিরাজ করছে। সবাইকে কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে পাড়ি জমান চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের সামনের সারির অকুতোভয় যোদ্ধা এবং ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি। আততায়ীর বুলেটে বিদ্ধ হওয়ার পর থেকেই এক রকমের উত্তেজনা বিরাজ করছিল রাজনীতিসহ বিভিন্ন অঙ্গনে। তবে বৃহস্পতিবার তার মৃত্যুর খবরের পর উত্তেজনা চরমে পৌঁছে। হাদির নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে গোটা দেশ ক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে। ক্ষোভের মধ্যেই একদল মানুষ একাধিক গণমাধ্যম অফিসে জ্বালাও-পোড়াও আর ভাঙচুর করে। রাজধানী ঢাকার বাইরেও এ উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটে বেশ কিছু সহিংস ঘটনা। ওই রাতে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে ডেইলি স্টারের সামনে সহিংসতাকারীদের হাতে লাঞ্ছিত হন সম্পাদক পরিষদের সভাপতি ও নিউএজ পত্রিকার সম্পাদক নূরুল কবীর। একই রাতে ধানমন্ডিতে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানটে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। তৃতীয়বারের মতো হামলার শিকার হয় ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের ধ্বংসস্তূপ হওয়া বাড়ি। ঢাকায় এসব সহিংসতার আগে ওই রাতেই ময়মনসিংহের ভালুকায় ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে দিপু চন্দ্র দাস নামে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা এবং পরে তার লাশে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটে। স্বভাবতই গণতন্ত্র উত্তরণের পথে আসন্ন নির্বাচনমুখী যাত্রায় এ অস্থিরতা নানামুখী শঙ্কার জন্ম দিয়েছে। মফস্বল শহর এবং গ্রামগঞ্জের মানুষের এই অস্বস্তি যে কেবল রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে, তা নয়। আয়-উপার্জনে গভীর মন্দা থেকে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক নিরাপত্তার বিষয়ও এই অস্বস্তির কারণ। শত্রুতা করে মামলায় ফাঁসানো, ব্যক্তিগত শত্রুতাকে রাজনৈতিক রং দিয়ে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া- এগুলো বন্ধ হয়নি। আর্থিক টানাপোড়েনের মধ্যে আছে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। তার মধ্যে আছে নির্বাচন ঘিরে সম্ভাব্য সহিংস পরিস্থিতি সৃষ্টির আশঙ্কা, যা আমাদের দেশের যেকোনো নির্বাচনকালীন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে। এবারও পরিস্থিতি অন্য রকম হওয়ার কোনো লক্ষণ সাধারণ মানুষ দেখছে না। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা অতীতকে ছাড়িয়ে যেতে পারে বলেও তাদের আশঙ্কা। যদিও অন্তর্বর্তী সরকার মানুষকে অব্যাহতভাবে আশ্বস্ত করে যাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্বাচন কার্যালয়ে আগুন দেওয়ার ঘটনা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর হামলা, হত্যাকাণ্ড চলছে। নির্বাচনের আগে আগে এসব ঘটনা জনমনে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।

সড়ক নিরাপত্তায় রাষ্ট্রের পরীক্ষার সময়

নভেম্বর মাসের দুর্ঘটনা পরিসংখ্যান আবারও দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার ভয়াবহ বাস্তবতা সামনে এনেছে। বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির তথ্য অনুযায়ী, মাত্র এক মাসে সড়ক, রেল ও নৌ-পথে ৫৭৭টি দুর্ঘটনায় ৫৫৩ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ৯০০ জন। এর মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনাই সবচেয়ে বেশি প্রাণ কেড়েছে-৫২৬টি ঘটনায় ৫০৭ জনের মৃত্যু। এই পরিসংখ্যান নিছক সংখ্যা নয়; এটি রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনা, দুর্বল প্রয়োগ ও দীর্ঘদিনের অবহেলার প্রতিফলন। সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিক হলো মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা। মোট দুর্ঘটনার প্রায় ৩৯ শতাংশ এবং নিহতের ৪১ শতাংশই মোটরসাইকেল সংশ্লিষ্ট। নগর ও গ্রাম-উভয় এলাকায়ই মোটরসাইকেলের সংখ্যা দ্রুত বাড়লেও এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ জোরদার হয়নি। অদক্ষ চালক, হেলমেট ব্যবহার না করা, বেপরোয়া গতি এবং উল্টো পথে চলাচল এই খাতকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। ভৌগোলিক বিশ্লেষণেও বৈষম্য স্পষ্ট। ঢাকা বিভাগে দুর্ঘটনা ও হতাহতের সংখ্যা সর্বাধিক। জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কেই ঘটেছে অধিকাংশ দুর্ঘটনা, যেখানে দ্রুতগতির যানবাহনের সঙ্গে ধীরগতির ও ঝুঁকিপূর্ণ যান একসঙ্গে চলাচল করে। মিডিয়ানহীন সড়ক, অপর্যাপ্ত সাইন ও মার্কিং এবং সার্ভিস লেনের অভাব পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিচয় বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, এটি কোনো একক শ্রেণির সমস্যা নয়। চালক, পথচারী, নারী, শিশু, শিক্ষার্থী, এমনকি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যও এর শিকার হচ্ছেন। অর্থাৎ সড়ক অনিরাপদ-সবার জন্যই। বিশেষ করে শিশু ও শিক্ষার্থীদের মৃত্যু সামাজিকভাবে গভীর উদ্বেগের কারণ। দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে যেসব বিষয় উঠে এসেছে-ফিটনেসবিহীন যানবাহন, অদক্ষ চালক, ট্রাফিক আইন অমান্য, চাঁদাবাজি, বিশ্রামহীন চালনা-এসব নতুন নয়। দীর্ঘদিন ধরেই এগুলো চিহ্নিত, কিন্তু কার্যকর সমাধান দৃশ্যমান নয়। আইন আছে, নীতিমালা আছে, এমনকি কৌশলগত পরিকল্পনাও রয়েছে; ঘাটতি মূলত বাস্তবায়নে এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সদিচ্ছায়। বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির সুপারিশগুলো বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী। তবে এগুলো বাস্তবায়ন করতে হলে বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ নয়, প্রয়োজন সমন্বিত রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ। ডিজিটাল ফিটনেস, দক্ষ চালক তৈরির ব্যবস্থা, নিয়মিত রোড সেফটি অডিট এবং আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগ-এসবই হতে হবে ধারাবাহিক ও জবাবদিহিমূলক।

বায়ুদূষণে ঝুঁকি বাড়ছে, সমাধানের পথ বের করুন

যান্ত্রিক যুগের কারণে বাস, ট্রাক, ট্রাক্টর, স্যালো ইঞ্জিনবাহিত যানবাহন এমনকি ফিটনেসবিহীন গাড়ীর কালো ধোঁয়ার আগ্রাসনে বায়ুদূষণের মাত্রা অতীতের চেয়ে হাজার গুণ বেড়ে গেছে। এ কারণে বায়ুদূষণ এখন সকল শ্রেণির মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুকনো মৌসুমে বাতাসে ধুলা বেশি থাকে। কিন্তু শহর এলাকায় পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে মনুষ?্যসৃষ্ট কারণে। যত্রতত্র রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে বড় বড় নির্মাণ কাজ চলায় সর্বত্রই এখন ধুলা। দেশের উন্নয়নে রাস্তাঘাট, ভবন নির্মাণ, নগরায়ন, করতে হলে ইট ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। এ জন্য পুরোনো ও অপরিকল্পিত ইটভাটাগুলোর বদলে সরকার অনুমোদিত পরিবেশ বান্ধব জিগজাগ পদ্ধতির ইটভাটায় ইট পোড়ানো, শহরের ভিতরে রাস্তা খোড়াখুড়ির পর পানি দিয়ে ভিজিয়ে দেওয়া এবং সিমেন্টের বর্জ্যদুষণ রোধে ঢেকে রেখে কাজ করলে ধুলিদুষণ অনেকাংশে কম হত। গবেষকরা বলছেন, মাত্র ১০ মাইক্রন আয়তনের ক্ষুদ্র কণা সহজে ফুসফুসের অভ্যন্তরে ঢুকতে পারে। অথচ স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি এমন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে, যাদের আয়তন প্রায় আড়াই মাইক্রনের সমান। আর আড়াই মাইক্রন আয়তনের একটি কনা খুব সহজেই মানুষের ফুসফুস ভেদ করে রক্ত প্রবাহে মিশে যেতে পারে। বিশ্বের যেসব দেশের বায়ু ভয়াবহ দূষণের শিকার, বাংলাদেশ তার মধ্যে একটি। বিশেষ করে রাজধানী ঢাকায় বায়ুদূষণের মাত্রা মারাত্মক অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে পৌঁছেছে। নদ-নদী ও সবুজের সমারোহে ভরা দেশের এই বৈসাদৃশ্য নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যজনক। বায়ুদূষণের কারণে জনস্বাস্থ্যের ক্ষতির পাশাপাশি প্রতিবছর আঞ্চলিক জিডিপির প্রায় ১০ শতাংশের সমপরিমাণ অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে। দূষিত বাতাস কেবল মানুষকে অসুস্থ করছে না, বরং দারিদ্র্য হ্রাস, উৎপাদনশীলতা ও টেকসই উন্নয়নের পথও সংকুচিত করছে। রাজধানী ঢাকা দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্বের অন্যতম দূষিত শহরের তালিকায় অবস্থান করছে।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক নিয়ে চরম উত্তেজনা

চিররঞ্জন সরকার

বাংলাদেশ ভারত সম্পর্কে উত্তেজনা এখন আর কেবল কূটনৈতিক পর্যায়ের একটি বিষয় নয়। এটি দুই দেশের সাধারণ মানুষের মনেও অনিশ্চয়তা উদ্বেগ এবং দূরত্ব তৈরি করছে। প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বর্তমানে যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, তা স্পষ্টভাবে বৈরিতার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ২০২৪ সালের গণ অভ্যুত্থানের পর থেকে এই সম্পর্কের মধ্যে যে টানাপড়েন শুরু হয়েছিল, গত দেড় বছরে নানা ঘটনা সেই টানাপড়েনকে ধীরে ধীরে আরও গভীর করেছে। সাম্প্রতিক পাল্টাপাল্টি কূটনৈতিক তলব, রাজনৈতিক নেতাদের কড়া বক্তব্য এবং দুই দেশের কূটনৈতিক স্থাপনার সামনে বিক্ষোভ পরিস্থিতিকে এমন এক জায়গায় নিয়ে গেছে, যেখানে স্বাভাবিক সম্পর্কের জায়গা ক্রমেই সংকুচিত হয়ে পড়ছে।

এই উত্তেজনার প্রভাব কেবল কাগজে কলমে বা বিবৃতিতে সীমাবদ্ধ নেই। এর বাস্তব প্রভাব পড়েছে ভিসা সেন্টারের কার্যক্রমে। প্রথমে ভারত বাংলাদেশে ভিসা সেন্টারের কাজ বন্ধ করে দেয়। পরে বাংলাদেশও একই সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছে সাধারণ মানুষ। চিকিৎসা নিতে যাওয়া রোগী, শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী কিংবা আত্মীয় স্বজনের কাছে যেতে চাওয়া মানুষ হঠাৎ করেই অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের অভিযোগ রয়েছে যে ভারত জাতীয় নির্বাচন নিয়ে 'নসিহত' দেওয়ার চেষ্টা করছে। একটি স্বাধীন দেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে এ ধরনের আচরণ স্বাভাবিকভাবেই আস্থার সংকটকে আরও তীব্র করে তুলেছে। বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্কের ইতিহাস খুবই গভীর এবং জটিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের ভূমিকা দুই দেশের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি তৈরি করেছিল। ভৌগোলিক নৈকট্য, সাংস্কৃতিক মিল, ভাষাগত যোগাযোগ এবং অর্থনৈতিক নির্ভরতা এই সম্পর্ককে স্বাভাবিকভাবেই ঘনিষ্ঠ করেছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো এই সম্পর্ক কখনও পুরোপুরি নিরবচ্ছিন্ন ছিল না। সীমান্তে প্রাণহানি, পানিবণ্টন নিয়ে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত প্রশ্ন বাণিজ্য ঘাটতি এবং একে অন্যের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে সন্দেহ বহুবার এই সম্পর্ককে চাপে ফেলেছে। তবু কিছুদিন ধরে য চলছে, এত বড় মাত্রার প্রকাশ্য উত্তেজনা এর আগে কখনও দেখা যানি।

২০২৪ সালের গণ অভ্যুত্থান বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি বড় পরিবর্তনের সূচনা করে। এই পরিবর্তন ভারতের কাছে কেবল প্রতিবেশী দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় ছিল না। বরং এটি ভারতের নিরাপত্তা রাজনৈতিক প্রভাব এবং কৌশলগত স্বার্থের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়ে। ভারতের নীতিনির্ধারকদের মধ্যে এই আশঙ্কা তৈরি হয় যে বাংলাদেশে রাজনৈতিক ভারসাম্য বদলে গেলে উত্তর পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা আঞ্চলিক যোগাযোগ এবং প্রভাব বিস্তারের পরিকল্পনায় প্রভাব পড়তে পারে। সেই উদ্বেগ থেকেই সতর্ক নজরদারি শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে পরোক্ষ হস্তক্ষেপের অভিযোগ সামনে আসে। সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে চোখে পড়া বিষয় হলো কূটনৈতিক তলবের ঘনঘটা। মাত্র দশ দিনের মধ্যে চার দফা একে অন্যের কূটনীতিককে তলব করা হয়েছে। কূটনীতিতে তলব মানেই একটি কঠিন বার্তা দেওয়া। এত অল্প সময়ে বারবার তলব হওয়া স্পষ্ট করে দেয় যে দুই দেশের মধ্যে আস্থার জায়গা কতটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে রাজনৈতিক নেতাদের প্রকাশ্য মন্তব্য। বাংলাদেশের কয়েকজন রাজনৈতিক নেতার ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল নিয়ে বক্তব্য এবং এর জবাবে ভারতের আসামের মুখ্যমন্ত্রীর কঠোর ভাষা পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করেছে। এসব বক্তব্য অনেক সময় অভ্যন্তরীণ রাজনীতির স্বার্থে দেওয়া হলেও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার প্রতিক্রিয়া এড়ানো যায় না।

এই উত্তেজনার সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিক হলো কূটনৈতিক স্থাপনার সামনে বিক্ষোভ এবং হামলা। নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশন কলকাতায় উপহাইকমিশন চট্টগ্রাম ও খুলনায় ভারতীয় উপহাইকমিশনের সামনে যেসব বিক্ষোভ হয়েছে, সেগুলো আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক শিষ্টাচারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কূটনৈতিক স্থাপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা স্বাগতিক রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব। দিল্লিতে ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা শিলিগুড়িতে হামলা কিংবা চট্টগ্রামে ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা শুধু দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককেই ক্ষতিগ্রস্ত করেনি। এতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দুই দেশের ভাবমূর্তিও প্রশ্নের মুখে পড়েছে। এই উত্তেজনার সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ। ভিসা কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার ফলে চিকিৎসা নিতে যাওয়া রোগী, শিক্ষার জন্য আবেদনকারী শিক্ষার্থী কিংবা ব্যবসার কাজে যাতায়াত করা মানুষ সবাই অনিশ্চয়তায় পড়েছে। দুই দেশের মধ্যে প্রতি বছর বিপুলসংখ্যক মানুষ যাতায়াত করে। এই মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগই আসলে দীর্ঘমেয়াদে সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে তোলে। সেই যোগাযোগ বাধাগ্রস্ত হলে জনমনে বিরূপ ধারণা তৈরি হয়। দীর্ঘ সময় ধরে এই অবস্থা চললে তা ভবিষ্যতে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা আরও সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে। ঢাকার অভিযোগ যে ভারত নির্বাচন নিয়ে নসিহত দেওয়ার চেষ্টা করছে, সেটি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক আবেগ এমনিতেই তীব্র থাকে। এই সময়ে বাইরের কোনো মন্তব্য বা ইঙ্গিত পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে। যদি এই উত্তেজনাকে চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলো কাজে লাগাতে পারে, তাহলে তার প্রভাব শুধু নির্বাচনের ওপর নয় বরং সামগ্রিক রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপরও পড়তে পারে।

সম্প্রতি সংঘটিত শরিফ ওসমান বিন হাদির হত্যাকাণ্ড এবং দীপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা পরিস্থিতিকে আরও আবেগপ্রবণ করে তোলে। এসব ঘটনায় সাম্প্রদায়িক এবং রাজনৈতিক অনুভূতি একসঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। ফলে উত্তেজনা খুব দ্রুত সীমান্ত পেরিয়ে ছড়িয়ে যায়। নয়াদিল্লিতে ভারতীয় হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ চট্টগ্রাম ও খুলনায় পাল্টা বিক্ষোভ দেখিয়ে দেয় কীভাবে একটি সহিংস ঘটনার প্রতিক্রিয়া কূটনৈতিক সংকটে রূপ নিতে পারে। বর্তমানে দুই দেশের কর্মকর্তা পর্যায়ে যে পাল্টাপাল্টি বক্তব্যের ধারা দেখা যাচ্ছে, তা সুস্থ কূটনীতির পরিচয় দেয় না। কূটনীতি মূলত সংযম আস্থা এবং দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থের ভারসাম্যের জায়গা। কে আগে কী বলল তার জবাব দেওয়া এই প্রতিযোগিতা সম্পর্ককে আরও অবনতির দিকে ঠেলে দেয়। অনেক সময় নীরব আলোচনা পর্দার আড়ালের সংলাপ এবং ধৈর্যশীল অবস্থানই সবচেয়ে কার্যকর হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই পরিণত কৌশলের ঘাটতি স্পষ্ট।

বাংলাদেশ ভারত সম্পর্কের অবনতি শুধু এই দুই দেশের জন্য নয়, পুরো অঞ্চলের জন্যই উদ্বেগের। দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতা এমনিতেই দুর্বল। এই দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বাড়লে বাণিজ্য জ্বালানি পরিবহন এবং নিরাপত্তা সহযোগিতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারতের অ্যাক্ট ইস্ট নীতিতে বাংলাদেশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আবার বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্যও ভারত বড় একটি বাজার এবং অংশীদার। সম্পর্ক খারাপ হলে ক্ষতি শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষেরই। এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে জরুরি হলো সম্পর্কের অবনতি থামানো। তার জন্য দায়িত্বশীল বক্তব্য অত্যন্ত প্রয়োজন। রাজনৈতিক লাভের জন্য প্রতিবেশী দেশ নিয়ে উসকানিমূলক মন্তব্য থেকে সরে আসতে হবে। কূটনৈতিক চ্যানেলকে আরও সক্রিয় করতে হবে। প্রকাশ্য বক্তব্যের চেয়ে নীরব আলোচনার মাধ্যমে ভুল বোঝাবুঝি দূর করা অনেক বেশি ফলপ্রসূ। পাশাপাশি কূটনৈতিক স্থাপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দুই দেশেরই দায়িত্ব। এতে অন্তত ন্যূনতম আস্থার জায়গা তৈরি হবে। সবশেষে একটি বাস্তব সত্য মেনে নিতে হবে। প্রতিবেশী কখনও বদলানো যায় না। ইতিহাস ভৌগোলিক অবস্থান এবং মানুষের যোগাযোগ বাংলাদেশ ও ভারতকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছে। স্বাভাবিক সম্পর্ক মানে নতজানু হওয়া নয়। এর মানে পারস্পরিক সম্মান সমতা এবং স্বার্থের স্বীকৃতি। সম্পর্কের উত্থান পতন স্বাভাবিক। কিন্তু তা যেন স্থায়ী বৈরিতায় রূপ না নেয়, সেদিকে উভয় দেশকেই সচেতন থাকতে হবে।

উভয় দেশের মধ্যে চলমান উত্তেজনা কারও জন্যই মঙ্গল বয়ে আনবে না। বাস্তবতা হলো, দুই দেশের স্বার্থ পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। অর্থনৈতিক দিক থেকে যেমন এই সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি নিরাপত্তার প্রশ্নেও একে অন্যের ওপর নির্ভরতা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। চিকিৎসা, শিক্ষা ও ভ্রমণের প্রয়োজনে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি প্রতিবছর ভারতে যান। একইভাবে বাংলাদেশের বাজার ভারতের জন্য সহজ ও গুরুত্বপূর্ণ একটি গন্তব্য, যেখানে ভারতীয় পণ্য স্বাভাবিকভাবেই প্রবেশ করে। এই পারস্পরিক নির্ভরতার বাস্তবতা উপেক্ষা করে সম্পর্ককে দীর্ঘদিন বৈরিতার পথে ঠেলে দেওয়া কারও পক্ষেই যুক্তিসংগত নয়। স্বাভাবিক ও সম্মানজনক সম্পর্ক বজায় থাকলে লাভ হয় উভয় পক্ষেরই। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে প্রয়োজন সংযম ও দায়িত্বশীলতা। বড় দেশ হিসেবে ভারতের কাছ থেকে যেমন কর্তৃত্বমূলক বা 'দাদাগিরি' আচরণ প্রত্যাশিত নয়, তেমনি বাংলাদেশের পক্ষ থেকেও উসকানিমূলক বক্তব্য বা আবেগনির্ভর প্রতিক্রিয়া কাম্য নয়। পারস্পরিক সম্মান, যুক্তিবোধ ও বাস্তবতার আলোকে সংলাপই হতে পারে এই উত্তেজনা কাটিয়ে ওঠার সবচেয়ে কার্যকর পথ। সেই পথেই হাঁটতে পারলেই দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্ক আবারও স্থিতিশীল ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারে।

লেখক : *কলামিস্ট*

জ্ঞানভিত্তিক রাষ্ট্র বিনির্মাণে প্রেরণা 'শহীদ ওসমান হাদি'

জামাল উদ্দিন বারী

ওসমান হাদি দেশে ইনসাফ ও নতুন ধারার রাজনীতি কায়েম করতে চেয়েছিলেন। জুলাই অভ্যুত্থান তাঁকে সেই সুযোগ এনে দিয়েছে। প্রচলিত রাজনৈতিক ধারার মোড়ল ডেমাগগরা নিজেদের ভয়-শঙ্কা লুকিয়ে এক প্রকার তাচ্ছিল্যের সুরে তাঁর প্রতি কটাক্ষপূর্ণ প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে বলেছিলেন, তুমি কে হে, আমাদের সাথে লড়তে আসো? তোমার রাজনীতির কি অভিজ্ঞতা আছে? তুমি কোনো ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হতে পারবে না। প্রতিত্তোরে ওসমান হাদি স্বভাবসুলভ হাসিতে তাদের প্রতি পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেননি। তিনি বলেছেন, আমি ৫০০ ভোট পেলেও খুশি, আমি রাজনীতির গতানুগতিক ধারা বদলে দিতে চাই। যেখানে নির্বাচন করতে কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন হয়না, চাঁদাবাজি করতে হয়না, পেশিশক্তির সবাবেশ ঘটাতে হয়না। জনগণের দোরগোড়ায় গিয়ে তাদের মনের কথাটি শোনা এবং তাদের প্রত্যাশা ও চাহিদাগুলোকে আত্মস্থ করা অত:পর সত্যিকারের জনপ্রতিনিধি হয়ে জাতীয় সংসদে গিয়ে যথাযথ ভূমিকা পালন করা, এটাই হচ্ছে হাদির রাজনীতির প্রাথমিক লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য অর্জনকে তিনি খেলো মনে করেননি। এটি অনেক বড় চ্যালেঞ্জ ও পদে পদে বাঁধা ও প্রতিবন্ধকতার বিষয়গুলোকে বুঝে-শুনেই তিনি সেই বন্ধুর পথ অতিক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। সেই পথে তার প্রাপ্তিযোগ ছিল প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি। ঢাকা-৮ নির্বাচনী আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে গণসংযোগ শুরু করে তিনি নিজের অভিজ্ঞতায় যেসব বিষয় উপলব্ধি করেছিলেন, তা অকপটে তুলে ধরেছিলেন। সেই সাথে সাধারণ মানুষের মধ্যে গতানুগতিক রাজনীতির ধারা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের পথে এক নিবিড় পরিবর্তনের শুভ সূচনা দেখতে পেয়েছিলেন। যেখানে নির্বাচনী প্রচারণায় নেমে প্রথম ১০ দিনে পনেরো লাখ টাকা তাঁর নির্বাচনী ফান্ডে জমা হয়েছিল। কোনো ধনাঢ্য ব্যবসায়ী, কোনো কর্পোরেট কোম্পানি বা অলিগার্ক তাঁর ফান্ডে কোনো টাকা দিতে যায়নি। জনসংযোগ করতে গেলে শিক্ষার্থী তরুণ-তরুণী, গৃহবধু, মধ্যবিত্ত গৃহকর্তা, সাম্যন্য বেতনের চাকুরে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ ২০ টাকা থেকে একশ'-দুইশ', পাঁচ-দশ হাজার টাকা দিয়ে হাদির প্রতি তাদের সমর্থন ও শুভ কামনা প্রকাশ করেছেন। ইনকিলাব মঞ্চ, ইনকিলাব কালচারাল সেন্টারসহ তার নির্বাচনী ক্যাম্পেইনে প্রতিদিনের নির্বাচনী খরচ, অর্থের উৎস দক্ষ করনিকের মত তিনি পাই পাই হিসাব স্বচ্ছতার সাথে জনসম্মুখে তুলে ধরার এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছেন। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার অধ:পতন, ভ্রষ্ট সামাজিক মূল্যবোধ, নষ্ট ও দুবৃর্ত্তায়িত রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসার তাগিদ শোনা যাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু এটি শুরু করবে কে, কখন কোথা থেকে শুরু হবে এমন সব প্রশ্ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুঘটক কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। মূলত ইতিবাচক পরিবর্তন প্রত্যাশী প্রতিটি মানুষকে নিজের মধ্য থেকেই পরিবর্তনের সূচনা ঘটাতে হবে। নাগরিক হিসেবে, কর্মী হিসেবে, নেতা হিসেবে নিজের দায়-দায়িত্ব যথাযথ স্বচ্ছ ও সৎভাবে পালন করার মধ্য দিয়েই সেই পরিবর্তন আনতে হবে। একজন বিপ্লবী, সংস্কৃতি কর্মী ও রাজনৈতিক জনপ্রতিনিধি হিসেবে ওসমান হাদি নিজের মধ্যে সেই পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে ধারণ করেছিলেন। তিনি এদেশের জনসমাজের দুষ্টচক্র ও মনোজাগতিক দাসত্ব শৃঙ্খল ভাঙ্গার শুভ সূচনার মধ্য দিয়ে অনৈতিক আঞ্চলিক আধিপত্যবাদ, দুর্বৃত্তায়িত রাজনৈতিক চক্র ও গণদুশমন পতিত স্বৈরাচারের টার্গেটে হয়েছেন।

নির্বিচার শক্তি ও আততায়ী বুলেট দিয়ে কোনা আদর্শিক শক্তির ইতিবাচক উত্থানকে দাবিয়ে রাখা যায়না। ওসমান হাদি বিএনপি, জামাত, এনসিপি, ইসলামি আন্দোলন, হেফাজতে ইসলাম, সমাজতান্ত্রিক বা বামপন্থার রাজনীতির প্রতিনিধিত্ব করতে যাননি। তিনি একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে বাংলাদেশের প্রত্যেক রাজনৈতিক দল ও প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য চ্যালেঞ্জ নয়, স্বচ্ছতা ও ইতিবাচক পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে অবশ্যম্ভাবি করে তুলেছিলেন। যেকোনো দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে দেশের মানুষ তথা নতুন প্রজন্মের মধ্যে যে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের প্রত্যাশা জেগে উঠেছে ওসমান হাদি সেই প্রত্যাশার প্রতিনিধি হয়ে উঠেছেন। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একজন ওসমান হাদির কণ্ঠকে থামিয়ে দেয়া গেলেও তার প্রত্যাশিত সামাজিক-রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার সম্মিলিত কণ্ঠস্বরের শক্তি বহুগুণে বেড়ে যাওয়ার নতুন সম্ভাবনার সোপানে উন্নীত হয়েছে। একজন ওসমান হাদিকে হত্যা করে ইনকিলাব মঞ্চের কার্যক্রম রুখে দিতে চেয়েছিল হন্তারকরা। জুলাই অভ্যুত্থানের নায়কদের ভয় ধরিয়ে দিতে এবং ভারতীয় আধিপত্যবাদবিরোধী নতুন সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে রুখে দিতেই এ সময়ের সবচেয়ে স্বচ্ছ অবয়ব, সবচেয়ে সাহসী, শক্তিশালী ও বুলান্দ কণ্ঠস্বর শরিফ ওসমান হাদিকে টার্গেট করা হয়েছিল। হাদির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সে প্রয়াস বাংলাদেশের রাষ্ট্রবিরোধী অপশক্তির জন্য বুমেরাং হয়ে উঠেছে। ওসমান হাদি কোনো প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতা নন, কোনো রাজপরিবার কিংবা প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান নন, জনপ্রিয় কোনো রাজনৈতিক দলের সম্ভাবনাময় নেতাও নন। তিনি প্রচলিত রাজনৈতিক বয়ান, ধর্মীয় আবেগি বয়ান নিয়ে মাঠে নামেননি। শুধু চলমান সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার ভেতরে দীর্ঘদিনে জমে ওঠা বিষবাষ্পের বেলুনটিকে তিনি ফুটো করে দিতে শুরু করেছিলেন। দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলের প্রবীন, প্রভাবশালী ধনাঢ্য নেতাদের ঘুম হারাম করে দেয়ার জন্য পরিবর্তনের পক্ষে ওসমান হাদির দৃঢ়তা, নতুন চিন্তার সাহসী কণ্ঠস্বর, সরল-সাদাসিধা জীবনযাপন প্রাণখোলা হাসি যেন বিধ্বংসী বুলডোজার হয়ে উঠেছিল। মাত্র ৩২ বছরের টগবগে তরুণ জুলাই যোদ্ধা ওসমান হাদির রেখে যাওয়া কণ্ঠস্বর এখন আগের চেয়ে বহুগুন বেশি শক্তি নিয়ে গগনবিদারি হয়ে ঘরে ঘরে বাজছে। তাঁর নতুন চিন্তার বীজ হেমিলনের বাঁশিওয়ালার মতো শিশু-কিশোর থেকে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্যন্ত জনতার কাতারে টেনে নিয়ে এসেছে। ২০ ডিসেম্বর মানিক মিয়া এভিনিউতে ওসমান হাদির জানাজায় লাখ লাখ মানুষের কান্নাজড়িত কণ্ঠের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নতুন বাংলাদেশের সম্ভাবনাকে নতুনভাবে জাগিয়ে তুলেছে। এটাই ছিল, ওসমান হাদির সাম্প্রতিক সোসিও-কালচারাল অ্যাক্টিভিজমের মিশন ও ভিশন। তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে নিজের সম্ভাব্য অপঘাত মৃত্যুর আশঙ্কার প্রসঙ্গে গুরুত্বহীন, কর্মহীন দীর্ঘ জীবনের চেয়ে সমাজে ইম্প্যাক্ট সৃষ্টিকারী সংক্ষিপ্ত জীবনকেই বেছে নেয়া ও শহীদি মৃত্যুর স্বপ্নের কথা বলেছেন। তাঁর সেই স্বপ্ন প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশি দৃঢ়, গভীর, বিস্তৃত ও উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। আগামী শতবছর ধরে জুলাই বিপ্লবের তরুণদের প্রতিরোধ ও আত্মত্যাগ জাতির স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার পথে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। হাদি শহীদ হওয়ার অনেক আগে থেকেই নানা মাধ্যমে হন্তারকদের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল। তাদের তৎপরতা ও গতিবিধিও ছিল দৃশ্যমান। কিছুদিন

পরপর শেখ হাসিনা ও তার দোসররা দিল্লিতে বসে সহিংসতা ও নাশকতার নির্দেশনা দিচ্ছিল। দেশের ব্যাংকিং সেক্টর ও আর্থিক খাতের লুটেরা অলিগার্ক এস আলম সিঙ্গাপুর থেকে দিল্লিতে গিয়ে হাসিনার সাথে বৈঠক করে বাংলাদেশে ডি-স্ট্যাবিলাইজেশন প্রোগ্রাম ও নির্বাচন বানচালের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হাজার হাজার কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দের খবরও গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। অত:পর একজন সেনা কর্মকর্তার নেতৃতে পলাতক আওয়ামী ক্যাডারদের গেরিলা অস্ত্র ট্রেনিংয়ের খবরও প্রকাশিত হয়েছে। হাজার হাজার মানুষের জীবন ও রক্তের বিনিময়ে অর্জিত নতুন বাংলাদেশের অর্ন্তবর্তী সরকার জুলাই বিপ্লবের স্পিরিটকে ধারণ করতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। তা নাহলে গণহত্যা ও রাষ্ট্র ধ্বংসের হোতারা অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে পতিত শত্রুদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়ার মত রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও মৃত্যুদন্ডযোগ্য ঘটনার পরও অপরাধির দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই কেন? কিলিং মিশন পরিচালনার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ কর্মীদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়ার অপরাধে গত জুলাই মাসে মেজর সাদিক নামের এক সেনা সদস্যকে হেফাজতে নেয়ার তথ্য জানিয়েছিল সেনা সদর। এরপর ৫মাস পেরিয়ে গেলেও সে বিষয়ে কোনো তথ্য জানা যায়নি। জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী নানা কর্মকান্ডে সেনাপ্রধান ও সেনাবাহিনী জনগণের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ। পিলখানা ম্যাসাকার থেকে শুরু করে গত দেড় দশকের গুম-খুন, টার্গেট কিলিং, ম্যাসকিলিং, আয়নাঘরের বিভীষিকাময় ঘটনাবলীর সাথে যারা জড়িত ছিল, তাদের বিচার প্রক্রিয়া দৃশ্যমান না হওয়ার পেছনে যাদের বিরুদ্ধে অনিচ্ছা কিংবা অসহযোগিতার যে অভিযোগ আছে, তার সত্যতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। পতিত স্বৈরাচারের কোটি কোটি টাকার কিলিং মিশন কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। গত ১৫ বছরে পতিত স্বৈরাচারের দোসর আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ-যুবলীগের সন্ত্রাসীরা হাজার হাজার আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স নিয়েছে। এসব লাইসেন্সধারিরা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে অবৈধ অস্ত্রের ঝনঝনানিতে প্রতিটি জনপদকে সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল। জুলাই অভ্যুত্থানের শেষ মুহূর্তে সারাদেশে শতাধিক থানা থেকে শত শত পুলিশ সদস্য অস্ত্রসহ লাপাত্তা হয়ে যায়, কোথাও কোথাও বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা থানা আক্রমণ করলে পুলিশের ছত্রছায়ায় থাকা হেলমেটধারি আওয়ামী সন্ত্রাসীরা পুলিশের অস্ত্র লুটে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ আছে। জুলাই অভ্যুত্থানের প্রায় দেড় বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। অর্ন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ইতিহাসের সবচেয়ে স্বচ্ছ, ভয়-ভীতিহীন ও উৎসবমুখর নির্বাচন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, অথচ হাজার হাজার সন্ত্রাসি অবৈধ অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ালেও এসব অস্ত্র উদ্ধারে কোনো অভিযান কিংবা অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। হাদির মৃত্যুর পর সরকার সম্মুখ সারির জুলাই যোদ্ধা ও এনসিপি নেতাদের নিরাপত্তায় গানম্যান দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরই মধ্যে খুলনায় আততায়িরা মোতালেব শিকদার নামের একজন এনসিপি নেতাকে হাদির মতই মাথা লক্ষ্য করে গুলি করে পালিয়ে যায়। সারাদেশে হাজার হাজার জুলাই যোদ্ধা বা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের শুধুমাত্র গানম্যান দিয়ে নিরাপত্তা দেয়া সম্ভব নয়। হত্যাকারিকে ধরে বিচারের মাধ্যমে শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছিলেন ওসমান হাদি। আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র এখানে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। ভারত থেকে নির্দেশিত ও পরিচালিত কিলিং মিশন নতুন বাংলাদেশের সব সম্ভাবনাকে ব্যর্থ করে দিতে চাইছে।

আধিপত্যবাদী ষড়যন্ত্র ও প্রোপাগান্ডা ন্যারেটিভ ও পুরনো রাজনৈতিক বন্দোবস্তের নেক্সাস ইতিমধ্যে জুলাই বিপ্লবকে তার বিপ্লবী স্পিরিট থেকে বিচ্যুত করে তাকে শ্রেফ একটি রেজিম চেঞ্জ'র বাতাবরণে আবদ্ধ করেছিল। জুলাই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রত্যাশার মধ্যে কিছু অবধারিত দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে। সেই বৈপরীত্যকে সাংঘর্ষিক অবস্থায় পৌঁছে দেয়াই গণশত্রুদের লক্ষ্য। এর সাথে ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও দুর্বৃত্তায়িত রাজনৈতিক শক্তির অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত। পতিত স্বৈরাচারের কথিত ভোটব্যাংক ও অক্ষুণ্ন প্রাতিষ্ঠানিক-আমলাতান্ত্রিক প্রভাবকে নিজেদের পক্ষে নিতে বিএনপি-জামায়াতের মতো রাজনৈতিক দলগুলো আপস ও সমঝোতার পথ বেছে নিতে চাইলেও চুয়ান্ন বছরে বেড়ে ওঠা জঞ্জাল উপড়ে ফেলে সত্যিকার অর্থে স্বাধীন, নিরাপদ নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়ন ও অক্ষুণ্ন রাখতে ওসমান হাদির মিশন ও শহিদী মৃত্যুর মহাকাব্যিক প্রেক্ষাপট অনেকটা কক্ষচ্যুত জুলাই বিপ্লবের স্পিরিটকে তরুণ প্রজন্মের চেতনায় আবার সঞ্চারিত করেছে। ওসমান হাদির হত্যাকারিদের গ্রেফতার করতে না পারা কিংবা নির্বিঘ্নে ভারতে পালিয়ে যাওয়া এবং সেখানে তাদের নিরাপদ আশ্রয় বাংলাদেশের মানুষকে যে বার্তা দিয়েছে, তা ভারতীয় আধিপত্যবাদের পুরনো অবস্থানেরই পুনরাবৃত্তি। হাদি হত্যাকারিদের ভারতে আশ্রয় কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এর মধ্য দিয়ে জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী নতুন বাংলাদেশের প্রতি ওরা সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। আর নতুন বাংলাদেশের স্বপ্নবাজ বিপ্লবী তরুণ প্রজন্ম হাদির জানাজায় উপস্থিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করে সে চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাতের প্রস্তুতির জানান দিয়েছে। প্রায় নিবু নিবু জুলাই বিপ্লবের স্পিরিট যেন ওসমান হাদির রক্তের জ্বালানিতে নতুন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। ভারতীয় আগ্রাসন ও আধিপত্যবাদবিরোধী লড়াইয়ে ওসমান হাদি এখন মুক্তিকামী মানুষের প্রেরণা ও ঐক্যের প্রতীকে পরিনত হয়েছে। চব্বিশের জুলাইয়ের মধ্যভাগে রংপুরের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী আবু সাঈদের প্রসারিত দুই হাত এবং স্বৈরাশাসকের দলবাজ পুলিশের গুলিতে লুটিয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে জুলাই অভ্যুত্থানের সূচনা হয়েছিল। এরপর দেড় বছর পদ্মা-যমুনায় অনেক পানি গড়িয়েছে। দেশে-বিদেশে অনেক ষড়যন্ত্র ও অপরাজনীতির গ্যাড়াকলে জুলাই অভ্যুত্থানকে ব্যর্থ করে দিতে সম্ভাব্য সবকিছুই হয়েছে। নিবন্ত জুলাই বিপ্লবের মশালে ইনকিলাব মঞ্চের ওসমান হাদি মাটির প্রদীপের মতো জেগেছিলেন। নজরুলের মতো ঝাঁকড়া চুলে দুই হাত প্রসারিত ওসমান হাদি নিজের রক্ত দিয়ে সেই মশালকে পুনরায় প্রজ্জ্বলিত করে গেলেন। বিদ্রোহী হাদিকে জাতি বিদ্রোহী কবি নজরুলের পাশেই চিরনিদ্রায় শায়িত করেছে। দুর্নীতিবিরোধী ইনসাফের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে ওসমান হাদির জ্ঞানভিত্তিক সত্যাশ্রয়ী বাস্তব দৃষ্টান্ত আর কোনো ন্যারেটিভ দিয়ে ভেঙ্গে দেয়া যাবে না। দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়িত রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ওসমান হাদি এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

লেখক : *সাংবাদিক*

বেনাপোল দিয়ে যাত্রী কমেছে ৮৫ শতাংশ

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি

ভারত ভ্রমণে ভিসা জটিলতা ও হাইকমিশন অফিস বন্ধের কারণে বেনাপোল চেকপোস্ট দিয়ে পাসপোর্টধারীদের যাতায়াত প্রায় ৮৫ শতাংশ কমে গেছে। গত তিনদিনে মাত্র ৫৩৯২ জন পাসপোর্টধারী যাত্রী বাংলাদেশ-ভারত যাতায়াত করেছেন, যা আগের তুলনায় প্রায় ৮৫ শতাংশ কম। একদিকে নানা কারণ দেখিয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনের ভিসা অফিস বন্ধ করে দেওয়া ও ভিসা জটিলতা। অন্যদিকে ভারত সরকার নতুন নিয়মে অনলাইন 'আগমন ফরম' বাধ্যতামূলক করেছে। যেখানে ভ্রমণকারীদের জন্য ভারতীয় ভিসা অনলাইন অ্যারাইভেল ওয়েবসাইটে আগমন ফরম পূরণ বাধ্যতামূলক। এতে যাত্রার ৭২ ঘণ্টা আগে এ ফরম পূরণ করে প্রিন্ট করে কপি সঙ্গে রাখতে হবে।
তবে যাত্রীদের অভিযোগ, ওয়েবসাইটের সার্ভার সচল না থাকায় আবেদন করতে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এর আগে যাত্রীদের ভারতের ইমিগ্রেশনে গিয়ে আগমন ফরম হাতে লিখে পূরণ করতে হতো। এখন অনলাইনে তা বাধ্যতামূলক করেছে ভারতের সরকার। এছাড়া ভিসা ফি ও খরচ বেড়েছে দ্বিগুণ। বর্তমানে একজন যাত্রীকে ভারতীয় দূতাবাসে ভিসার জন্য পাসপোর্ট জমা দেওয়ার সময় ১৫০০ টাকা ভিসা ফি বাবদ এবং ভিসা পাওয়ার পর ভ্রমণকর বাবদ বাংলাদেশ সরকারের ১০৫৭ টাকা ভ্রমণ ফি ও পোর্ট চার্জ দিতে হচ্ছে। এটি গত বছরের তুলনায় দ্বিগুণ। ফলে চিকিৎসা, ব্যবসা বা শিক্ষার উদ্দেশ্যে যাতায়াতকারীরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।
এদিকে ভিসার জন্য পাসপোর্ট হাইকমিশনে জমা দিলে ৯৫ শতাংশ যাত্রীকে ভিসা দেওয়া হচ্ছে না। ফলে প্রতি যাত্রীর ১৫০০ টাকা করে গচ্চা যাচ্ছে। মূলত ভিসা জটিলতায় ভ্রমণ কমছে গত বছরের ৫ আগস্ট থেকে। ভারত সরকার রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণ দেখিয়ে ট্যুরিস্ট, বিজনেস ও স্টুডেন্ট ভিসা বন্ধ রাখে। শুধু মেডিকেল ভিসা চালু থাকলেও শর্তসাপেক্ষে মাত্র ৫ শতাংশ রোগীকে ভিসা দেওয়া হচ্ছে। অনেক সময় ভিসা না পেয়ে অধিকাংশ রোগী দালালের মাধ্যমে জমা দিলে কিছু কিছু ভিসা মিললেও সেখানে ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা নিয়ে নিচ্ছে দালালরা।
এছাড়া যে ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেখিয়ে ভিসা নেওয়া হয়েছে, তার কাছেই চিকিৎসা করতে হবে। এই শর্ত লঙ্ঘন করলে ফেরার পথে যাত্রীদের আটকে দিচ্ছে ভারতীয় ইমিগ্রেশন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রেখে ২/১ জনকে আসতে দিলেও অধিকাংশ পাসপোর্টযাত্রীদের পাসপোর্টে রিফিউজ সিল মেরে দিচ্ছে। এসব যাত্রীরা পরে আর ভিসা পান না।
বেনাপোল বন্দর সূত্রে জানা গেছে, আগে প্রতিদিন যেখানে ৭ হাজার থেকে ৮ হাজার পাসপোর্টধারী যাত্রী যাতায়াত করতো, সেখানে এখন যাত্রীসংখ্যা নেমেছে ১৫-২০ শতাংশে। যাত্রী পারাপার কমেছে ৮৫ শতাংশ। গত মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে চিকিৎসার জন্য ভারতে যাওয়ার সময় ফরিদপুরের পাসপোর্ট যাত্রী শ্যামল কুমার বলেন, তিন তিনবার ভিসার জন্য পাসপোর্ট জমা দিয়ে ভিসা পাইনি। চতুর্থবার দালালের মাধ্যমে ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে ভিসা পেয়েছি। এছাড়াও ভিসা অফিসে লেগেছে ১৫০০ টাকা। ভ্রমণকর দিতে হচ্ছে ১০৬০ টাকা। এতো টাকা খরচ করার পর ডাক্তার দেখানো টাকাই থাকছে না।

রংপুরে ভোটার বেড়েছে ১ লাখ ৬৬ হাজার

রংপুর ব্যুরো

রংপুরের ছয়টি আসনে ভোটার তালিকায় বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তুলনায় এবার ভোটার সংখ্যা বেড়েছে ১ লাখ ৬৬ হাজার ৬৯৭ জন। এরমধ্যে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার বেড়েছে ৭ জন। গত নির্বাচনের মতো এবারও পুরুষ ভোটারের চেয়ে নারী ভোটার সংখ্যা বেশি। সেইসঙ্গে বেড়েছে ভোট কেন্দ্রের সংখ্যাও। নতুন অন্তর্ভুক্ত হওয়া ভোটারদের সিংহভাগই তরুণ প্রজন্ম, যারা প্রথমবারের মতো ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পাবেন।
রংপুর জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ছয়টি আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ২৪ লাখ ৩২ হাজার ৫০৫ জন। এরমধ্যে নারী ভোটার ছিলেন ১২ লাখ ২০ হাজার ৩৯৪ জন, পুরুষ ভোটার ছিলেন ১২ লাখ ১২ হাজার ৮৭ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ছিলেন ২৪ জন। মোট ভোট কেন্দ্র ছিল ৮৫৮টি। এবার নারী ভোটার বেড়ে হয়েছে ১৩ লাখ ৬ হাজার ৩৩৩ জন, পুরুষ ভোটার ১২ লাখ ৯২ হাজার ৮৩৮ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৩১ জন। কেন্দ্র সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮৭৩টি।
তথ্য মতে, রংপুর-১ (গঙ্গাচড়া ও রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ১ থেকে ৮ নং ওয়ার্ড) আসনে ভোটার ছিল ৩ লাখ ৩২ হাজার ২১৯ জন। এরমধ্যে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ছিলেন দুইজন। ভোট কেন্দ্র ছিল ১২৩ টি। এবার এই আসনে আংশিক পরিবর্তন হয়েছে। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ৯নং ওয়ার্ড যুক্ত করা হয়েছে এই আসনে। এতে মোট ভোটার সংখ্যা হয়েছে ৩ লাখ ৭৫ হাজার ২২৭ জন। এরমধ্যে নারী ভোটার ১ লাখ ৮৬ হাজার ৩৯৪ জন, পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৮৮ হাজার ৮২৯ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৪ জন। মোট ভোট বেড়েছে ৪৩ হাজার ৮টি। এখানে মোট কেন্দ্র ১৩৯টি।
রংপুর-২ (বদরগঞ্জ-তারাগঞ্জ) আসনে মোট ভোটার ছিলেন ৩ লাখ ৫৭ হাজার ৪৬ জন। এরমধ্যে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ছিলেন ৮ জন। কেন্দ্র ছিল ১৩৬টি। এবার এই আসনে ভোটার সংখ্যা ৩ লাখ ৮০ হাজার ৯২১ জন। এরমধ্যে নারী ভোটার ১ লাখ ৮৮ হাজার ৬২৫ জন, পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৯২ হাজার ২৮৭ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ০৯ জন। ভোট বেড়েছে ২৩ হাজার ৮৭৫ টি। কেন্দ্র সংখ্যা ১৩৭টি। রংপুর-৩ (সদর উপজেলার পাঁচ ইউনিয়ন, সিটি কর্পোরেশনের ১০ থেকে ৩৩নং ওয়ার্ড এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড) আসনে ভোটার ছিলেন ৪ লাখ ৯৪ হাজার ৭৬৮ জন। এই আসনে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ছিলেন ২ জন। গত নির্বাচনে কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ১৭৫টি। এবার ভোট বেড়ে হয়েছে ৫ লাখ ৮ হাজার ২২৪ জন। এরমধ্যে নারী ভোটার ২ লাখ ৫৫ হাজার ৮৪৯ জন, পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৫২ হাজার ৩৭০ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৫ জন। ভোট বেড়েছে ১০ হাজার ৪৫৬টি। কেন্দ্র কমে হয়েছে ১৬৯টি।
রংপুর-৪ (কাউনিয়া-পীরগাছা) আসনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার ছিলেন ৪ লাখ ৭৮ হাজার ৩৮৩ জন। এরমধ্যে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ছিলেন ৫ জন। কেন্দ্র ছিল ১৬৩টি। এবার ভোটার বেড়ে হয়েছে ৫ লাখ ৮৯ হাজার ৬ জন। এরমধ্যে নারী ভোটার ২ লাখ ৫৯ হাজার ১১৩ জন, পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৫০ হাজার ৭৮৮ জন ও তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৫ জন। এই আসনে মোট ভোটার বেড়েছে ৩১ হাজার ৫২৩ জন। কেন্দ্র সংখ্যা রয়েছে অপরিবর্তিত।
রংপুর-৫ (মিঠাপুকুর) আসনে গত নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৪ লাখ ৪০ হাজার ৩৩৫ জন। এরমধ্যে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ছিলেন ৪ জন। কেন্দ্র ছিল ১৫০টি। এবার এই আসনে মোট ভোটার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪ লাখ ৬৯ হাজার ১৮৯ জন। এরমধ্যে নারী ভোটার ২ লাখ ৩৬ হাজার ৭২৩ জন, পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৩২ হাজার ৪৬২ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৪ জন। ভোটার বেড়েছে ২৮ হাজার ৮৫৪ জন। আর দুটি কেন্দ্র বেড়ে হয়েছে ১৫২টি।
রংপুর-৬ (পীরগঞ্জ) আসনে মোট ভোটার ছিলেন ৩ লাখ ২৯ হাজার ৭৫৪ জন। ভোটকেন্দ্র ছিল ১১১টি। এবার ভোট বেড়ে হয়েছে ৩ লাখ ৫৫ হাজার ৭৩৫ জন। এরমধ্যে নারী ভোটার হলেন ১ লাখ ৭৯ হাজার ৬২৯ জন, পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৭৬ হাজার ১০২ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার অপরিবর্তিত ৪ জন। কেন্দ্রের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১১৩টি। এই আসনে এবার ভোট বেড়েছে ২৫ হাজার ৯৮১টি।
নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, ভোটার তালিকা হালনাগাদের সময় বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ এবং পরবর্তীতে অনলাইনে নিবন্ধনের সুযোগ থাকায় ভোটার সংখ্যা বেড়েছে। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে মৃত ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াও যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

‘জারোতে হাত ঠ্যাংগুলাত ছ্যাংগা ধরছে’

লালমনিরহাট প্রতিনিধি

“জারোতে হাত-ঠাংগুলা ছ্যাংগা ধরে (ঠাণ্ডায় হাত-পা লেগে আসে)। রাইতে ঠিকমতো ঘুম আইসে না। এতো ঠান্ডায় নদী পাড়ের মানুষ কোটনে যাইবে”? কথাগুলো বলছিলেন রংপুরের আদিতমারী উপজেলার মহিষখোচা ইউনিয়নের গোবর্ধন গ্রামের আজিজার মিয়া। শীতে আজিজার মতো নদী পাড়ের চরাঞ্চলের মানুষের দুর্ভোগ চরমে ঠেকেছে। ভোর নামতেই লালমনিরহাট যেন ঘন কুয়াশার চাদরে হারিয়ে যায়। রাস্তা, মাঠ, বসতবাড়ি ঢাকা পড়ে সাদা ধোঁয়ার আস্তরণে।
সেই কুয়াশা ভেদ করেই কনকনে ঠান্ডার সঙ্গে লড়াই করে রংপুরের মানুষের দিন শুরু হয়। উত্তরের হিমেল হাওয়ায় এখানে শীত কেবল একটি ঋতু নয়; বরং টিকে থাকার এক কঠিন পরীক্ষায় রূপ নেয়। গতকাল বুধবার ভোর থেকেই সদর, আদিতমারী, কালীগঞ্জ, হাতীবান্ধা ও পাটগ্রাম উপজেলাজুড়ে কুয়াশার ঘনত্ব ছিল স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি। দৃষ্টিসীমা কমে যাওয়ায় দিনের বেলায় যানবাহন গুলোকে হেডলাইট জ্বালিয়ে চলতে হচ্ছে। এতে ভোরে কাজে বের হওয়া দিনমজুর, কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে।
কুড়িগ্রাম আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের কর্মকর্তা সুবল চন্দ্র সরকার বলেন, বুধবার সকাল ৬টায় লালমনিরহাটে সর্বনিম্ন ১১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল শতভাগ এবং বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় প্রায় সাড়ে ৮ কিলোমিটার। তাপমাত্রা আরও কমতে পারে বলে জানান তিনি। নদীতীরবর্তী চরাঞ্চল ও খোলা প্রান্তরের মানুষের কাছে এই শীত আরও বেশি নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। টিনের চালার ঘর, ফাঁকা দেয়াল আর কয়েক টুকরো পুরোনো কাপড়ই তাদের শীত মোকাবিলার একমাত্র সম্বল।
গভীর রাতে কুয়াশা ঝরে পড়ে বৃষ্টির মতো। ভিজে যায় মাটি, ভিজে যায় শরীর, আর তার সঙ্গে ভিজে যায় জীবনের শেষ আশাটুকুও। শীতের কারণে অনেক শিশু ঘর থেকে বের হতে পারছে না। বয়স্কদের শরীর কাঁপছে। সন্ধ্যার পর ঘন কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে সড়ক ও লোকালয়; থমকে যাচ্ছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। আদিতমারী রেলওয়ে স্টেশনের পাশে বুধবার ভোরে কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন অটোরিকশা চালক এমদাদুল হক। তার বয়স ৫৫ বছর। শরীরে জড়ানো একটি পুরোনো কম্বল। কাঁপতে কাঁপতে তিনি বলেন, “সকাল হইলেই শরীর আর সরে না। তাও বাহির হইতে হয়। গাড়ি নিয়ে বাইরে বের না হলে প্যাটোত দানাও যে পরবে না।”
এদিকে শীতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রোগবালাইও। জেলা হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে বাড়ছে শিশু ও বয়স্ক রোগীর সংখ্যা। সর্দি-কাশি, শ্বাসকষ্ট ও নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হচ্ছেন অনেকে।

সরাইলে ভাগাড়ের বিড়ম্বনায় জনজীবন বিপন্ন

সরাইল (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল সদরে একাধিক ভাগাড়ের বিড়ম্বনায় জনজীবন বিপন্ন,শিশু ও বয়োবৃদ্ধরা চর্মরোগসহ নানারোগে আক্রান্ত হচ্ছে,প্রশাসনের উদাসীনতাই এর একমাত্র কারণ বলে বোদ্ধামহল মনে করেন। উপজেলা প্রশাসনের নাকের ডগায় ২ শত গজের মধ্যে রয়েছে দুটি ভাগাড়, একটি নিজসরাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন দক্ষিণ প্রবেশ পথে অপরটি সরাইল সদর ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন ১০ গজের মধ্যে। আরেকটি হলো সরাইল পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ঘেঁষে যাওয়া নিজসরাইল গ্রামের প্রধান সড়কের পাশে নান্টুর বাড়ির সন্নিকটে। বায়ুদূষণসহ নষ্ট হচ্ছে চারিদিক,প্রতিটি ভাগাড়েই কুকুর, বিড়াল, পশুপাখি খাবারের খুঁজে বিষাক্ত করে তুলছে পরিবেশ, ছড়িয়ে যাচ্ছে দুর্গন্ধ,মশা-মাছির অভয়ারণ্য স্থান এগুলো।
এসকল ভাগাড়গুলো থেকে খাবার খেয়ে পাখায় আর পায়ে লাগিয়ে চলে যায় নিকটবর্তী বাসা বাড়িতে। বাসিন্দারা মশা-মাছির উপদ্রবে না পারছে খাবার দাবার সংরক্ষণ করতে, না পারছে শিশুদের স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখতে। নিজসরাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশে সংলগ্ন দক্ষিণ দিকের ভাগাড়টির অসহনীয় দুর্গন্ধে বিদ্যালয়টির শত শত শিক্ষার্থী নাক চেপে যেতে হচ্ছে প্রতিষ্ঠানে।কোন কোন সময় ভাগাড়ে খাদ্যের সন্ধানে থাকা কুকুর, বিড়াল আর পাখিদের ভয়ে শিক্ষার্থীরা থাকে আতঙ্কে। এরপাশ দিয়ে উপজেলা পরিষদে যেতে হয় হালুয়া পাড়া, মোগলটুলা,নতুন হাবলি, চানমুনিপাড়া, টিঘর, সাগর দীঘি, সৈয়দটুলা ও বিকাল বাজারের শত শত ব্যবসায়ীদের। স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে আছে সরাইল সদর উচ্চ বিদ্যালয়ও নিজসরাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকা আর বাজারের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী। এ বিষয়ে ভাগাড় সংলগ্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেফালী ওয়াস্তি জানান, ময়লার পঁচা দুর্গন্ধে আমাদের শিক্ষক কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীরা মাস্ক পড়ে না হয় নাক চেপে চেপে ক্লাস পরিচালনা করতে হয়।বর্ষাকাল আর বৃষ্টির দিনেতো পঁচা গন্ধে ক্লাস করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। এসময় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কমে যায়। বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোঃ বাবুল মিয়া বলেন, একসময়ে এটা নৌকা ঘাট ছিল আশুগঞ্জ, ভৈরব,পানিশ্বর, অরুয়াইল, পাকশিমুল, নাসির নগর এবং অন্যান্য এলাকা হতে এই ঘাটে আসতো নানা মালামাল। কালের পরিক্রমায় আজ খাল ভরাট করে জায়গা দখলসহ জায়গাটি এখন ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। প্রশাসন কর্তৃক বাজারের ময়লা ফেলার নির্দিষ্ট কোন স্থান নির্ধারণ না করায় ব্যবসায়ীরা বাজারের ময়লা এখানে ফেলে।
অথচ উপজেলা প্রশাসনের চোখের সামনে সরকারি জায়গা উদ্ধার তো দুরের কথা তারা যেন দেখেও না দেখার বান করছে। এমনই আরেকটা ভাগাড় রয়েছে সরাইল সদরের নিজসরাইল গ্রামে প্রবেশে প্রধান সড়কের পাশে। এর অবস্থা আরও দুর্বিষহ। বিশেষ করে নিজসরাইলের উত্তরাংশের জনগোষ্ঠী রয়েছে হুমকির মুখে। এলাকায় শিশু, কিশোরদের মাঝে দেখা দিয়েছে নানা উপসর্গ।দেখা দিয়েছে চর্মরোগ। আক্রান্ত হচ্ছে খোস- পাচড়াও পেটের নানা পীড়ায়। প্রতিদিন এপথ দিয়ে ছোট খাটো যানবাহন, পথচারী, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ছাত্রসহ নিজসরাইল, পাঠানপাড়া, জিলুকদার পাড়া, কুট্রাপাড়া, উচালিয়াপাড়া, বড়দেওয়ান পাড়া, ছোট দেওয়ান পাড়ার হাজার হাজার জনতার চলাচলের পথ এটি।

ওসমান হাদির নামে নলছিটি লঞ্চ ঘাট, প্রস্তুতি চলছে

ঝালকাঠি প্রতিনিধি

ঝালকাঠির নলছিটি লঞ্চ ঘাট ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান হাদির নামে নামকরণ করা হচ্ছে। গতকাল বুধবার বিকালে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ-বিআইডব্লিউটিএর বরিশালের নির্বাহী প্রকৌশলী আমজাদ হোসেন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, ওসমান হাদির জন্মস্থান নলছিটিতে। তাই নলছিটি লঞ্চ ঘাটের নাম পরিবর্তন করে হাদির নামে করা হবে। এরই মধ্যে টার্মিনালের সংস্কার ও রংয়ের কাজ চলমান রয়েছে। গত রোববারের মধ্যে নৌ পরিবহন উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেনের লঞ্চ ঘাট পরিদর্শনের কথা রয়েছে বলে জানান বিআইডব্লিউটিএ কর্মকর্তা।
নলছিটি পৌর শহরের বাসিন্দা মনির হোসেন বলেন, “আমরা ওসমান হাদির স্মরণে এমন কিছু করার দাবি করেছিলাম, যেটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ওসমান হাদির নামে লঞ্চ টার্মিনালের নামকরণ হলে সেটাও স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মৌসুম শুরু হতে এখনও সময় বাকি থাকলেও বগুড়ার বিভিন্ন উপজেলার মাঠে উঠতে শুরু করেছে স্বল্পমেয়াদি আগাম আলু। তবে আগাম আলুর এই আগমনে কৃষকদের মুখে হাসি নেই। বাজারে আলুর দামে বড় ধস নামায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন চাষিরা

মৌসুম শুরুর আগেই বগুড়ায় আগাম আলু

বগুড়া প্রতিনিধি

মৌসুম শুরু হতে এখনও সময় বাকি থাকলেও বগুড়ার বিভিন্ন উপজেলার মাঠে উঠতে শুরু করেছে স্বল্পমেয়াদি আগাম আলু। তবে আগাম আলুর এই আগমনে কৃষকদের মুখে হাসি নেই। গত বছরের তুলনায় উৎপাদন খরচ বেড়েছে, ফলন কিছুটা কমেছে এবং বাজারে আলুর দামে বড় ধস নামায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন চাষিরা।
গতকাল বুধবার সকালে মাঠে সরেজমিনে দেখা যায়, ভোর থেকেই আলু তোলার কাজে ব্যস্ত কৃষকরা। মাঠ থেকে আলু তুলে পরিষ্কার করে বস্তায় ভরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হচ্ছে। আবার কেউ মহাস্থান হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করছেন। তবে এই শ্রম ও বিনিয়োগের বিপরীতে প্রত্যাশিত দাম মিলছে না। কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত বছর আগাম আলু প্রতি মণ ২ হাজার থেকে ২ হাজার ৫শ টাকায় বিক্রি হয়েছে। সে সময় বাজারে নতুন আলুর চাহিদা বেশি থাকার পরেও কৃষকরা তুলনামূলক ভালো দাম পেয়েছিলেন।
অন্যদিকে চলতি বছর নতুন আগাম আলু বিক্রি হচ্ছে মাত্র ৬০০ থেকে ৭০০ টাকায়, যা কেজি প্রতি ১৫ থেকে ২০ টাকা। এই দামে উৎপাদন খরচই উঠছে না বলে দাবি কৃষকদের। চাষিরা জানান, চলতি মৌসুমে সার, বীজ, কীটনাশক, সেচ ও শ্রমিকের মজুরি সবকিছুর দাম বেড়েছে। এক বিঘা জমিতে আলু চাষ করতে যেখানে গত বছর তুলনামূলক কম খরচ হয়েছিল, সেখানে এবার খরচ বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। অথচ বাজারে দাম কম থাকায় লোকসানের আশঙ্কা করছেন তারা। শিবগঞ্জ উপজেলার কৃষক মো. অহেদুল ইসলাম বলেন, গত বছর আগাম আলুতে ভালো দাম পেয়েছিলাম।
এবার সব খরচ বেড়েছে, কিন্তু আলুর দাম একেবারে পড়ে গেছে। এই দামে বিক্রি করলে পরিবার নিয়ে টিকে থাকা কঠিন হয়ে যাবে। তবে পাইকারদের ভাষ্য অনুযায়ী, বাজারে এখনও বিপুল পরিমাণ পুরনো আলু মজুত থাকায় নতুন আলুর প্রতি আগ্রহ কম। গাবতলীর পাইকার মো. আলেক মিয়া বলেন, গত বছরের আলু সারা বছর কম দামে বিক্রি হয়েছে এবং অনেক পুরোনো আলু এখনও বাজারে আছে। তাই নতুন আলুর দাম চাপের মধ্যে আছে। কৃষি বিভাগ সূত্রে জানা যায়, চলতি বছর প্রায় ২ হাজার হেক্টর জমিতে আগাম আলু চাষ হয়েছে। প্রতি হেক্টরে গড়ে প্রায় ১৭ টন ফলন পাওয়া যাচ্ছে। তবে বাজারে পুরনো আলুর সরবরাহ বেশি থাকায় নতুন আগাম আলুর দাম তুলনামূলক কম। সামনে যদি সরকারি পর্যায়ে আলু রপ্তানির উদ্যোগ দ্রুত নেওয়া হয় এবং বাজারে পুরনো আলুর চাপ কমে, তাহলে নতুন আলুর দাম বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে কৃষকরা কিছুটা হলেও ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারবেন।
এ বিষয়ে বগুড়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ফরিদুর রহমান বলেন, গত বছর আলুর দাম সারা বছর কম থাকায় চলতি মৌসুমে আলু চাষের লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে ধরা হয়েছিল।

চর দখল নিয়ে গোলাগুলি

বাবা-ছেলেসহ নিহত ৫ জনের পরিচয় মিলেছে

নোয়াখালী প্রতিনিধি

নোয়াখালীর দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ার জাগলার চরে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে নিহত পাঁচ জনের পরিচয় নিশ্চিত করেছে পুলিশ। নিহতরা হলেন- হাতিয়া উপজেলার সুখচর ইউনিয়নের চর আমান উল্লাহ গ্রামের মহি উদ্দিনের ছেলে আলা উদ্দিন, জাহাজমারা ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের এর চাদু মাঝির ছেলে সামছু, তার ছেলে সিহাব ও একই এলাকার কাশেম ও আলা উদ্দিন মাঝি। গত মঙ্গলবার দিনভর উপজেলার সুখচর ইউনিয়নের ৭ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সীমান্তবর্তী জাগলার চরে এ গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানান, নতুন জেগে ওঠা জাগলার চরের জমি সরকার এখন পর্যন্ত কাউকে বন্দোবস্ত দেয়নি। এ সুযোগে ৫ আগস্টের পর জাহাজমারা ইউনিয়নের কোপা সামছু বাহিনী জাগলার চরের বেশ কিছু জমি বিক্রি করে।
কিছু দিন পর পার্শ্ববর্তী সুখচর ইউনিয়নের আলাউদ্দিন বাহিনী জাগলার চরের জমির দখল নিতে মরিয়া হয়ে ওঠে। এ নিয়ে দুই মাস ধরে উভয় গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ চলে আসছে। এতে সামছু চরের দক্ষিণ পাশে চরকিং ইউনিয়নের সীমানায় আর উত্তর পাশে সুখচর ইউনিয়ন সীমানায় অবস্থান নেয় আলাউদ্দিন গ্রুপ। একপর্যায়ে দুটি গ্রুপ আলাদাভাবে চরের জমি বিক্রি শুরু করে।

চার দিনে ভারত থেকে এলো ২২৪৩ মেট্রিক টন পেঁয়াজ

হিলি (দিনাজপুর) প্রতিনিধি

সপ্তাহের ব্যবধানে দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে পেঁয়াজের আমদানি বৃদ্ধি পাওয়ায় খুচরা বাজারে দাম কমতে শুরু করেছে। এতে অনেকটা স্বস্তিতে সাধারণ ক্রেতারা। চলতি সপ্তাহের গত শনিবার ১৮ ট্রাকে ৫৩৮, রোববার ২২ ট্রাকে ৬৫৮, সোমবার ১৭ ট্রাকে ৫০৮, মঙ্গলবার ১৮ ট্রাকে ৫৩৯ মেট্রিক টনসহ চারদিনে ২২৪৩ মোট মেট্রিক টন পেঁয়াজ আমদানি করা হয়েছে। হিলি বন্দর সূত্রে জানা গেছে, গত সপ্তাহে গত শনিবার ভারতীয় ৮টি ট্রাকে ২২৫, রোববার ১০ ট্রাকে ২৯৯, সোমবার ২৩ ট্রাকে ৬৮৬, বুধবার ১৭ ট্রাকে ৫০৯, বৃহস্পতিবার ২২ ট্রাকে ৬৫৯ মেট্রিক টনসহ মোট ২৩৭৮ মেট্রিকটন ভারতীয় পেঁয়াজ আমদানি করা হয়েছে। এদিকে গতকাল বুধবার সকালে হিলি খুচরা বাজার ঘুরে দেখা যায়, গত সপ্তাহে আমদানিকৃত পেঁয়াজ মানভেদে ৯০-১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হলেও আজ তা কেজিতে ৪০-৪৫ টাকা কমিয়ে ৪৫-৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। আর দেশীয় মুড়িকাটা পেঁয়াজ কেজিতে ৪৫- ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দেশের বাজারে পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রায় তিন মাস পর চলতি মাসের ৭ ডিসেম্বর ভারত থেকে পেঁয়াজের আমদানি শুরু হয়। প্রথম দিকে একজন আমদানি কারককে ৩০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দেয় সরকার। পরে ৩০ মেট্রিক টন থেকে বাড়িয়ে দেয়। এতে বন্দরে আমদানি বৃদ্ধি পায়। ২৪৫ মার্কিন ডলারে পেঁয়াজগুলো আমদানি করা হচ্ছে। হিলি বাজারের খুচরা পেঁয়াজ বিক্রেতা আবুল হাসান মান্না বলেন, গত মঙ্গলবার বন্দর বাজারে ৩৮-৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রয় হয়েছে। সেই পেঁয়াজ খুচরা বাজারে বিক্রয় হচ্ছে ৪৫-৫০ টাকা কেজি দরে। দেশি পেঁয়াজ মোকামে বিক্রয় হচ্ছে ১৬০০-১৮০০ টাকা মণে। হিসেব অনুযায়ী যা কেজিতে ৪০-৪৫ টাকা।
খুচরা বাজারে বিক্রয় হচ্ছে ৫০-৫৫ টাকা কেজি দরে। দেশীয় ভরা মৌসুম ও পেঁয়াজের ইনপোর্টের কারণে দাম স্বাভাবিক আছে। আরেক খুচরা পেঁয়াজ বিক্রেতা রায়হান কবির জানান, এক সপ্তাহ আগে এলসি পেঁয়াজ আমরা বিক্রয় করেছি ৯০-১০০ টাকা কেজিতে। সেই পেঁয়াজ গেলো দুই তিন দিনে ৩৫-৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রয় হচ্ছে। আর দেশি পেঁয়াজ বিক্রয় করেছিলাম ৮০-৯০ টাকা কেজি। সেই পেঁয়াজ এখন বিক্রয় করছি ৫০ টাকা কেজি দরে। হঠাৎ দাম কমার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, গত সপ্তাহে দিনে ৩০ টন পেঁয়াজ আমদানি করার একটা পারমিট ছিল আমদানি কারকের কিন্তু এখন সেটি বাড়িয়েছে। এদিকে দেশীয় কাঁচা পেঁয়াজের চাপ বাড়ছে। কৃষকের পর্যাপ্ত ও ভারতীয় পেঁয়াজের আমদানি বাড়ার কারণে দাম এখন নাগালেই থাকবে।

চার ইউনিয়নের যাতায়াতের ভরসা এখন ‘মৃত্যুফাঁদ’

নরসিংদী প্রতিনিধি

নরসিংদী সদর উপজেলার নজরপুর ইউনিয়নের বালুয়াঘাট বাজার এলাকার ব্রিজটি এখন চারটি ইউনিয়নের লক্ষাধিক মানুষের কাছে আতঙ্ক বা মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় জরাজীর্ণ এই ব্রিজটি দিয়ে প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছেন করিমপুর, নজরপুর, আলোকবালী ও চরদিঘলদী ইউনিয়নের বাসিন্দারা। সরেজমিনে বালুয়াঘাট এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, ব্রিজটির কঙ্কালসার অবস্থা। ব্রিজের দুই পাশের রেলিং অনেক আগেই ভেঙে পড়েছে। পাটাতনের বিভিন্ন অংশ ফেটে গেছে এবং অনেক জায়গায় বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ব্রিজের ওপর দিয়ে কোনো যানবাহন চলাচল করলেই পুরো কাঠামোটি ভূমিকম্পের মতো কাঁপতে শুরু করে। ব্রিজের ঠিক পাশেই একটি মাদরাসা থাকায় কোমলমতি শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন এই বিপজ্জনক পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে। স্থানীয়রা জানান, বিকল্প কোনো রাস্তা না থাকায় প্রতিদিন গড়ে দুই থেকে তিন হাজার যানবাহন এই নড়বড়ে ব্রিজের ওপর দিয়েই চলাচল করে। অটোরিকশা চালক কামাল আতঙ্কের সুরে বলেন, গাড়ি নিয়া যখন ব্রিজে উঠি, মনে হয় এই বুঝি ভাইঙা পড়ল। জীবন হাতে নিয়া প্রতিদিন গাড়ি চালাই। অপর এক স্থানীয় বাসিন্দা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমাদের এই চার ইউনিয়নের যোগাযোগ রক্ষার একমাত্র মাধ্যম এই ব্রিজ। এটা ভেঙে গেলে আমরা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। বারবার প্রশাসনকে জানানো হলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। যোগাযোগ করা হলে নরসিংদী সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী রেজাই রাব্বি বলেন, সমস্যাটি সম্পর্কে তারা অবগত আছেন।

মাদ্রাসার পরীক্ষায় বই দেখে লেখার অভিযোগ, তদন্তে কমিটি

কুমিল্লা প্রতিনিধি

কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার একটি মাদ্রাসায় ফাজিল স্নাতক (অনার্স) পরীক্ষায় প্রকাশ্যে বই খুলে উত্তরপত্রে লেখার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত মঙ্গলবার সকালে উপজেলার ‘পিপুলিয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে’ এ ঘটনা ঘটে। এই দিন ফাজিল প্রথম ও তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা ছিল। বিষয়টি জানাজানির পর রাতে উপজেলা প্রশাসন তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কমিটির প্রধান উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা।
কমিটিকে সাত দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ দিয়েছেন সদর দক্ষিণ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সুজন চন্দ্র রায়।
মাদ্রাসা সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত ৬ ডিসেম্বর থেকে সারাদেশের মত পিপুলিয়া কামিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে ফাজিল স্নাতক (অনার্স) প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষা চলছিল। পরীক্ষা শুরুর পর থেকে শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে পরীক্ষা চলাকালে বই দেখে নকল করার অভিযোগ ওঠে। গত মঙ্গলবার ওই ঘটনার কয়েকটি ভিডিও ফেইসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। পরে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে এ নিয়ে খবরও আসে।
সদর দক্ষিণ উপজেলার ইউএনও সুজন চন্দ্র রায় বলেন, এ ঘটনায় তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সৈয়দ মো. তৈয়ব হোসেনকে আহ্বায়ক, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. শামীম ইকবাল ও আইসিটি অফিসার রিয়াজ উদ্দিনকে সদস্য করা হয়েছে।
শিক্ষার্থীদের বই দেখে পরীক্ষা দেওয়ার যেসব ভিডিও ছড়িয়েছে তার সত্যতা পাওয়া গিয়েছে কি-না প্রশ্নের উত্তরে ইউএনও বলেন, “আইসিটি অফিসারকে তদন্ত কমিটিতে রাখা হয়েছে, এসব ভিডিও কিংবা ছবির সত্যতা খতিয়ে দেখার জন্য। আশা করছি, আমরা তদন্ত প্রতিবেদনে এর বিষয়ের সঠিক তথ্য পাব।”
এই বিষয়ে জানতে পিপুলিয়া কামিল মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুল কুদ্দুসের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে সংবাদ মাধ্যম।
প্রথমে তিনি সাংবাদিক পরিচয় পাওয়ার পর ফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন।
পরে তিনি বলেন, “শিক্ষার্থীদের বই দেখে পরীক্ষা দেওয়ার কোনো ভিডিও আমি এখনও দেখি নাই।
মূলত আমারে ফাঁসানোর জন্য একটা প্লট সাজানো হয়েছে।” এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সৈয়দ মো. তৈয়ব হোসেন বলেন, “পরীক্ষায় অসদুপায়ের বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। এ বিষয়ে আমরা তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেব।”

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ - **রয়টার্স**

‘গাজা থেকে পুরোপুরি সেনা প্রত্যাহার করব না’

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ বলেছেন, নিরাপত্তার কারণে দেশটির সেনাবাহিনী গাজা উপত্যকা থেকে কখনও পুরোপুরি প্রত্যাহার করা হবে না এবং ফিলিস্তিনি এই অঞ্চলে একটি বেসামরিক-সামরিক সেনা ইউনিট গঠন করা হবে। গত মঙ্গলবার তিনি এই মন্তব্য করেছেন। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থিত শান্তি পরিকল্পনায় অক্টোবরে ইসরায়েল ও হামাস উভয়ের স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী উপকূলীয় এই অঞ্চল থেকে ধীরে ধীরে পুরোপুরি প্রত্যাহার করবে এবং ইসরায়েল গাজায় বেসামরিক বসতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে না।

হামাসের ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কাৎজ বলেন, আমরা গাজার ভেতরে অবস্থান করছি এবং গাজা থেকে পুরোপুরি কখনও চলে যাব না। এমন কিছু কখনও হবে না। আমরা সেখানে রয়েছি রক্ষা করতে, যা ঘটেছিল তা যাতে আবার না ঘটে। প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় এ বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলোর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কাৎজ বলেন, সময় এলে উত্তর গাজায় বাস্তুচ্যুত ইসরায়েলি সম্প্রদায়গুলোর পরিবর্তে আমরা নাহাল ইউনিট গঠন করব। সঠিক সময়ে সঠিক উপায়ে আমরা তা করব। তিনি বলেন, আমাদের নাগরিকদের রক্ষায় অন্য কাউকে আমরা বিশ্বাস করি না। এ প্রসঙ্গে লেবানন ও সিরিয়ায়ও উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন কাৎজ।

দুই বছর ধরে চলা গাজা যুদ্ধের মধ্যে নেতানিয়াহু বারবার গাজায় বসতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নাকচ করেছেন। যদিও তার জোটের কিছু কট্টরপন্থি সদস্য গাজা পুনরায় দখলের পক্ষে। ইসরায়েলের সশস্ত্র বাহিনীতে নাহাল ইউনিটগুলো এমন বেসামরিকদের জন্য, যারা সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে আগ্রহী। এতে সেনাবাহিনীতে যোগদানের আগে এক বছরের প্রস্তুতি ও স্বেচ্ছাসেবী কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত। এসব ইউনিটের ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে ইসরায়েলি সম্প্রদায় গঠনে।

ইসরায়েল ২০২৬ সালে নির্বাচনের দিকে এগোচ্ছে এবং বসতি ইস্যুটি মূল বিষয় হিসেবে উঠে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পশ্চিম তীর প্রসঙ্গে কাৎজ বলেন, নেতানিয়াহুর সরকার একটি বসতি সরকার। এটি কাজে বিশ্বাসী। সার্বভৌমত্ব পাওয়ার সুযোগ এলে আমরা সার্বভৌমত্ব নিয়ে আসব। আমরা বাস্তব সার্বভৌমত্বের যুগে রয়েছি। এখানে এমন সুযোগ রয়েছে যা দীর্ঘদিন ধরে ছিল না।

বিমান বিধ্বস্তে লিবিয়ার সেনাপ্রধান নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

লিবিয়ার সেনাপ্রধান মোহাম্মদ আলী আহমেদ আল-হাদ্দাদ বিমান বিধ্বস্ত হয়ে নিহত হয়েছেন। তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারার কাছে গত মঙ্গলবার বিধ্বস্ত হয় তাকে বহনকারী বিমান। সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা জানিয়েছে, বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের পরপরই প্রাইভেট জেটটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। বিমানে আরও যারা ছিলেন তাদের সবাই নিহত হয়েছেন। জানা গেছে বিমানে ছিলেন চার উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা এবং তিনজন ক্রু। লিবিয়ার প্রধানমন্ত্রী আব্দুল হামিদ দেবেইবা সেনাপ্রধানের মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, তুরস্কে সরকারি সফর শেষে দেশে ফেরার পথে তার বিমান বিধ্বস্ত হয়। সেনাপ্রধান আল-হাদাদ পূর্ব লিবিয়ার একজন গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কমান্ডার ছিলেন। দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়া লিবিয়াকে আবারও এক করতে কাজ করছিলেন তিনি। ২০১৪ সালে লিবিয়ায় হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট ন্যাটোর সেনারা। এরপর দেশটির দীর্ঘকালীন শাসক মুয়াম্মার গাদ্দাফিকে হত্যা করা হয়। তার মৃত্যু ও ন্যাটোর হস্তক্ষেপের কারণে লিবিয়া দুই ভাগ হয়ে যায়। এরপর এখনো দেশটিকে এক করা যায়নি। সেনাপ্রধানের সঙ্গে নিহত অন্যান্য কর্মকর্তারা হলেন লিবিয়ার স্থল বাহিনীর প্রধান জেনারেল আল-ফিতোরি ঘারিবিল, সেনাবাহিনীর ম্যানুফেকচারিং অথরিটির প্রধান বিগ্রেডিয়ার জেনারেল মাহমুদ আল-কাতাই।

শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর ইউক্রেনে নির্বাচন হবে : জেলেনস্কি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর ইউক্রেনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। যুক্তরাষ্ট্র-ইউক্রেনের খসড়া পরিকল্পনার সর্বশেষ সংস্করণ অনুসারে, রাশিয়ার আক্রমণ বন্ধ করার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরের পর ইউক্রেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আয়োজন করবে। খবর এএফপির। জেলেনস্কি সাংবাদিকদের বলেন, মস্কোয় পাঠানো সর্বশেষ নথিতে একটি পয়েন্টে বলা হয়েছে, চুক্তি স্বাক্ষরের পর ইউক্রেনের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বাচন অনুষ্ঠান করা উচিত। জেলেনস্কি বলেন, ওয়াশিংটন এবং কিয়েভের মধ্যে সম্মত যুদ্ধের অবসানের জন্য একটি খসড়া প্রস্তাবের সর্বশেষ সংস্করণের বিষয়ে গতকাল বুধবার মস্কোর উত্তর আশা করছেন তিনি। জেলেনস্কি গতকাল বুধবার সাংবাদিকদের বলেন, আমেরিকার সাথে কথা বলার পর আমরা রাশিয়ার প্রতিক্রিয়া পাব। তিনি মায়ামিতে চলতি সপ্তাহে আলোচনায় নতুন ২০-দফা পরিকল্পনার বিশদ বর্ণনা করেছেন।

মস্কোয় পুতিনের সঙ্গে সিরিয়ার মন্ত্রীদের বৈঠক : মস্কো সফরে গিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন সিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদ আল-শাইবানী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী মুরহাফ আবু কাসরা। সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে সামরিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দামেস্ক থেকে বার্তাসংস্থা এএফপি এ খবর জানায়। সিরিয়ার নতুন কর্তৃপক্ষ ক্ষমতা গ্রহণের পর এটি রাশিয়ায় তাদের সর্বশেষ সফর। গত ডিসেম্বর দীর্ঘদিনের শাসক ও মস্কোর ঘনিষ্ঠ মিত্র বাশার আল-আসাদকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর থেকেই মস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখছে দামেস্ক। আসাদ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে তিনি ও তার পরিবার রাশিয়ায় আশ্রয়ে রয়েছেন। দামেস্কের দিকে ইসলামপন্থি নেতৃত্বাধীন বাহিনী অগ্রসর হলে তারা দেশ ছাড়েন।

রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা সানা জানায়, বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদ আল-শাইবানী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী মুরহাফ আবু কাসরা এবং প্রেসিডেন্ট পুতিন রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পায় সামরিক শিল্পখাতে কৌশলগত সহযোগিতা। সানা জানায়, সিরীয় সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা সক্ষমতা জোরদার করতে সামরিক ও কারিগরি অংশীদারিত্ব কীভাবে আরো উন্নত করা যায়, তা নিয়েও কথা হয়েছে। আধুনিক সামরিক সরঞ্জাম সংস্কার, প্রযুক্তিগত দক্ষতা হস্তান্তর এবং গবেষণা ও উন্নয়নে সহযোগিতার বিষয়গুলো আলোচনায় উঠে আসে। প্রতিবেদনে বলা হয়, এসব উদ্যোগ সিরিয়ার জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করবে এবং দেশ ও অঞ্চলের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে। প্রায় ১৪ বছর ধরে চলা সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের সময় আসাদের অন্যতম প্রধান মিত্র ছিল রাশিয়া। তার শাসন টিকিয়ে রাখতে মস্কো গুরুত্বপূর্ণ সামরিক সহায়তা দেয় ও বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ব্যাপক বিমান হামলা চালায়। গত মঙ্গলবারের বৈঠকে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা বাড়ানোর সম্ভাবনাও আলোচিত হয়। এর মধ্যে পুনর্গঠন প্রকল্পে সহায়তা এবং বিনিয়োগ উৎসাহিত করার বিষয় রয়েছে বলে জানায় সানা। আসাদ রাশিয়ায় অবস্থান করলেও নতুন সিরীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়তে আগ্রহী মস্কো। বিশেষ করে ভূমধ্যসাগর উপকূলে অবস্থিত হমেইমিম বিমানঘাঁটি ও তারতুস নৌঘাঁটি নিয়ে চুক্তি নিশ্চিত করতে চায় রাশিয়া। এই দুটি ঘাঁটি তারা এখনও পরিচালনা করছে।

মস্কোতে ইউক্রেনের ড্রোন হামলা : রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন। রাশিয়ার বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রাতে মস্কোকে লক্ষ্য করে ইউক্রেনের ড্রোন হামলার পর টুলা অঞ্চলের বাণিজ্যিক এলাকায় আগুন ধরে গেছে। গতকাল বুধবার আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। খবর রয়টার্সের। মস্কোর মেয়র সের্গেই সোবিয়ানিন টেলিগ্রাম মেসেজিং অ্যাপে বলেছেন, মস্কোকে লক্ষ্য করে কমপক্ষে তিনটি ড্রোন ভূপাতিত করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ যেখানে পড়েছে সেখানে জরুরি পরিষেবা পাঠানো হয়েছে। তবে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর দেননি। রাশিয়ার বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ টেলিগ্রামে জানিয়েছে, রাজধানীতে চারটি প্রধান বিমানবন্দরের মধ্যে দুটিতে সীমিত পরিসরে সেবা দেওয়া হচ্ছে।

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তাদের বিমান প্রতিরক্ষা ইউনিট রাতভর ১৭২টি ইউক্রেনীয় ড্রোন ধ্বংস করেছে। যার প্রায় অর্ধেকই ইউক্রেনের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ধ্বংস করা হয়েছে। টেলিগ্রামে টুলা অঞ্চলের গভর্নর দিমিত্রি মিলায়েভ বলেছেন, একটি বিধ্বস্ত ইউক্রেনীয় ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ থেকে ওই অঞ্চলের একটি শিল্প এলাকায় আগুন লেগে গেছে। তবে এ বিষয়ে তিনি বিস্তারিত কিছু বলেননি। তিনি বলেন, রুশ বিমান প্রতিরক্ষা ইউনিটগুলো এই অঞ্চলে ১২টি ইউক্রেনীয় ড্রোন ধ্বংস করেছে। ইউক্রেন রাশিয়ার গভীরে ড্রোন হামলা আরও বাড়িয়েছে। রাশিয়ার অব্যাহত হামলার প্রতিক্রিয়ায় তারা মস্কোর যুদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যাহত করতে সামরিক, জ্বালানি এবং

সরবরাহ কেন্দ্রগুলোকে লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে।

মস্কোয় বোমা বিস্ফোরণে দুই পুলিশসহ নিহত ৩ : রাশিয়ার রাজধানী মস্কোর যেখানে দুই দিন আগে গাড়ি বোমা হামলায় এক জেনারেল নিহত হয়েছেন তার কাছে এক ব্যক্তিকে সন্দেহজনক আচরণ করতে দেখে তার দিকে যাওয়ার পর বোমা বিস্ফোরণে দুই পুলিশ কর্মকর্তাসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। ঊর্ধ্বতন ওই সামরিক কর্মকর্তাকে হত্যা করতে ইউক্রেনের গোয়েন্দা সংস্থা গাড়িতে বোমাটি পেতে রেখেছিল বলে অভিযোগ করেছে রাশিয়া। রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধের প্রায় চার বছর হতে চলল। এর মধ্যে রাশিয়ার বেশ কয়েকজন ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা ও ইউক্রেন যুদ্ধের সুপরিচিত সমর্থক গুপ্তহত্যার শিকার হয়েছেন। ইউক্রেনীয় সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা জানিয়েছে, এসব হামলার অনেকগুলোই তারা চালিয়েছে। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় তদন্ত কমিটি জানিয়েছে, অদ্ভুত আচরণ করা এক ব্যক্তির দিকে দুই পুলিশ কর্মকর্তা এগিয়ে গেলে একটি বোমা বিস্ফোরণে তারা নিহত হন, এ ঘটনায় তৃতীয় এক ব্যক্তিও নিহত হন। তবে এই তৃতীয় ব্যক্তি কে সেটি নির্দিষ্ট করে জানায়নি তারা।

কমিটি জানিয়েছে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের হত্যা এবং বোমার অবৈধ পাচার সংক্রান্ত ধারায় এ ঘটনায় একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনাস্থলের নিকটবর্তী বাসিন্দা আলেকজান্দার রয়টার্স টেলিভিশনকে বলেছেন, “সেখানে একটি বিস্ফোরণ ঘটেছিল। বিস্ফোরণের বিকট শব্দ হয়েছিল, অনেকটা কয়েকদিন আগে ঘটা গাড়ি বোমার মতো।” রোজা নামের আরেক বাসিন্দা জানিয়েছেন, ভোরে বিস্ফোরণের শব্দে তার ঘুম ভেঙে যায়, তাদের পুরো ভবনটি কেঁপে উঠেছিল।

রাশিয়ার সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত কয়েকটি টেলিগ্রাম নিউজ চ্যানেল জানিয়েছে, হামলাকারী নিজেই বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন। পুলিশ কর্মকর্তারা কাছাকাছি পৌঁছালে তিনি বোমার বিস্ফোরণ ঘটান। তবে রয়টার্স স্বতন্ত্রভাবে এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করতে পারেনি। বিস্ফোরণটি রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীর অপারেশনাল ট্রেনিং বিভাগের প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফ্যানিল সারভারভ যেখানে নিহত হয়েছিলেন তার একেবারেই কাছে ঘটেছে।

গত সোমবার সকালে এক গাড়ি বোমা হামলায় ৫৬ বছর বয়সী এই জেনারেল নিহত হন। রাশিয়ার জানিয়েছে, তাদের সন্দেহ ইউক্রেনীয় গোয়েন্দা সংস্থা গাড়ির নিচে ওই বোমাটি পেতে রেখেছিল। তবে ইউক্রেনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য পাওয়া যায়নি। মিরোত্বোরেৎস নামের ইউক্রেনীয় একটি বেসরকারি ওয়েবসাইট, যারা তাদের কথিত যুদ্ধাপরাধী বা বিশ্বাসঘাতকদের ডাটাবেজ সংরক্ষণ করে, তারা সারভারভের প্রোফাইল আপডেট করে জানিয়েছে যে এই জেনারেলকে ‘শেষ করে দেওয়া’ হয়েছে।

ইউক্রেনে উত্তর কোরিয়ার ২ যুদ্ধবন্দী ‘নতুন জীবনের আশায়’ দক্ষিণ কোরিয়ায় যেতে চায় : ইউক্রেনের হাতে আটক দুই উত্তর কোরিয়ার যুদ্ধবন্দী দক্ষিণ কোরিয়ায় ‘নতুন জীবন’ শুরু করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বলে জানা গেছে। একটি চিঠির বরাত দিয়ে আজ বুধবার এএফপি এ খবর জানায়। দুই সৈন্য গত অক্টোবরের শেষ দিকে সিউল-ভিত্তিক একটি মানবাধিকার গোষ্ঠীকে লেখা একটি চিঠিতে তাদের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেন। তারা বলেন, দক্ষিণ কোরিয়ান জনগণের সমর্থনের কারণে নতুন স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেওয়া শুরু হয়েছে আমাদের জীবনে। মানবাধিকার সংস্থাটি ওই চিঠিটি চলতি সপ্তাহে এএফপিকে অবহিত করে। দক্ষিণ কোরিয়া এবং পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মতে, ইউক্রেনে রাশিয়ার প্রায় চার বছরের আগ্রাসনকে সমর্থন করার জন্য উত্তর কোরিয়া হাজার হাজার সৈন্য পাঠিয়েছে। পূর্বের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হওয়ার পর গত জানুয়ারি থেকে কিয়েভের হাতে বন্দী দুই সেনা দক্ষিণ কোরিয়ায় পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। চিঠিতে দুই সেনা লিখেছেন, ‘ আমাদের পক্ষে কাজ করার জন্য আমাদের উৎসাহিত করার জন্য এবং এই পরিস্থিতিকে ট্র্যাজেডি হিসেবে নয় বরং একটি নতুন জীবনের সূচনা হিসেবে দেখার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।’

তারা লিখেছেন, ‘আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আমরা কখনই একা নই, এবং আমরা দক্ষিণ কোরিয়ার লোকদের আমাদের নিজস্ব বাবা-মা এবং ভাইবোন হিসেবে মনে করি এবং আমরা দক্ষিণ কোরিয়ায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’ চিঠিটিতে দুইজন সৈন্যের স্বাক্ষর রয়েছে। মানবাধিকার সংস্থার পক্ষ থেকে তাদের নাম এএফপিকে তাদের নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য প্রকাশ না করার অনুরোধ করা হয়েছে।

ড্রোন-মিসাইল দিয়ে ইউক্রেনে রাশিয়ার ব্যাপক হামলা : রাজধানী কিয়েভসহ ইউক্রেনের বিভিন্ন জায়গায় ড্রোন ও মিসাইল দিয়ে ব্যাপক হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। গত মঙ্গলবার ভোরে এসব হামলা চালায় রুশ বাহিনী। এতে অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন। গতকাল মস্কোতে গাড়ি বোমা হামলা চালিয়ে এক জেনারেলকে হত্যা করে অজ্ঞাতরা। এর একদিন পরই ইউক্রেনে ব্যাপক হামলা চালাল রাশিয়া।

মাদুরো, মাদক কার্টেলকে সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

জাতিসংঘকে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মাইক ওয়াল্টজ

যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘকে জানিয়েছে, তারা ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে ‘যতোটা সম্ভব’ সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তা প্রয়োগ করবে। এ নিয়ে রাশিয়া সতর্ক করে বলেছে, লাতিন আমেরিকার অন্য দেশগুলো এর পরবর্তী শিকার হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন কয়েক মাস ধরে ভেনেজুয়েলার উপকূলের অদূরে ক্যারিবীয় সাগরে ও লাতিন আমেরিকার উপকূলে প্রশান্ত মহাসাগরে মাদক চোরাচালানরত সন্দেহভাজন নৌযানগুলোতে প্রাণঘাতী হামলা চালাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ভেনেজুয়েলায় স্থল হামলা চালানোরও হুমকি দিয়েছেন।

গত মঙ্গলবার জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মাইক ওয়াল্টজ বলেন, “এই গোলার্ধের জন্য, আমাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী এবং যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে গুরুতর একক হুমকি হল আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী ও অপরাধী গোষ্ঠীগুলো।” রয়টার্স লিখেছে, যুক্তরাষ্ট্র ক্যারিবীয় অঞ্চলে ব্যাপক সামরিক সমাবেশ গড়ে তুলেছে আর ট্রাম্প মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা সব জাহাজ অবরোধ করার ঘোষণা দিয়েছেন। চলতি মাসে এখন পর্যন্ত মার্কিন কোস্টগার্ড ক্যারিবীয় সাগরে দুটি তেলবাহী ট্যাঙ্কার জব্দ করেছে। এই দুটি ট্যাঙ্কারেই ভেনেজুয়েলার অপরিশোধিত জ্বালানি তেল ভরা ছিল।

এরপর মার্কিন কোস্টগার্ড ওপেকভুক্ত দেশ ভেনেজুয়েলার বন্দরের দিকে এগোতে থাকা তৃতীয় একটি জাহাজকে ধাওয়া করে, যেটি খালি ছিল। ওয়াল্টজ বলেছেন, “পরিস্থিতির প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে, নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা তেল ট্যাঙ্কারগুলো মাদুরো ও তার অবৈধ শাসনের জন্য অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত এই ট্যাঙ্কারগুলো মাদক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কার্টেল দে লোস সোলেসের তহবিলও যোগায়।” ওয়াশিংটন কার্টেল দে লোস সোলেস বা কার্টেল অব দ্য সানকে গত মাসে বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। এই গোষ্ঠীটি যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ মাদক আমদানি করে বলে অভিযোগ ট্রাম্প প্রশাসনের। মাদুরো এই গোষ্ঠীটি পরিচালনা করেন বলে অভিযোগ করেছে তারা।

ভেনেজুয়েলা মার্কিন প্রশাসনের এসব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে ‘অস্তিত্বই নেই’ এমন একটি গোষ্ঠীকে সন্ত্রাসী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার ঘটনাটিকে ‘হাস্যকর’ বলে অভিহিত করেছে। নিরাপত্তা পরিষদকে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত ভাসিলি নেবেনজিয়া বলেছেন, “দৃশ্যমান হতে থাকা এই হস্তক্ষেপ ভবিষ্যতে লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের একটি নমুনা হয়ে উঠতে পারে।” তিনি ট্রাম্পের সাম্প্রতিক কৌশলগত নথি থেকে উদ্ধৃত করে এ মন্তব্য করেন। ওইসব নথিতে ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম গোলার্ধে আবার তাদের আধিপত্য কয়েম করবে। ওয়াল্টজ নেবেনজিয়ার পরে কথা বললেও তিনি তার (নেবেনজিয়ার) মন্তব্য নিয়ে সরাসরি কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি।

নিরাপত্তা পরিষদে চীনের উপরাষ্ট্রদূত সুন লেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ‘অবিলম্বে তাদের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বন্ধ করতে ও উত্তেজনা আর না বাড়ানোর’ আহ্বান জানান। ভেনেজুয়েলার অনুরোধে নিরাপত্তা পরিষদের এ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। রাশিয়া ও চীন সমর্থনে এতে সমর্থন জানায়। উত্তেজনা বাড়ার মুখে এটি নিরাপত্তা পরিষদে এ ধরনের দ্বিতীয় বৈঠক। বৈঠকে ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রদূত স্যামুয়েল মোনকাদা বলেন, “এটি চূড়ান্তভাবে পরিষ্কার হয়ে যাক যে ক্যারিবীয়াতে কোনো যুদ্ধ নেই, সেখানে আন্তর্জাতিক কোনো সশস্ত্র সংঘাত নেই, স্থানীয় কোনো সংঘাতও নেই; এই কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের যুদ্ধের নিয়ম প্রয়োগ করে তার কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা অযৌক্তিক। “হুমকি ভেনেজুয়েলা না, হুমকি যুক্তরাষ্ট্র সরকার।” ভেনেজুয়েলার ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর ওপর যুক্তরাষ্ট্রের চাপ ক্রমাগত বাড়তে থাকার মধ্যে একথা বললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

জব্দ করা ভেনেজুয়েলার তেল রাখবে বা বিক্রি করবে যুক্তরাষ্ট্র : ভেনেজুয়েলার উপকূলে জব্দ করা তেলবাহী ট্যাংকারগুলোসহ সেগুলোর অশোধিত তেল যুক্তরাষ্ট্র হয় নিজেই রাখবে কিংবা বিক্রি করে দেবে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভেনেজুয়েলার ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর ওপর যুক্তরাষ্ট্রের চাপ ক্রমাগত বাড়তে থাকার মধ্যে ট্রাম্প এই কথা বললেন। গত সোমবার ফ্লোরিডায় সাংবাদিকদেরকে ট্রাম্প বলেন, “জব্দ করা তেল আমরা রাখব। হয়ত বিক্রি করব, হয়ত রেখে দেব। হয়ত কৌশলগত মজুতেও আমরা এই তেল কাজে লাগাব। জাহাজগুলোও আমরা রাখছি।” ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে তেল থেকে আয়ের অর্থ মাদক-সংক্রান্ত অপরাধে ব্যবহারের অভিযোগ করে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে কারাকাস তাদের তেল জব্দ করাকে ‘জলদস্যুতা’ আখ্যা দিয়েছে। চলতি মাসে ভেনেজুয়েলার দুটি তেলবাহী ট্যাংকার জব্দ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী। তাছাড়া, মার্কিন কোস্ট গার্ড তৃতীয় একটি ট্যাংকারের পিছু নেয়, যাকে কর্তৃপক্ষ যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা এড়াতে ভেনেজুয়েলার ‘ডার্ক ফ্লিট’এর অংশ হিসেবে বর্ণনা করেছে। এ প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, “এটি এগোচ্ছে, আমরা সেটিও ধরে ছাড়ব।” আলাদাভাবে সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, তারা পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের আন্তর্জাতিক জলসীমায় সন্দেহজনক একটি পাচারকারী নৌযানে হামলা চালিয়েছে। এতে একজন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সাউদার্ন কমান্ড। তেল ট্যাংকার জব্দের লক্ষ্য মাদুরোকে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য করা কি না, এ প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, “আমি মনে করি, এতে তা হতে পারে; তিনি (মাদুরো) কী করতে চান সেটি তার ব্যাপার। আমার মনে হয়, সেটা করাই (ক্ষমতা ছাড়া) তার জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তবে আমরা দেখব কী হয়।”

মার্কিন অবরোধে সমর্থনকারীদের জন্য ভেনেজুয়েলায় কঠোর আইন পাস : ভেনেজুয়েলার পার্লামেন্ট একটি নতুন আইন পাস করেছে, যার মাধ্যমে মার্কিন অবরোধ বা নৌ-অবরোধ সমর্থনকারী ও অর্থায়নকারীদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এই আইনে সর্বোচ্চ ২০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। গত মঙ্গলবার আইনটি পাস হয়। এর আগে যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি তেলবাহী জাহাজ জব্দ করে। প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর সরকার এসব ঘটনাকে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন ও জলদস্যুতার শামিল বলে আখ্যা দিয়েছে। আইন উপস্থাপনকালে সংসদ সদস্য জিউসেপে আলেসান্দ্রেলো বলেন, এই আইন দেশের অর্থনীতি রক্ষা এবং সাধারণ মানুষের জীবনমানের অবনতি ঠেকানোর জন্য প্রয়োজনীয়।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র লাতিন আমেরিকায় সামরিক উপস্থিতি বাড়িয়েছে, তেলবাহী জাহাজ জব্দ করেছে এবং মাদক পাচারের অভিযোগে হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ভেনেজুয়েলা বলছে, এসব পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করছে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে ভেনেজুয়েলার প্রতিনিধি সামুয়েল মনকাদা বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন উপেক্ষা করে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে আগ্রাসী আচরণ করছে। তার ভাষায়, ভেনেজুয়েলা কোনো হুমকি নয়, হুমকি হলো যুক্তরাষ্ট্র সরকার। রাশিয়া ও চীনও যুক্তরাষ্ট্রের এসব কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেছে। রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত বলেন, এ ধরনের পদক্ষেপ ভবিষ্যতে লাতিন আমেরিকার অন্য দেশগুলোর বিরুদ্ধেও ব্যবহৃত হতে পারে। এদিকে কিছু লাতিন আমেরিকান দেশ যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানকে সমর্থন করলেও, অনেক দেশ পরিস্থিতি শান্ত করার আহ্বান জানিয়েছে।

৩০ রাষ্ট্রদূতকে একযোগে প্রত্যাহার করছে ট্রাম্প প্রশাসন : বিশ্বজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসগুলো থেকে প্রায় ৩০ জন রাষ্ট্রদূত এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন পেশাদার কূটনীতিককে প্রত্যাহার করছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন।

ট্রাম্পের ‘আমেরিকা সর্বাগ্রে’ নীতির অগ্রাধিকারের বিষয়গুলোর প্রতিফলন নিশ্চিত করতে নেওয়া হচ্ছে এ পদক্ষেপ। তবে সমালোচকদের বলছেন, এতে বিদেশে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ন হবে। যেসব কূটনীতিককে প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে তাদের তালিকা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর। গত সোমবার দপ্তরের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, এই পদক্ষেপ ‘যে কোনও প্রশাসনের জন্য এ এক নিয়মমাফিক প্রক্রিয়া’। যদিও সমালোচকরা বলছেন, বিষয়টি তেমন নয়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে পররাষ্ট্রদপ্তরের ওই কর্মকর্তা বলেন, “একজন রাষ্ট্রদূত প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি।

আর দেশগুলোতে আমেরিকা সর্বাগ্রে কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো ব্যক্তিরা থাকবেন, সেটি নিশ্চিত করার অধিকার প্রেসিডেন্টের আছে।” বিষয়টি সম্পর্কে যারা ওয়াকিবহাল তারা জানিয়েছেন, ওয়াশিংটনে ফিরে আসার নির্দেশ যাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রায় ৩০ জন ঊর্ধ্বতন কূটনীতিক রয়েছেন। তাদেরকে ছোট দেশগুলোতে পদায়ন করা হয়েছিল, যেখানে শীর্ষ মার্কিন প্রতিনিধি হিসেবে ঐতিহ্যগতভাবে পররাষ্ট্রদপ্তরের কর্মকর্তারা নিয়োগ পান; যারা আদতে পেশাদার কূটনীতিক, রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পৃক্ততা নেই। যুক্তরাষ্ট্রের আরেক কর্মকর্তা বলেছেন, প্রত্যাহার করা কূটনীতিকদেরকে পররাষ্ট্রদপ্তরে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। এই কূটনীতিকদের কয়েকজনকে কোনও ব্যাখ্যা ছাড়াই ফোনে প্রত্যাহারের কথা জানানো হয়েছিল।

যুদ্ধের আশঙ্কায় কাঁপছে দেশ

বড়দিনের আনন্দে স্বস্তি খুঁজছে ভেনেজুয়েলাবাসী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

রাজধানী কারাকাসের একটি আলোকোজ্জ্বল রাস্তায় বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা আর হাসিতে মেতেছেন মারিয়া আব্রু। ১৮ বছর বয়সী এই অ্যাথলেট জানান, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধের আশঙ্কা থেকে মনটা সরাতেই তিনি এখানে এসেছেন। কারাকাস থেকে এএফপি এ খবর জানায়। কয়েক দশকের রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক সংকট ভেনেজুয়েলার মানুষের গা সওয়া হয়ে গেছে। উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার গ্রাস থেকে বাঁচতে এড়িয়ে চলার কৌশলটি তারা বেশ ভালোই রপ্ত করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য হামলা নিয়ে মারিয়া ঘটেছে। ভেনেজুয়েলার নেতা নিকোলাস মাদুরোর দাবি, তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতেই যুক্তরাষ্ট্র এই পায়তারা করছে। সাধারণ মানুষের মনে ভয়, হয়তো যেকোনো সময় আকাশপথে হামলা বা আগ্রাসন শুরু হবে। ২০২৪ সালের বিতর্কিত নির্বাচনের পর গ্রেফতারের ভয়ে মানুষ এখন এসব নিয়ে কেবল ফিসফিস করে কথা বলে।

জনগণের ‘সুখী হওয়ার অধিকার’ রক্ষার দোহাই দিয়ে গত অক্টোবর মাসেই বড়দিনের উৎসব শুরু করে দেন মাদুরো। প্রায়ই তিনি দেশবাসীকে ‘পার্টি’ করার আহ্বান জানান। সরকারি টিভিতে তাকে নিয়মিত নাচতেও দেখা যায়। কারাকাসের ‘পাসিও লস

এএফপি-কে বলেন, ‘আমি এই বিষয়ে আর ভাবতে চাই না। যা ঘটার ঘটুক, আমরা তো দিন আনি দিন খাই।’ কয়েক মাস ধরে এক অজানা আতঙ্কে দিন কাটছে ভেনেজুয়েলাবাসীর।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে মার্কিন নৌবাহিনী ক্যারিবীয় অঞ্চলে অবস্থান নিয়েছে। কথিত মাদক পাচারকারী জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়ার পর এখন তারা ভেনেজুয়েলার তেলবাহী ট্যাঙ্কারও জব্দ করছে। এই অবরোধে এরই মধ্যে শতাধিক মানুষের প্রাণহানি প্রসেরেস’ স্মৃতিসৌধটি এখন আলোর বন্যায় ভাসছে। উৎসবের এই চাকচিক্য দেখলে বোঝার উপায় নেই যে দেশটির সিংহভাগ এলাকা প্রতিদিন ভয়াবহ লোডশেডিংয়ে অন্ধকারে ডুবে থাকে। সেখানে কেউ ছবি তুলছেন, কেউবা সন্তানদের নিয়ে খেলাধুলা করছেন।

বিপণিবিতানগুলোতেও উপচে পড়া ভিড়। তবে আকাশছোঁয়া মুদ্রাস্ফীতির কারণে দোকানপাটে পণ্য ঠাসা থাকলেও সাধারণ মানুষের পকেট প্রায় শূন্য।

অস্ট্রেলিয়ার জনবহুল রাজ্যে কঠোর অস্ত্র আইন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য নিউ সাউথ ওয়েলস বন্ডাই বিচে ভয়াবহ গুলির ঘটনার পর কঠোর অস্ত্র ও সন্ত্রাসবিরোধী আইন পাস করেছে। গতকাল বুধবার ভোরে রাজ্য সংসদে জরুরি অধিবেশনে এই আইন অনুমোদন দেওয়া হয়। এর ফলে অস্ত্রের মালিকানা সীমিত করা, সন্ত্রাসী সংগঠনের প্রতীক প্রকাশ নিষিদ্ধ করা এবং বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে পুলিশের ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ক্রিস মিন্স বলেন, সবাই হয়তো এই কঠোর আইন সমর্থন করবেন না, তবে মানুষের নিরাপত্তাই রকারের প্রধান লক্ষ্য। তিনি বলেন, এই সন্ত্রাসী হামলার পর নিউ সাউথ ওয়েলস আর আগের মতো নেই। গত ১৪ ডিসেম্বর বন্ডাই বিচে একটি ইহুদি উৎসব চলাকালে বন্দুকধারীর হামলায় ১৫ জন নিহত এবং বহু মানুষ আহত হন। এটি অস্ট্রেলিয়ায় প্রায় তিন দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হামলা।

নতুন আইনে-

* একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ ৪টি অস্ত্র রাখতে পারবেন
* কৃষকদের জন্য সর্বোচ্চ ১০টি অস্ত্রের অনুমতি থাকবে
* অস্ত্র রাখার জন্য গান ক্লাবের সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক
* সন্ত্রাসী হামলার পর ৩ মাস পর্যন্ত বিক্ষোভে নিষেধাজ্ঞা দিতে পারবে পুলিশ।

নিষিদ্ধ সংগঠনের পতাকা বা প্রতীক প্রদর্শন করলে সর্বোচ্চ ২ বছরের জেল বা জরিমানা হবে।